জীবনকর্ম সিরিজ

KAZIRKAJ 01830 338105

জীবনকর্ম সিরিজ ১ ইমাম বুখারী রহ. জীবনকর্ম ও হাদীস সংকলনের পদ্ধতি | ড. মুফতী মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান

জীবনকর্ম সিরিজ ১

ইমাম বুখারী রহ.

জীবনকর্ম ও হাদীস সংকলনের পদ্ধতি

ড. মুফতী মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম
ও
হাদীছ সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি

(একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা)

md. shafiul-Alam
21-03-2025

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান

পি-এইচ.ডি; এম.ফিল - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
বি,টি,আই,এস, (অনার্স); এম,টি,আই,এস (মাষ্টার্স)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
কামিল ট্রিপল (আদব,তাফসীর,ফিক্‌হ)
অল থ্রু ফার্স্ট ক্লাশ

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৪ ইং
চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম

(গবেষণামূলক পর্যালোচনা)

প্রকাশক : নজরুল ইসলাম
আশরাফিয়া বুক হাউজ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ২৫০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-8947-09-15

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
আল-হাজ্ব মাওঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও
আমার প্রাণাধিক শ্রদ্ধেয়া মা
মিসেস ছালেহা খাতুন-এর উদ্দেশ্যে
যাঁদের স্নেহধন্য বিশেষ দোয়ার বরকতে
আমি গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের সুস্বাস্থ্য
ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এবং

আখেরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর
শাফা'আত প্রত্যাশান্তে

–ড. মানজুর

◀◀ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন,

"مَا اَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثاً إلاَّ بَعْدَ إسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ."

"আমি আল-জামি'উস সহীহ্ গ্রন্থে প্রতিটি হাদীছ লিখার পূর্বে গোসল করেছি ও দু'রাকা'আত (নফল) নামায আদায় করেছি। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে একটি হাদীছ ও লিপিবদ্ধ করি নি।"(ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী, পৃ.৬৭৫; তাহযীবুত তাহ্যীব, খ.৯ম, পৃ. ৪২; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ আল-কাশমীরী : ফায়যুল বারী খ.১ম, পৃ.৫)।

◀◀ ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ.২৭৯ হি.) বলেন,

(قال ابوعيسي الترمزي: لم أرَ أعلمُ بالعللِ والأسانيدِ مِنْ محمدِ بن إسماعيلِ البخاريِّ.)

"হাদীছের সনদ ও 'ইলাল (সুক্ষ দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি"। (দ্র.-ইব্ন হাজার : তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, খ.৯ম, পৃ.৪৫; হুদা আস্-সারী, পৃ.৬৭১)।

◀◀ ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ.২৪১হি.) বলেন,

(مَا أَخْرَجْتُ خَرَسَان مِثْلَ مُحَمَّدْ بْنِ إسْمَاعِيْلُ)

"খুরাসানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল-এর মতো অন্য কোন ব্যক্তি জন্ম নেয়নি"। (দ্র.-খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, পৃ.২১০: মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, পৃ. ৩৫৪)।

◀◀ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমাহ (রহ.) (মৃ.২২৩/৮৩৭-৩১১/৯২৩) বলেন,

(مَارَأَيْتُ تَحْتَ أُدِيْمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه وسلم ولاَ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنَ إسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ)

"আকাশের নীচে ইমাম বুখারী (রহ.) অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী ও অধিক সংরক্ষণকারী আমি আর কাউকে দেখি নি"। (দ্র.-ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, পৃ.৬৭১; হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, পৃ.৪৩১)

অভিমত

হাদীস হচ্ছে কুরআ'নের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণকারী, গোপনীয় তথ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী এবং কুরআ'নের ইঙ্গিতবাহ আয়াতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ। আর যে একে অগ্রাহ্য করবে অথবা মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে পথ ভ্রষ্ট এবং মহাক্ষতিতে নিমর্জ্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব সমাজের উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত অনেক আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন এবং অসংখ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদান করে চমৎকার ও মূল্যবান জীবনের পাথেয় উপস্থাপন করেছেন। **"ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম ও হাদীছ সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি"** শিরোনামে গ্রন্থটির লেখক ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান "বিশ্ব সেরা হাদীছ বিজ্ঞানী ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে যে শতভাগ নির্ভুল ও বিশুদ্ধ ছিলো" তা প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন।

হাদীস অনুসন্ধিস্যু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, পাঠক-পাঠিকা, হাদীস গবেষক শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ হবে বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীসের ব্যাপারে সু-স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং নির্ভুল হাদীস বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণের কর্মপদ্ধতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রার সংযোজন ও সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার। আমি এ গ্রন্থটি ও তার লেখক ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক)
প্রফেসর- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অভিমত

ইসলাম বিশ্ব মানবতার শাশ্বত ও চিরন্তন জীবন বিধান। আল-কুরআন ও আল-হাদীস এ ধর্মের মূল চালিকা শক্তি। হাদীস ব্যতীত কুরআন অনুধাবন ও এর সঠিক মর্ম উদ্ধারের প্রচেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস। ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনের পরপরই হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান হাদীস গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। **"ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম ও হাদীছ সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি"** শীর্ষক শিরোনামে এ গ্রন্থটির লেখক গবেষণার সাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে তাঁর পদ্ধতিসমূহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্র থাকাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন শিক্ষক ও প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মজীবনেও তিনি বহুমুখী যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন এবং গবেষণামূলক লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর ইতোমধ্যে গবেষণামূলক কয়েকটি গ্রন্থ ও গবেষণামূলক পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ায় আমি মুগ্ধ ও আশান্বিত হয়েছি। আশা করি, হাদীস গবেষক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস মুসলিম উম্মার বেশ উপকারে আসবে। আমি এ গ্রন্থটি ও তার লেখকের জন্য দোয়া ও সাফল্য কামনা করি।

(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান ও প্রফেসর
আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ عِلْمَ الحَدِيْثِ اساسا ثَانِيًّا لِشَرِيْعَتِه. وَوَفَّقَ لِعُلَمَاءِ الأمَّةِ. خَاصًّا لِمُحَمَّدِ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ مِنْ لِأَصْحَابِ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ تَصْحِيْحَ الحَدِيْثِ مِنْ سَقِيْمِه. فَجَعَلُوْا لِتَأْلِيْفِ كِتَابِهِمْ مَنْهَجًا مُعَيَّنًا كَرِيْمًا. وأشهد أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه. اَلَّذِيْ اتمَّ بِه مَأْمُوْلَه مِنْ إِكْمَالِ الدِّيْنِ. وَآتَاهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. فَنَطَقَ بِجَوَاهِرِ الْحِكَم. وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِه ذَوِي الأُصُوْلِ الْكَرِيْمَةِ وَالأَمْجَادِ الْمَأْثُوْلَةِ.

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আ'লামীনের প্রতি, যিনি অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে এ গ্রন্থটি সম্পাদনের তাওফীক দিয়েছেন। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী, হাদীছের উৎপত্তিকারী, হেদায়েতের প্রচারকারী ও নাজাতের কাণ্ডারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসংখ্য ত্যাগের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছসমূহকে সংরক্ষণ করে মুসলিম মিল্লাতের নিকট সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রবীণ প্রফেসর, জনাব ড.এ. এফ.এম. আমীনুল হক-এর প্রতি। এ গ্রন্থটি সুচারুরূপে সম্পন্নের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ, সহযোগিতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর বিশিষ্ট খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম স্যার। যিনি ব্যস্ততার মধ্যেও প্রচুর সহযোগিতা, দুর্লভ গ্রন্থ এবং তথ্য-উপাত্তের সন্ধান, মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাবেক ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন, সাবেক চেয়ারম্যান আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ,খ,ম, ওয়ালী উল্লাহ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ

সেকান্দর 'আলী, প্রফেসর ড.খোন্দকার আ,ন,ম,'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর; প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল 'আলী, সহযোগী অধ্যাপক ড. আ,ন,ম, ইকবাল।

এ গ্রন্থটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে পত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হোগলাডাংগী এম,আই,কামিল মাদ্রাসার লাইব্রেরীসহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর সহযোগিতা আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছে। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সুধীজনদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আল-হাজ্জ মাওলানা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও আমার প্রাণাধিক শ্রদ্ধেয় মা মিসেস ছালেহা খাতুন, যাঁদের স্নেহধন্য বিশেষ দোয়ার বরকতে আমি গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। বহু কষ্ট করে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান ও শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাষ্টার বজলুর রহমান মহোদয় এ গ্রন্থটির প্রুপ দেখে সংশোধন করেছেন। মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমার সহধর্মিণী ড. মনিরা খাতুন গ্রন্থটি তথ্যবহুল করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। গ্রন্থটি রচনার ক্লান্তিকর্মের এক ঘেঁয়েমিতার মাঝে আমার প্রিয় সন্তান মুতাসিম বিল্লাহ সাফিন (এগার বছর), মুহ্সিনা রহমান মহুয়া (ছয় বছর) ও মুহ্সিন বিল্লাহ সিয়াম (চার মাস) তাদের হাসি-দুষ্টুমি অমাকে প্রাণ চাঞ্চল্যতা দান করেছে। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমার সম্মানিত সকল স্তরের উস্তাদ, অসংখ্য শুভাকাংখী ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যাঁদের অপরিসীম ভালবাসা, দোয়া, আত্মত্যাগ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে এ গ্রন্থটির কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহস যুগিছেন, তাঁদের সবাইকে অন্ত রের অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সৌহার্দ জানাই। وَمَا تَوْفِيْقِي إِلاَّ بِاللهِ মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আ'লামীন সংলিশ্লষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান
খরখরিয়া, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু.	অনুবাদ
আ.	'আলাইহিস্-সালাম
'আয়নী	'আল্লামা বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহ্মূদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহ্মদ 'আয়নী।
আল-ইসাবা	আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্ সাহাব।
ই.ফা.বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
ইব্নুল আছীর	আবুল হাসান 'আলী ইব্নুল আছীর।
ইব্নুল জাওযী	আবুল ফারাহ্ 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী ইব্নুল জাওযী।
ইব্ন কাছীর	হাফিয ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইব্ন কাছীর।
ইব্ন খাল্লিকান	কাযী আহ্মদ ইব্ন খাল্লিকান।
ইব্ন হাজার	আবুল ফযল শিহাব উদ্দীন ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী।
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ।
ঢাবি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। বাংলাদেশ।
চবি	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ।
রাবি	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। বাংলাদেশ।
ইবি	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। বাংলাদেশ।
ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান	ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ফী আমবা'ই আবনা'ইয্ যামা'ন।
ইং	ইংরেজী।
কাশফুয যুনূন	কাশফুয যুনূন 'আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন।
খৃ.পূ.	খৃষ্টপূর্ব।
হামাভী	আবূ 'আবদিল্লাহ ইয়াকূত আল-হামাভী।
খুলাসাহ	খুলাসাতুত্ তাহ্যীব ওয়া তাহ্যীবিল কামাল ফী আসমা'ইর রিজাল।

ড.	ডক্টর
ইমাম বুখারী (রহ.)	আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী।
ইমাম মুসলিম (রহ.)	মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী।
ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.)	আবূ দাঊদ সুলাইমান ইব্ন আশ্'আস আস-সিজিস্তানী।
ইমাম আত্-তিরমিযী (রহ.)	আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী।
ইব্ন মাজাহ্ (রহ.)	মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযভীনী।
ইমাম নাসাঈ (রহ.)	আহ্মদ ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন 'আলী ইব্ন বাহার ইব্ন সিনান ইব্ন দীনার আন্-নাসাঈ।
সহীহ্ আল-বুখারী	আল-জামি' আস-সহীহ্ আল-মুসনাদ আল-মুখতাসার মিন 'উমূরি রাসূলিল্লাহে (সা.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী।
তিরমিযী	আল-জামি'উত তিরমিযী।
তা.বি.	তারিখ বিহীন।
তাহাভী	আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালমাহ ইব্ন সালমাহ ইব্ন 'আবদিল মালিক ইব্ন সালমাহ ইব্ন সুলাইম ইব্ন সুলাইমান।
দ্র.	দ্রষ্টব্য।
আল-বিদায়াহ্	আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্।
পৃ.	পৃষ্ঠা
দেহলভী	শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী।
(রহ.)	রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি।
(রা.)	রাদিয়াআল্লাহু তা'আলা 'আনহু।
আন-নুজূমুয যাহিরাহ	আন-নুজূমুয যাহিরাহ ফী মূলূকি মিশর ওয়াল কা'হিরাহ।
ফাতহুল মুগীছ	ফাতহুল মুগীছ ফী শরহি আলফিয়াতিল হাদীছ।
মৃ.	মৃত্যু

'আল্লামা মুবারকপূরী	'আল্লামা 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী।
বালাযুরী	আহ্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-বালাযুরী।
মা'আরিফুস সুনান	মা'আরিফুস সুনান শরহি সুনানুত তিরমিযী।
মির'আতুল জানান	মির'আতুল জানান ওয়া 'ইবরাতুল ইয়াকযান।
সং.	সংস্করণ।
(সা.)	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
আয-যাহাবী	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ আয্-যাহাবী।
আশ-শাফি'ঈ	ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রিস আশ-শাফি'ঈ।
হি.	হিজরী।
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক।
সুয়ূতী	হাফিয জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস্-সুয়ূতী।
শাজারাতুয যাহাব	শাজারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব।
আস্-সাম'আনী	'আবদুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সাম'আনী।
আবূ হানিফা	ইমাম 'আযম নু'মান ইব্ন সাবিত।
Vol	Volume
P.	Page.
Trs	Translation.
Ed.	Edited by.
Adi	Adition.
Op. Cit.	Oper citao

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা
أَ	= আ, া, '	د	= দ	ق	= ক
إِ	= ই, ি	ذ	= য	ك	= ক
أُ	= উ, ু	ر	= র	ل	= ল
ـَ	= া, আ	ز	= য	م	= ম
ـِ	= ি, ই	س	= স	ن	= ন
ـُ	= ু, উ	ش	= শ	و	= ও / ভ
ـً	= আন্	ص	= স	وَا	= ওয়া
ـٍ	= ইন্	ض	= য/দ	وَ	= ওয়া
ـٌ	= উন্	ط	= ত	وِيْ	= বী, ভী
ـْ	= ্, হস্ চিহ্ন	ظ	= য	ه	= হ
ـّ	= বর্ণদ্বিত চিহ্ন অথবা - ্য	ع	= '(উল্টো কমা)	ة	= হ/ত
أُو	= ঊ, ূ	عَ	= 'আ		= ' (ঊর্ধ্ব কমা)
إِيْ	= ঈ, ী	عَا	= 'আ	أَم	= আ'
ب	= ব	عِ	= 'ই	إِم	= ই
ت	= ত	عُ	= 'উ	يَ	= য় / ইয়া
ث	= ছ	عُوْ	= ঊ	إِيْ	= ঈ
ج	= জ	عِيْ	= 'ঈ	يِ	= য়ি
ح	= হ	غ	= গ	يِيْ	= য়ী
خ	= খ	ف	= ফ		

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ)–এর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাজান, জামি', সুনান, সহীহ্, 'আস-সিহাহ সিত্তাহ' পরিচিতি এবং সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ :

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

তৃতীয় অধ্যায়

আস্-সিহাহ্স সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীছের গ্রন্থসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ)-এর কর্মপদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

পঞ্চম অধ্যায়

হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে ইমাম বুখারী (রহ)-এর কর্মপদ্ধতি

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ বিশুদ্ধ ও নির্ভেজালভাবে সংরক্ষিত হয়েছে জগৎ বিখ্যাত হাদীছের অন্যতম বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 'সহীহুল বুখারী'-এর সংকলনের মাধ্যমে। উক্ত হাদীছ গ্রন্থের মনীষী 'আলিম ব্যক্তিগণের খনি স্বরূপ 'নায়সাপূরে' মুহাদ্দিছকুল শিরোমনি ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৭০) অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহ্‌মতে ওহীলব্ধ এ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করেছেন। সহীহ্‌ভাবে হাদীছ সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তিনি নিজেস্ব চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাঁর অসম্ভব জ্ঞান, অসাধারণ মেধা, অপরিমেয় প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা বিভিন্ন রিজাল শাস্ত্রবিদগণ উল্লেখ করেন, "ইমাম বুখারী (রহ.) যখন কোন একটি কিতাব মাত্র এক বার দেখতেন, ঐ কিতাবটি তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো"। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে এমন কিছু মানহাজ বা পদ্ধতি গ্রহণ করলেন, যাতে কোন মানুষের মনে, বিশেষ করে হাদীছ জ্ঞান পিপাসু ও গবেষকদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে। যা অত্র গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তিনি হাদীছ বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অনেক যাচাই-বাছাই করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেমে সনদ ও মতনসহ ছয় লক্ষ হাদীছের উপর যাচাই-বাছাই ও গভীর গবেষণা চালিয়ে সুদীর্ঘ ষোল বছর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর নিজেস্ব মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বিশুদ্ধ হাদীছের 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে রাবীদের জীবনবৃত্তান্ত ও চারিত্রিক গুণাবলি যাচাই-বাছাই ('ইলমুল জারহ্ ওয়াত তা'দীল)-হাদীছ সমলোচনা বিজ্ঞান-এর এক বিপ্লবী পদক্ষেপের মাধ্যমে হাদীছ পরিশুদ্ধায়নে চরম উৎকর্ষতা সাধন করেছেন। **"সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি"** শীর্ষক বিষয়টি ইসলামী শিক্ষার চলমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই "সিহাহ সিত্তার" সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া হাদীছ জ্ঞান পিপাসুদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়।

আস-সিহাহুস সিত্তাহ-এর সংকলকগণ ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর হাদীছ বিশেষজ্ঞ। আর এ শতাব্দী ছিল ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের তথা হাদীছ সংকলনের স্বর্ণ যুগ। এই যুগেই 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' সংকলন হয়। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ

তাঁদের কর্মবহুল জীবনে হাদীছ সংকলন ও সংগ্রহে রাবীদের সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সহীহ্ হাদীছ সংকলন করেছেন। সহীহ্ পদ্ধতিতে হাদীছ সংকলন করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সংকলন পদ্ধতি, অবস্থান, শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং কঠোর শর্তাবলী প্রদান করেছেন। যা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাঁরা সমগ্র জীবন বিশুদ্ধ হাদীছ সংকলনের জন্য ব্যাপক গবেষণার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অমীয় বাণীসমূহকে সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীছসমূহের উপর যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে সহীহ্ হাদীছসমূহ সুসংবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ সংকলন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

আস-সিহাহুস সিত্তাহ্-এর প্রণেতাগণ নিজে সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনের মাপকাঠি সম্পর্কে কিছুই বলেননি পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ তাঁদের রেওয়ায়াতের উপর গভীর গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপণিত হয়েছেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই সহীহ্ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সব 'মানহাজ' বা নীতিমালা স্বযত্নে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় ঠিক করে ঐ অধ্যায়ের উপর যত হাদীছ আছে ঐ সকল বিশুদ্ধ হাদীছসমূহকে তাঁদের মানহাজ অনুযায়ী একত্রিত করেছেন। অতপর প্রত্যেক হাদীছের সনদকে "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل" (হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান)-এর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এ সবের পারস্পারিক পার্থক্য নিশ্চিতভাবে নিরূপন করে একটি হাদীছ অপর হাদীছের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের স্ব স্ব মানহাজ অনুযায়ী (সহীহ হাদীছের শর্ত মোতাবেক) উত্তীর্ণ হওয়ার পর হাদীছটির বিশুদ্ধতার উপর চূড়ান্ত ভাবে নিশ্চিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছটি বিশুদ্ধতার উপর চূড়ান্তভাবে দৃঢ় হওয়ার পর সাথে সাথেই হাদীছ না লিখে তাঁর মানহাজ মোতাবেক প্রতিটি হাদীছ লিখার পূর্বে গোসল ও ইস্তেখারার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন।

'সহীহুল বুখারী' বা 'আল-জামি' গ্রন্থটি সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জনতার নিকট আল-কুরআ'নুল কারীমের পরেই মর্যাদায় সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছে। আমাদের গবেষণায় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনের মানহাজ তথা হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনের পদ্ধতিসমূহ যথাসম্ভব উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর হাদীছের পাণ্ডুলিপি 'সহীহুল বুখারী' থেকে আমরা গবেষণার উপাদান গ্রহণ করেছি। এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তুকে একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরিচিতি ও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। কেননা ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক পরিচয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে। তাই তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই আমরা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি। খ্যতিমান অন্যান্য মুহাদ্দিছ ও মনীষীদের মন্তব্যসহ তাঁর সমসাময়িক হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদাগত অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়কে আমরা পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর নাম ও বংশ পরম্পরা, জন্ম ও বাল্যকাল, শৈশবকালে জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর শিক্ষা জীবন ও প্রখর স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান চর্চার পরিবেশ, হজ্জে গমণ ও হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, হাদীছ সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর কর্মজীবন, উস্তাদ ও ছাত্রবৃন্দের তালিকা, রচিত গ্রন্থাবলী, চারিত্রিক মাধুর্য ও পরহেযগারী সম্পর্কে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ও উদারতা সম্পর্কে, পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাঁর ইন্তিকাল, ইনতিকালোত্তর অলৌকিক ঘটনা ও ইন্তিকালোত্তর কতিপয় বুযুর্গানেদ্বীনের স্বপ্ন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। ফলে হাদীছ অন্বেষণকারী জ্ঞান পিপাসুদের নিকট হাদীছের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে অবগত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মানহাজ, জামি', সুনান, সহীহ্, 'আস-সিহাহ্ সিত্তাহ' পরিচিতি এবং সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

যেহেতু আমাদের গ্রন্থের মূল শিরোনাম "সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি" সেহেতু অত্র অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীছ গ্রহণের পদ্ধতি বা মানহাজ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ; আল-জামি' ও আস-সুনান-এর পরিচিতি; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আস-'সহীহ্' ও 'আস-সিহাহ্ সিত্তাহ' পরিচিতি; তৃতীয় পরিচ্ছেদে সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্তাবলী, সহীহাইন-এর শর্ত পর্যালোচনা এবং সহীহাইন-এর শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় বা পদ্ধতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আস্-সিহাহুস সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ

হাদীছের গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীছ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী। এ অধ্যায়কে আমরা দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সহীহুল বুখারী সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ, সহীহুল বুখারী গ্রন্থের নামকরণ, সহীহুল বুখারী গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ এবং সহীহুল বুখারী গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যা প্রসংগে আলোচনা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থের ব্যাপারে হাদীছ বিশারদগণের মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি। এ অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের গ্রন্থের মূল শিরোনামের প্রথমাংশ **'সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি"** সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি. প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীছ নির্বাচনের পূর্বে গোসল, নামায ও ইস্তেখারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সনদ-মতন ও জারহে ওয়াত তা'দীলের প্রতি গভীর গবেষণা, বরকতময় স্থান বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে হাদীছ সংকলন এবং লক্ষ লক্ষ মুখস্থ হাদীছ হতে গবেষণা করে হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধ করেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছ বিষয়ক বিস্ময়কর প্রতিভার মাধ্যমে হাদীছ যাচাই, হাদীছ বিষয়ের উপর গবেষণায় পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন, আল-মু'আন'আন হাদীছ এবং হাদীছ বর্ণনাকারীগণের প্রতি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাস নির্ণয়, 'শায়খ নির্বাচনের' ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা এবং হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে 'শায়খদের' স্তর বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সন্দেহযুক্ত হাদীছ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য, শুধু সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন এবং "رَاوِيٌ" ও "مَرْوِيٌ عَنْهُ" উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত না হলে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস গ্রহণ বা গ্রন্থাবদ্ধ করেননি মর্মে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে হাদীছ অন্বেষণকারী জ্ঞান পিপাসুদের নিকট হাদীছের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে অবগত হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি। এ অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের গ্রন্থের মূল শিরোনামের

দ্বিতীয়াংশ "সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি" সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে আমরা কোন পরিচ্ছেদে বিভক্ত না করে সরাসরি ৩৮টি শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে কর্মপদ্ধতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন, পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআ'নের আয়াত আনয়নে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, সরাসরি কুরআ'নের আয়াত দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু, কুরআ'নের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, একই আয়াত দিয়ে একাধিক পরিচ্ছেদের নামকরণ, তাবি'ঈ ও সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু, পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখে কুরআ'নের আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন, হাদীছের মূল অংশকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন, আগে কুরআ'নের আয়াত পরে পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন, পরিচ্ছেদ শিরোনামে শুধু কুরআ'নের আয়াত পর পর উল্লেখ, "تَرْجَمَةُ الْبَاب" না লিখে কুরআ'নের আয়াত উল্লেখ, অধ্যায় (كِتَاب)-এর নাম লিখেই হাদীছ উপস্থাপন, জটিল জটিল শব্দের বিশ্লেষণ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উপস্থাপন, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা সূচক বাণী দ্বারা পরিচ্ছেদ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করার পরে পুনঃ অনুমতি দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম, পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ, পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখেই ঐ পরিচ্ছেদ সরাসরি হাদীছ উল্লেখ, পরিচ্ছেদ শিরোনাম ভিন্ন ভিন্ন লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদ একই হাদীছ বর্ণনা, পরিচ্ছেদ শিরোনামে 'ফিক্হী মাসআলা' বর্ণনা, শুধু (بَاب) 'পরিচ্ছেদ' দিয়েই হাদীছ বর্ণনা পরিচ্ছেদ শিরোনামে "বিভিন্ন 'আমলের ফযীলত" বর্ণনা, সাহাবায়ে কেরামদের 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম, 'প্রশ্ন' দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা, পরিচ্ছেদ শিরোনামে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্ধৃতি উল্লেখ, পরিচ্ছেদ শিরোনাম হাদীছ বর্ণনাকারী তাবি'ঈ-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ, পরিচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মন্তব্য, "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"-এর বিশ্লেষণ, একই পরিচ্ছেদ পর পর দু'বার 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উল্লেখ, গ্রন্থে "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ" বাক্যটি উল্লেখ, গ্রন্থে "قَالَ فُلَانٌ" বাক্যটি উল্লেখ, বড় বড় 'পরিচ্ছেদ শিরনাম' উল্লেখ করে এর বিশ্লেষণ, পরিচ্ছেদ শিরোনাম (تَرْجَمَةُ الْبَاب)-এর তাৎপর্য,

বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে رُيَ অথবা رُوِيَ শব্দ উল্লেখ, তাসমিয়াহ-এর মাধ্যমে ওহী দ্বারা গ্রন্থের সূচনা, পুনরুল্লেখ (تَكْرَار) হাদীছ উপস্থাপন, সহীহুল বুখারী-এর প্রথম এবং শেষ হাদীছের মধ্যে সম্পর্কসমূহ গবেষণার মাধ্যমে উপস্থপন করার প্রাণন্তকর চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার অধ্যায়গুলোর শেষে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ভূমিকা ও পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনা-পর্যালোচনার সারকথা উপস্থাপন করা হয়েছে। 'আরবী বর্ণমালায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি (যা সাধারণত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ই.ফা.বা.)-এর অনুসরণ করা হয়েছে। যার একটি তালিকা অত্র গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রদান করা হয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থ ও গ্রন্থাকারের নাম আকারে বড় হওয়ায় অত্র গ্রন্থে ব্যবহারের সুবিধার্থে সংক্ষেপে 'সংকেত বিবরণী' শিরোনামে একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরিশেষে এ গ্রন্থের শেষাংশে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি বিবরণ বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা বানান গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ "বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান" (২য় সং, সম্পা. আহ্‌মদ শরীফ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২খ্রি.)-এর অনুসরণ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় স্যার, প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম (চেয়ারম্যান, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ই.বি, কুষ্টিয়া) বিদগ্ধ পণ্ডিত ও মুহাদ্দিছগণের দিক-নির্দেশনা সামনে রেখে গ্রন্থেটি সঠিক ও নির্ভুলভাবে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। "হাদীছের গুরুত্ব ও নির্ভুল হাদীছ বর্ণনায় সাহাবীগণের কর্ম পদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে পরবর্তী হাদীছ অন্বেষণকারী জ্ঞান পিপাসু, গবেষক, অনুসন্ধিৎসূ ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা পূরণে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি হাদীছের প্রচার-প্রসার ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রার সংযোজন হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল পরিলক্ষিত হলে দয়া করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবূল করুন আমীন।

লেখক

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান

প্রথম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ◂◂ নাম ও বংশ পরম্পরা
◂◂ জন্ম ও বাল্যকাল
◂◂ শৈশবকালে জ্ঞান সাধনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ◂◂ শিক্ষা জীবন ও প্রখর স্মৃতিশক্তি
◂◂ জ্ঞান চর্চার পরিবেশ
◂◂ হজ্জে গমণ ও হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন
◂◂ হাদীছ সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ◂◂ কর্মজীবন
◂◂ উস্তাদগণ
◂◂ ছাত্রবৃন্দ
◂◂ রচিত গ্রন্থাবলী
◂◂ চারিত্রিক মাধুর্য ও পরহেযগারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ◂◂ হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.)
◂◂ উদার মনের অধিকারী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ◂◂ ইন্তিকাল
◂◂ ইন্তিকালোত্তর অলৌকিক ঘটনা
◂◂ ইন্তিকালোত্তর কতিপয় বুযুর্গানেদ্বীনের স্বপ্ন

প্রথম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : এ পরিচ্ছেদে আমরা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর "নাম ও বংশ পরম্পরা, জন্ম ও বাল্যকাল, শৈশবকালে জ্ঞান সাধনা" সম্পর্কে আলোচনা করবো ইন্‌শা'আল্লাহ।

✡ নাম ও বংশ পরম্পরা

ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৭০)-এর নাম মুহাম্মদ।[১] উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ'[২] এবং উপাধী আমীরুল মু'মিনীন ফীল-হাদীছ।[৩] পিতার নাম ইসমা'ঈল।[৪] যিনি ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন মুহা'দ্দিছ।[৫] মা

[১] ইব্‌ন হাজার আস্‌-কালানী : হুদা আস-সারী মুক্বাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, নতুন সং, (করাচী : ক্বাদীমী কুতুব খানা, তা,বি), পৃ.৬৬২; ইব্‌ন নাদীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আবী ইয়া'কূব : আল-ফিহরিস্ত, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬ হি.), পৃ.৩৮০; Qasim Syed, Muhammad : The Encyclopaedia of Islam (London : Luzav co new Edition-1965), V-1, ibit, P-1296; Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi : Hadith Literature, (Calcatta. Calcatta University- 1961), P-88.

[২] ইব্‌ন কাছীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, খ.১১শ, ১ম সং, (বৈরূত : দারু-ইহ্‌ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৪১৮ হি.), পৃ.২২।

[৩] ইব্‌ন আবী হাতিম : আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, (বৈরূত : দারুল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, খ.৭ম, ১ম সং. (বৈরূত : দারুল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), পৃ. ১৯১-১৯৭। উল্লেখ্য যে, 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) বলেন, "তাঁর উপাধি ছিল, আল-ইমামুল হুম্মাম, হুজ্জাতুল ইসলাম।"দ্র.-বদরুদ্দীন আল-আয়নী : 'উমদাতুল কারী, ১ম সং, (পাকিস্তান : মাকতা বাতুর রাশিদিয়্যাহ ১৪০৫ হি.) পৃ.২। আল-হি'ত্তাহ (১৪০৮/১৯৮৭) গ্রন্থকার বলেন, তাঁর একাধারে উপাধি হলো : আল-ইমাম, হাফিযুল ইসলাম, খাতেমাতুল-জাহাবাযা, আন্‌-নাক্বাদিল আ'লাম, শায়খুল হাদীছ ওয়া তাবীবু 'ইলালিহী। দ্র.-আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, আল-ক্যান্নাওজী : আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্‌ সিহাহ আস-সিত্তাহ, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল- জায়ীল, ১৪০৮/১৯৮৭), পৃ.৮২৯।

[৪] হাফিয শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৭ম, ১২শ, (বৈরূত : মুআস্‌সা সাতুর রিসালাহ, ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ. ৩৯১; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, (বৈরূত : দারুল-ইলম লিল-মালাইন, ২৫শ সং, ২০০২ ইং),

ছিলেন ধা[illegible]ক ও পরহেযগার।[৬]

বংশ পরম্পরা হলো : আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুগীরাহ ইব্‌ন বারদিযবাহ আল-জু'ফী[৭] আল-বুখারী।[৮]

✡ জন্ম ও বাল্যকাল

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯শে জুলাই ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর[৯] মুসলিম অধ্যুষিত

পৃ. ৩৯৬; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীছ, ৫ম সং, (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃ. ৬৯; Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi : Hadith Literature, P-89; J. Robson : The Encyclopaedia of Islam, Vol.1, P-196; মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, অনু. মাওঃ শরীফ মো : ইউসুফ, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা : ইসলামী একাডেমী, ১৪১১ হি.), পৃ.৪৭।

[৫] ড. তাকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী : আল-ইমাম আল-বুখারী (দামেশ্‌ক : দারুল ক্বলম, ১৯৮১) পৃ. ২০-২১; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : ইমাম বুখারী, ৩য় সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪), পৃ.১৭

[৬] কিরমানী : শরহুল বুখারী, খ.১ম, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি), পৃ.১১।

[৭] 'বারদিযবাহ' শব্দের অর্থ কৃষক। তিনি ছিলেন অগ্নি পুজারী। পারস্য বিজয়ের সময় মুসলমানদের হাতে তিনি বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল-ইয়ামানুল জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে জু'ফী বলা হয়। দ্র.-ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৯; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী : ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী, খ.১ম, ১ম সং, মাতবা'আতু হিজাযী বিল-কাহেরা, ১৩৫৭/১৯৩৮), মুকাদ্দামা, পৃ.৩৩। মূল 'আরবী :

" بردزبة بالفرسية الزراع، وكان بردزبة فارسياً على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة علي يد اليمان الجعفي."

[৮] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, ১ম সং, (মিশর : মাকতাবাতুল-খানজী, ১৩৪৯/১৯৩০) পৃ. ০৬,মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী : ফায়যুলবারী, মুকাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; ইব্‌ন হাজার আস-কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতুল ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬২; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল-হাদীছ , নতুন সং-এর নতুন প্রকাশনা, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র ১৪২১/২০০১), পৃ.২০৩; 'আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী : হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.), (ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, তা.বি), পৃ.০৪; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ : ইরশাদুল-কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, (ঢাকা : কুতুব খানা রশীদিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.), পৃ.৩৩।

[৯] ইব্‌ন হাজার 'আস-কালানী : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬২; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬; ড.তাকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী : আল-ইমাম

তৎকালীন ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাভূমি উজবিকিস্তানের বুখারা[১০] নগরে 'আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

শৈশবকালেই তিনি পিতৃহারা হন, এরপর তিনি পুণ্যবতী মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[১২] শৈশবেই বসন্ত রোগে তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এতে তাঁর মা চিন্তিত হয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে অশ্রুশিক্ত নয়নে কায়মনোবাক্যে দু'আ করতে থাকেন। হঠাৎ এক রাত্রে স্বপ্নে ইবরাহীম (আ.) বলেন, তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এতে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান সত্যিই শিশু পুত্র সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।[১৩]

আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০-২১ ; ইবন হাজার 'আসকালানী : তাহযীবুত-তাহ্যীব, খ.৯ম, (হায়দারাবাদ : দা'ইরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮), পৃ.৪২; ইবনুল-জাওযী : আল-মুনতাযাম, খ.৭ম, (বৈরূত : দারুল-ফিকর, ১৫/১৯৯৫), পৃ. ৯৫; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ , প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

১০ বুখারা বর্তমানে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র উজবেকিস্তানের অন্তর্গত একটি শহর। যা পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত শহর ছিল। ইহা 'জীহুন' নদীর তীরে 'মা-ওয়ারাউন্-নাহার' এলাকার একটি প্রধা ন নগর রূপে গণ্য, যা সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্র.- মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল-মুহাদ্দিছীন ওয়া মানাহিজুহুম ফীল-জাম'ই ওয়াত-তাদ্'ওয়ীন, ১ম সং, (ঢাকা : সোনালী সোপান ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ-.৭২। মূল 'আরবী :

" بخاري إحدى مدن ماوراء نهر جيحون علي بعد ثمانية أيام من سمرقند من بلاد فارس الواقعة تحت حكم روسيا الأن و هي ولاية أزبكستان في أسيا الوسطي.

১১ ইবন হাজার 'আস-কালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩০; ড মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল-হাদীছ , প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪।

১২ ইবন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২; ইবন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ, খ. ১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২। মূল 'আরবী :

"مات إسماعيلُ ومحمدٌ صغيرٌ فنشأ في حَجْرِ أمه،

১৩ হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩; ইবন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২-৬৬৩; ইবন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়া, খ.১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২। মূল 'আরবী :

"أن محمد بن إسماعيلَ ذهبتْ عيناه في صغره فرأتْ والدتُه الخليل إبراهيمَ في المنام فقال لها· ياهذه قَدْ رَدَّ اللهُ علي ابنك بصره بكثرة دُعائكِ، قال ·فأصْبحَ ,وقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصرَهُ،"

✲ শৈশবকালে জ্ঞান সাধনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) পাঁচ বছর বয়সে বুখারার এক প্রাথমিক মাদরাসায় ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই কুরআ'ন মাজীদ হিফ্জ করেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১৪]
এ বয়সেই তাঁর মনে হাদীছ শিক্ষা লাভের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন: "মকতবে প্রাথমিক লেখাপড়ার সময়ই হাদীছ মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, দশ কিংবা তারও কম।"[১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর "শিক্ষা জীবন ও প্রখর স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান চর্চার পরিবেশ, হজ্জে গমণ ও হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এবং হাদীছ সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ"সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

✲ শিক্ষা জীবন ও প্রখর স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অসম্ভব জ্ঞান, অসাধারণ মেধা, অপরিমেয় প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রিজাল শাস্ত্রবিদগণ বলেন: "ইমাম বুখারী (রহ.) যখন কোন একটি কিতাব মাত্র এক বার দেখতেন, ঐ কিতাবটি তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো"।[১৬] তিনি ছিলেন

---

১৪ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, ৫ম, সং, খ.১ম, ভূমিকা অংশ, (ঢাকা : সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪), পৃ.৩৪।

১৫ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ আল-কাশমীরী : ফায়যুল-বারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩; ইবন হাজার 'আস-কালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৩; মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৩৫৩।
মূল 'আরবী :

" قا ل الفربري : سمعتُ محمدَ بن أبي حاتِمٍ وراقَ البُخاريَّ يقولُ : سمعتُ ا لبخاريَّ يقولُ : ألهِمْتُ الحفظَ الحديثَ أنا في الكِتابِ، قلتُ. وكَمْ أتي عليك إذ ذاك قال عشرُ سِنِيْنَ أوْ أقلّ".

১৬ আস্ সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩২; আস-সুবকী :

সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও নিখুঁত হাদীছ সংগ্রহকারী। এ ব্যাপারে সকল জীবনীকার গ্রন্থের লেখকগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১৭] ইমাম বুখারী (রহ.) এগার বছর বয়সে তৎকালীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ 'আল্লামা দাখিলীর হাদীছের দারসে উপস্থিত হয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীছের সনদের ভুল সংশোধন করে অনন্য প্রতিভার সাক্ষর রাখেন।[১৮]

বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিছগণ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, 'হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ নেই।'[১৯] একদা তিনি বাগদাদে উপস্থিত হলে হাদীছ বিশারদগণ

তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, (মিশর : আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, ১৩১৪ হি.), পৃ. ৬; তা'হির আল-জাযাইরী : কিতাবু তাওযীহিন নযর ইলা উসূলিল আছার, খ.২য়, (মিশর : আল-মাতাবা'আতুল জামালিয়্যাহ, ১৩২৯/১৯১১),পৃ. ১০৪; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।
মূল 'আরবী :

"إنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة"

[১৭] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল-হাদীছ , প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫।
মূল 'আরবী :

"لقد كان الإمام البخاري أحد أعلام الدنيا في الحفظ والإتقان، وقد أجمعت جميع المصادر التي ترجمت له على ذكر هذا الخبر."

[১৮] একদা ইমাম দাখিলী (রহ) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি হাদীছের সূত্র (সনদ) বর্ণনা করেন এই ভাবে,- حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، তখন সংগে সংগে ইমাম বুখারী (রহ.) বলে উঠলেন, إن أبا الزبير لم يروعن إبراهيم، 'আবূয যুবাইর ইবরাহীম হতে আদৌ কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি'। মূলতঃ সঠিক সূত্রটি হচ্ছে, "هو الزبير بن عدي عن إبراهيم" সত্যতা যাচাই পূর্বক আল্লামা দাখিলী (রহ.) স্বীয় পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নিলেন। দ্র.- মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী · তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ২য়, ৩য় সং, (হায়দারাবাদ, ডিকান : দা'ইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃ ৫৫৭; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬-৭; মাওঃ মুফতী রশীদ আহমেদ, শাইখুল হাদীছ : ইরশাদুল ক○ারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; আস-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু) (লাহোর : ফারুকী কুতুবখানা, ১৯৮৬), পৃ. ৪৫।

[১৯] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৮-৬৬৯; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আস-সুবকী : তাবাকাতুশ্ শফি'ঈয়্যাহ, খ. ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী :

তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একশত হাদীছের সনদ ও মতন পরিবর্তন করে দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ভুল হাদীছগুলো ধারাবাহিকভাবে সঠিক উত্তর প্রদান করলে তাঁরা অভিভূত হয়ে যান।[২০]

অনুরূপভাবে তিনি একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলে প্রায় চারশত মুহাদ্দিছ তাঁকে হাদীছের সনদ-মতন পরিবর্তন করে এর সত্যতা যাচাই করার অনুরোধ করলেন। তিনি প্রত্যেকটি হাদীছকে তার আসলরূপে সনদসহ সজ্জিত করে জবাব শুনালে সবাই সঠিক বলে গ্রহণ করলেন।[২১] বস্তুতঃ তাঁর নিকট সমস্ত হাদীছই ছিল দর্পনের মতো উজ্জ্বল।[২২]

ইমাম বুখারী (রহ.) মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'ইলমুল হাদীছের দু'জন

তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৬৯।

[২০] মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭২; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসত .লাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭; ইব্নুল আছীর : জামি'উল উসূল, খ.১ম, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ১৮৩; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ , প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪।

[২১] ইবন হাজার 'আস-কালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭২; জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আস্-সুয়ূতী : তাদরীবুর রাবী, (মিশর : আল-মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃ. ১০৬-১০৭; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[২২] আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.) বলেন, আমাকে 'আল্লামা সালিম ইব্ন মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আল-বাইকান্দি (রহ.) (মৃত-২২৫/৮৩৯)-এর নিটক উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, একটু আগে আসলে এমন একজন প্রতিভাবান বালককে দেখতে পেতে, যার সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ রয়েছে। তাঁর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ঐ বালকের খোজে বের হলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সাক্ষাতও পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে বৎস! তুমি নাকি সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ রাখার দাবী রাখ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। বরং তা অপেক্ষাও অধিক হাদীছ আমার মুখস্থ আছে।"
দ্র.- আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৩; আবুল 'আব্বাস আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসতালানী : ইরশাদুস্ সারী লি-শারহ সহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি) পৃ. ৩৩; 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

সুবিখ্যাত ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্নু মুবারক (রহ.) [২৩] (১১৮/৭৩৬-১৮১/৭৯৭) এবং ইমাম ওয়াকী' ইব্নুল জাররাহ (রহ.) [২৪] (১২৯/৭৪৭-১৯৭/৮১২)-এর সংকলিত হাদীছের গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। [২৫]

✡ জ্ঞান চর্চার পরিবেশ

তাঁর জন্মকালীন সময় ছিল আব্বসীয় খলীফাদের যুগ। তখন সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির একটি বিশেষ মর্যাদা ও প্রভাব ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম জাতি অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করছিল। মুসলিম জাহানে হিজরী তৃতীয় শতকে প্রায় সর্বত্রই হাদীছের ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। সে সময় মর্যাদা ও সম্মান লাভের মানদণ্ড ছিল 'ইলমুল হাদীছ। যিনি যতবেশি 'ইলমুল হাদীছ-এর পারদর্শী, তিনি তত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। যেমন আজকের যুগকে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির' যুগ বলা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর যুগকে (তথা হিজরী তৃতীয়

[২৩] 'আবদুল্লাহ ইব্নুল মুবারক একজন প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ও হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ১১৮/৭৩৬ সনে মারভ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়া, হিজায, ইয়ামন, মিশর, কূফা ও বসরার বিভিন্ন শহর ও নগর পরিভ্রমণ করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগনের নিটক থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি 'ইলমুল হাদীছের একজন বড় ইমামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৮১/৭৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন। দ্র.- সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.১ম, (ঢাকা : ই. ফা.,বা. ১৪০২/১৯৮২) পৃ. ৩৯।

[২৪] ওয়াকী ইবনুল জাররাহ্ (রহ.) একজন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ১২৯/৭৪৬ সনে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসমা'ঈল, আ'মাশ, সুফিয়ান সাওরী, আওযা'ঈ প্রমুখের নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইব্ন আদাম, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন প্রমূখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনা করেন। আস্-সিহাহ্ আস-সিত্তাহ্ হাদীছ গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত ১৭৮টি হাদীছ স্থান লাভ করেছে। তিনি ১৯৬/৮১১ সনে হজ্জ পালন শেষে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে ১৯৭/৮১২ সালের ১০ই মুহাররম 'কায়দ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র.- ইব্ন সা'দ : আত্-তাবাকাতুল কুব্রা, খ.৬ষ্ঠ, (বৈরূত, লেবানন : তা.বি) পৃ. ৩৯৪।

[২৫] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ.২য়, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা, বি), পৃ.৫৫৭, ইব্ন হাজার আস্-কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৩; ইবনুল জাওযী : আল-মুনতাযাম, খ.৭ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬। মূল 'আরবী :

(قَالَ الْبُخَارِيُّ) "فَلَمَّا طَعَنْتُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، حَفِظْتُ كُتُبَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ وَكِيعٍ وَعَرَفْتُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَ الرَّأْيِ"

শতাব্দীকে) 'ইলমুল হাদীছের (عِلْمُ النَّهْضَةِ) 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। [২৬] এমন সময় এ পরিবেশেই ইমাম বুখারী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। [২৭]

✡ হজ্জে গমণ ও হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

ইমাম বুখারী (রহ.) ২১০ হিজরীতে ষোল বছর বয়সে তাঁর মা ও বড় ভাই আহ্মদের সাথে হজ্জ পালন করতে মক্কায় গমণ করেন। [২৮] হজ্জ পালন শেষে মা ও বড় ভাই ফিরে এলেন; কিন্তু তিনি 'আরবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছীনের নিকট 'ইল্ম হাদীছের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন। [২৯] এভাবে তিনি মক্কায়, মদীনায় ও হিজাযে দীর্ঘ ছয় বছর অবস্থান করেন। ইমাম বুখারী আঠার বছর বয়সে 'কিতাবুল কাযা'য়া আস-সাহাবা ওয়াত-তাবি'ঈন ও 'আত্-তা'রীখুল কাবীর' নামক দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [৩০]

✡ হাদীছ সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী বিশ্বের বহু দেশ ও নগর ভ্রমণ করে সম্ভাব্য

[২৬] 'আবদুল 'আযীয, আল-খাওলী : মিফতাহুস সুন্নাহ, ২য় সং, (মিশর : মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৭/ ১৯২৮), পৃ.২১।

[২৭] ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন : ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), ১ম সং, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১৪২৫/২০০৫) ,পৃ. ২৮.

[২৮] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৩, মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪। মূল 'আরবী :

(قَالَ الْبُخَارِيُّ) " ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَ أُمِّي وَأَخِي إِلَى الْحَجِّ، قُلْتُ: فَكَانَ أَوَّلُ رِحْلَتِهِ عَلَى هَذَا سَنَةَ عَشْرٍ وَ مِائَتَيْنِ "

[২৯] ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২। মূল 'আরবী :

" وَحَجَّ وَعُمْرُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ يَطْلُبُ بِهَا الْحَدِيثَ"

[৩০] মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪; 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন তাকীউদ্দীন, আস-সুব্কী : তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

সকল হাদীছ আয়ত্ব করেন। তাঁর জন্ম ভূমি বুখারা ও তৎপার্শ্ববর্তী হাদীছ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র নায়শাপূর, খোরাসান, সমরকন্দ ও তাশখন্দ প্রভৃতি নগরে বহুবার গমণ করেন। তিনি কূফা, বসরা, বাগদাদ, শাম, মিশর, সিরিয়া, মার্ভ, বল্‌খ, হারাত, রায়, ওয়াসিত,'আস-কালান, হিম্‌স, দামিশ্‌ক, জাযীরাহ প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন।[৩১] প্রয়োজনে বিভিন্ন শহরে বার বার যাতায়াত করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, "আমি সিরিয়া, মিশর ও জাযীরায় দু'বার, বসরায় চারবার এবং হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার গমণ করে মুহাদ্দিছগণের নিকট হাযির হয়েছি, তা গণনা করতে সক্ষম নই।"[৩২] এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন প্রদেশ বা শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হননি। 'আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী (মৃ.- ৪৬৩ হি.), ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) ইব্‌ন কাছীর (মৃ.৭৭৪ হি.) ও 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (রহ.) (মৃ.৭৫৩ হি.) বলেন : ('رَحَلَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلي سَائِرِ مُحَدِّثِي الاَمْصَار') 'ইল্‌ম হাদীছের সন্ধানে শহরের প্রত্যেক মুহাদ্দিছের নিকট তিনি গমণ করেছেন।[৩৩]

---

[৩১] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪; ইয়াকূত আল-হামাভী : মু'জামুল বুলদান, খ.১ম, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা, বি), পৃ. ৪২২; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৪; ইবনুল জাওযী : আল-মুনতাযাম, খ.৭ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; জিয়া উদ্দীন ইসলাহী : তাযকিরাতুল মুহাদ্দিছীন, (আযমগড় : দারুল মাতবা'আতিল মা'আরিফ, ১৯৬৮খ্রি.), পৃ. ২০৫-২০৬।

[৩২] ড.মুসতাফা আস্‌-সুবা'ঈ : আস্‌-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত-তাশরী'ইল ইসলামী, ২য় সং, (বৈরূত : আল-মাতবা'আতুল ইসলামী, ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ.৪৪৫; মুহাম্মদ আবূ যাহ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৩; J. Robson: The Encyclopaedia of Islam, Vol.1, P-196.

মূল 'আরবী :

قَالَ الْبُخَارِيّ : دَخَلْتُ إلي الشام و مصر و الجزيرة مَرَّتَيْن والي البصرة أربعَ مَرَّاتٍ و أقَمْتُ بالحجاز ستّة أعوام ولاَ أُحصِي كم دَخلتُ الي الكوفة وبغداد معَ الْمُحَدِّثِيْن.

[৩৩] ইব্‌নুল আছীর : জামি'উল উসূল, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩; খতিব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর "কর্মজীবন, সম্মানিত উস্তাদগণ, ছাত্রবৃন্দ, রচিত গ্রন্থাবলী এবং চারিত্রিক মাধুর্য ও পরহেযগারী" সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

☆ কর্মজীবন

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্তির পরেই অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সব দিকে ছড়িয়ে পড়লে দূর দূরান্ত থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য শ্রোতাগণ ভিড় করতে থাকে তখনও তাঁর মুখে দাড়ি গজায়নি।[৩৪] প্রথমে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর বাড়ীতে হাদীছের জ্ঞান প্রচার শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই লোকজন জড়ো হয়ে যেতো। এমন কি পথা চলার সময় হাজার হাজার লোক হাদীছ শ্রবণের উদ্দেশ্যে তাঁকে ঘিরে ধরতো[৩৫]

নায়সাপূরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শিক্ষক ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয-যুহলী (মৃ.-২১৪/৮২৯) তাঁর সকল ছাত্রকে ইমাম বুখারীর দরবারে উপস্থিত হয়ে হাদীছ শিক্ষার জন্য অনুমতি দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছের গভীর জ্ঞান ও উত্তম চরিত্র দেখে ছাত্ররা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ফলে নায়সাপূরের মুহাদ্দিছের দরবার খালি হয়ে গিয়েছিল।[৩৬] হাদীছের দারসে এতো পরিমাণ লোকের সমাগম হতো যে, সেখানে তিল পরিমান জায়গা ফাঁক থাকত না।[৩৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন 'আ'সিম বর্ণনা করেন, 'ইমাম বুখারী (রহ.)-এর তিনটি হাদীছের মজলিস ছিল। তাঁর মজলিসে বিশ হাজারের

হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

[৩৪] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩৭; খতিব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।

[৩৫] আবুল ক'াসিম মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী : ইমাম বুখারী (রহ.), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. ৪৮-৪৯।

[৩৬] ঢাকা : ই.ফা.বা,পত্রিকা ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন ২০০৩), পৃ. ৯৪।

[৩৭] ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন : 'উলূমুল হাদীছ, (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১/২০০০), পৃ. ২৭১।

বেশি লোক সমবেত হত।[৩৮] তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে যেতো। একদা ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছের দারস শুনে আশ্চর্যান্বিত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, 'হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিছগণের সর্দার এবং হাদীছের রোগের চিকিৎসক ! আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি দিন।[৩৯]

✲ উস্তাদগণ

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষক মণ্ডলীর সংখ্যা এক হাজারের অধিক। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, "আমি এক হাজার অথবা এরও বেশি শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীছ লিখেছি। তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আমি দশ হাজার ও ততোধিক হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। আমার কাছে এমন কোন হাদীছ নাই, যার সনদ আমি উল্লেখ করতে পারি না।"[৪০] অপর এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, 'আমি এক হাজার আশি জন

---

[৩৮] ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[৩৯] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩২; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; 'আল্লামা সুলায়মান নদভী : হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪; মাওঃ মুফতী রশাদ আহ্মেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭; 'আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী : হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.), (ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা,তা,বি), পৃ.১০।
মূল 'আরবী :

"دَعْنِيْ أُقَبِّلْ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْأُسْتَاذِيْنَ وَ سَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ طَبِيْبَ حَدِيْثٍ فِيْ عِلَلِهِ"

[৪০] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ , প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪; ইব্ন 'আসাকির : তারীখু মদীনাতি দিমাশক, খ.৫২শ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ৫৮।
মূল 'আরবী :

كتبتُ عَنْ ألفِ شيخٍ أو أكثرَ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ منهم عشرةَ آلافٍ وأكثرَ، مَا عِنْدِيْ حديثٌ إلا أذكرُ إسنادَه.

হাদীছ বিশারদ থেকে হাদীছ শুনেছি এবং লিখেছি।[৪১] তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন : "আবূ বকর 'আবদিল্লাহ ইব্নুয্-যুবায়ের আল হুমায়দী (মৃ.- ২১৯/৮৩৪), আবুল ওয়ালীদ আহ্মদ ইবনুল আয্রাকী (মৃ.-২২৮/৮৪২), ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযার আল্-খুযামী (মৃ.২৩৬/৮৫০), সোলায়মান ইব্ন হারব (মৃ. ২২৪/৮৩৮), আবূ 'আ'সেম আন্-নাবীল (মৃ.২১২/৮২৭), আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (মৃ. ২২৭/৮৪১), বাদল ইবনুল মুহবার (মৃ. ২১৫/৮৩০), মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আল-বায়কান্দী (মৃ. ২২৫/৮৩৯), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুসনাদী (মৃ.২২৯/৮৩৪), ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (মৃ. ২৪১/৮৫৫), মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (মৃ. ২২৪/৮৩৮), 'আল্লামা ইউসুফ আল-ফারইয়াবী (মৃ. ২১২/৮২৭), আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্ন নাফি' (মৃ. ২২১/৮৩৫), আদম ইব্ন আবী ইয়াস (মৃ. ২২০/৮৩৫), সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (মৃ. ২২৪/৮৩৮), আসবাগ ইব্ন ফারজ, (মৃ. ২২৫/৮৩৯), আবূ না'ঈম (মৃ. ২১৯/৮৩৪), আল-হাসান ইবনুর রাবী' (মৃ. ২২১/৮৩৫), আবূ গাস্সান, (মৃ. ২১৯/৮৩৪), খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ, (মৃ. ২১৩/৮২৮), মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, (মৃ. ২১৫/৮৩০), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, (মৃ. ২২৬/৮৪০), মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (রহ.) (মৃ. ২৪৫/৮৫৯) প্রমুখ।[৪২]

✲ ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা নব্বই হাজারেরও অধিক।[৪৩] অপর

---

[৪১] ইবনুল 'ইমাদ : শাযারাতুয্ যাহাব, খ.২য়, (বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১৩৪; হাফেজ আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : ফতহুল বারী শরহে সহীহিল বুখারী, মুকাদ্দামা, (কায়রো : ১৩৮০হি.), পৃ. ৪৭৯; ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৪; কিরমানী : শারহুল-বুখারী, (মুকাদ্দামা), (বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা,বি.), পৃ.১১; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪। মূল 'আরবী :

قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَيْتُ الْحَدِيْثَ عَنْ أَلْفٍ وَثَمَانِ مِائَةِ مُحَدِّثٍ.

[৪২] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল-আসমা ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭২; হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।

[৪৩] তকী উদ্দীন নদভী : মুহাদ্দিছীন-ই-'ইযাম আওর উনকে ইলমী কারনাম, (করাচী : মযলিস-ই-নশরিয়াত-ই ইসলাম, ১৯৬৬ খ্রি.); পৃ.১৩৯; ইবনুল আছীর আল-জাযেরী :

বর্ণনায় এক লক্ষ।[৪৪] তাঁদের উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছেন : ইমাম আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯/৮২৪-২৭৯/৮৯২), ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৫), ইমাম 'আবদুর রহমান আন-নাসা'ঈ (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫), মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির মারওয়াযী (মৃ. ২৯৪/৯০৬), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফিরাবারী (মৃ. ৩২০/৯৩২), মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ মতীন (মৃ. ২৯৭/৯০৯), ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসহাক আল-হারুভী (মৃ. ২৮৫/৮৯৮), আবূ বকর ইব্‌ন খুযাইমা (মৃ. ২২৩/৮৩৭-৩১১/৯২৩), সা'ঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম (১৪৪/৭৬১-২৪৪/৮৫৮), মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির (২০২/৮১৭-২৯৪/৯০৬), ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মা'কবল আন্-নাসাফী (মৃ. ২৯৪/৯০৬), হাফিয হাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আন-নাসাভী (রহ.) (মৃ. ৩১১/৯২৩) প্রমূখ।[৪৫]

✲ রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে অনেকগুলো মহা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন. তার মধ্যে সর্বত্র অধিক সমাদৃত, খ্যাতি সম্পন্ন, মর্যাদাবান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'আল-জা'মিউ'স সহীহ্ আল-বুখারী'।[৪৬]

জামি'উল 'উসূল, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

[৪৪] ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দীন : ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

[৪৫] ড.তাকী উদ্দীন নদভী আল মুযাহিরী : আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩-৪৪; ইউসুফ আল মিয্যী : তাহযীবুল কামাল ফী আসমা'ঈর রিজাল, খ ১৬শ, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ ৮৬-৮৭, মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসাননিফীন, (দেওবন্দ : হানীফ বুক ডিপু, তা বি), পৃ. ১০৬।

[৪৬] ইমাম আল-বুখারী : সহীহুল বুখারী, (ইণ্ডিয়া : মাতবা'আ আসাহ্হুল মাতাবী', তা.বি.), পৃ. ৫; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬; ড. মো : শফিকুল ইসলাম : হাদীছ চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা · গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বা, ২০০৫খ্রি.), পৃ ৮৬, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনু : (উর্দু) মাওঃ 'আবদুল হাকীম খাঁন, (দিল্লী : এ'তেকাদ পাবলিকেশন্স হাউজ, তা.বি.), পৃ. ২৩।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরেই সহীহ বুখারী অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়াতে আর নেই।[৪৭] তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো : আত্-তারীখুল কাবীর, কাযায়াস্ সাহাবাতি ওয়াত্ তাবি'ঈন, আত্-তারীখুল আওসাত, আত্-তারীখুস্ সগীর, আল্-জামি'উল কাবীর, আসমা'উস্ সাহাবা, রফ'উল ইয়াদাইন, কিতাবুল মাবসূত, কিতাবুল ওয়াহ্দান, কিতাবুল 'ইলাল, কিতাবুল কুনা, কিতাবুল হিবাহ্, কিতাবুর রিকাক, কিতাবুল আশরিবাহ্, কিতাবুল খালফি আফ'আ'লিল 'ইবাদ, কিতাবুদ্ দু'আফা'ইস সাগীর, বিররুল ওয়ালিদাইন, আত-তাফসীরুল কাবীর, আল-মুসনাদুল কাবীর, আল-'আকীদাহ ওয়াত্ তাওহীদ, আল-কিরআতু খালফাল ইমামে ইত্যাদি।[৪৮]

✲ চারিত্রিক মাধুর্য ও পরহেযগারী

ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু 'আ'বিদ ও পরহেযগার ছিলেন। হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, 'তিনি স্বল্প ভাষী ছিলেন, অন্য লোকের নিকট যা আছে তার প্রতি লোভ করতেন না এবং অন্যদের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতেন না। তাঁর পূর্ণ আত্মনিয়োগ ছিল জ্ঞানের প্রতি'।[৪৯] তিনি পরনিন্দা, গীবত-শেকায়েত মোটেও পছন্দ করতেন না। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, 'আমি আশা করছি, আল্লাহ তা'আলার সাথে আমি এমতবস্থায় সাক্ষাৎ করব যে, আমি কারও গীবত করেছি এ হিসাব আমাকে দিতে হবে না'।[৫০] ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় বিশাল সম্পদ তিনি

---

[৪৭] ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।

[৪৮] ইব্‌ন হাজার আস-কালানী : তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭-৫৫; ফু'আদ সিযকীন : তারিখুত-তুরাসিল 'আরাবী, খ.১ম, (রিয়াদ : ইদারাতুস সাকাফী, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ২৫২-২৫৯; ইব্‌ন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ.১ম, ১ম সং, (বৈরূত : দারু-ইহ্‌ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ৫৭২-৫৭৭; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬।

[৪৯] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৮।

[৫০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯।

জ্ঞান আহরণে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন।[৫১] তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় প্রতিদিন একবার কুরআ'ন খতম করতেন এবং ইফতারের সময় এ খতম সম্পন্ন করে বলতেন, 'প্রত্যেক খতমের সময় দু'আ' কবুল হয়।'[৫২] তিনি নামাজে আল্লাহর একনিষ্ঠ প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যান। একদা নামাজে দাঁড়াইলে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু তাঁর দেহের সতেরটি জায়গায় দংশন করে; তারপরও তিনি নামায ভঙ্গ করেন নি।[৫৩] এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : (كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ فَاَحبَبتُ أَنْ اُتِمَّهَا) "আমি একটি সূরাহ পাঠরত ছিলাম এবং তা সমাপ্ত করাকে পছন্দ করেছি"।[৫৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

এ পরিচ্ছেদে "হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদ" সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

✡ মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সমসাময়িক 'আলিমগণও তাঁর অনেক ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছেন,

(أَشْهَدُ اَنَّه لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই"।[৫৫]

---

৫১ ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন : ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৫২ তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী : তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, খ.২য়, (বৈরূত : দারু-ইয়াহ্ইয়াইল কুতুবিল 'আরাবী, তা.বি), পৃ.২২৪; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ. ১১শ, পৃ. ২৩।

৫৩ ইব্ন হাজার আসকালানী : তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩; হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১; আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল হুসায়ন আল-হাম্বলী : তাবাকাতুল হানাবিলাহ, খ.১ম, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ২৫৭।

৫৪ মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাসসিলীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৫৫ ইব্নে হাজার 'আস-কালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৭; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান,

ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ.২৪১হি.) বলেন,

(مَا أَخْرَجَتْ خَرَسَان مِثْلَ مُحَمَّد بْنِ إِسْمَاعِيْلَ)

"খুরাসানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল-এর মতো অন্য কোন ব্যক্তি জন্ম নেয়নি"।[৫৬]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ.২৭৯ হি.) বলেন,

(قَال ابوعيسي الترمزي: لم أَرْ أَعلمُ بِالعللِ والأَسانيدِ مِنْ محمدِ بن إسماعيلِ البخارِيْ.)

"হাদীছের সনদ ও 'ইলাল (সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি"।[৫৭]

আল-মুরজী ইব্ন রেজা (রহ.) (মৃ.২৪৯/৮৬৩) বলেন,

(هُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَمْشِي عَلَي الأَرضِ)

"ইমাম বুখারী হচ্ছেন মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম একটি নিদর্শন, যা জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে"।[৫৮]

তিনি আরও বলেন,

(فَضْلُ البخارِيِّ عَلَي العلماءِ كَفَضلِ الرِّجَالِ عَلَي النِّسَاءِ. يَعْنِيْ فِيْ زَمَانِه)

: আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৫৬ ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, পৃ.২৩; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২১০; ইব্ন হাজার আসকালানী : তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪; ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪, আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯।

৫৭ ইব্ন হাজার : তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫; ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭১; হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০; আস-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৭।

قال ابوعيسي الترمزي: لم أَرْ أعلمُ بالعلل والأسانيدِ مِنْ محمد بن إسماعيل البخاريْ

৫৮ ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ.১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; ইব্ন হাজার : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯।

"ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা"।[৫৯]

'আমর ইব্ন 'আলী আল্-ফাল্লাস (রহ.) বলেন,

(كُلُّ حديثٍ لايعرفُه البخاريّ فليس بحديثٍ)

"মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল অবগত নেই, এমন কোন হাদীছ থাকতেই পারে না"।[৬০]

ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী (রহ.) (মৃ.২৫২/৮৬৬) বলেন,

(مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيْل فَقِيْه هذه الأمّة)

"মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল হচ্ছেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্"।[৬১]

আবূ হাতিম আর-রাযী (রহ.) (মৃ.২৭৭/৮৯০) বলেন,

(يُقَدِّمُ عليكُمْ رجلٌ مِنْ أهلِ خُراسانَ. لم يخرجْ منها أحفظُ منه. ولاقَدِمَ العراقَ أعلمُ مِنه.)

"খোরাসানের অধিবাসীদের থেকে তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁর সমকক্ষ 'হাফিযুল হাদীছ' খুরাসানে আর জন্ম নেয় নি এবং তাঁর থেকে অধিক জ্ঞানবান ব্যক্তি 'ইরাকে শুভাগমণ করেন নি"।[৬২] মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমাহ (রহ.) (মৃ.২২৩/৮৩৭-৩১১/৯২৩) বলেন,

(مَارَأيتُ تَحْتَ أدِيْمِ السَّمَاءِ أعلمَ بحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه وسلم ولاأحفظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيّ)

---

[৫৯] ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; ইব্ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ্, পৃ. ৪৪০।

[৬০] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; ইব্ন হাজার : হুদা আস-সারী, পৃ.৬৬৯; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪০।

[৬১] ইব্ন হাজার : তাহযীবুত্ তাহ্যীব, খ.৭ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, পৃ.২২; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৫।

[৬২] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ.১১শ, পৃ.২২।

"আকাশের নীচে ইমাম বুখারী (রহ.) অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী ও অধিক সংরক্ষণকারী আমি আর কাউকে দেখি নি"।[৬৩]

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন বসরায় আগমণ করলেন, তখন প্রখ্যাত 'আলেম মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (রহ.) বলেন,

(دَخَلَ الْيَوْمَ سَيِّدُ الْفُقَهَاءِ)

"আজ ফকীহ্কুল সম্রাট আমাদের মাঝে শুভাগমণ করলেন"।[৬৪]

আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (রহ.) (মৃ. ২৩৪/৮৪৮) বলেন,

(مَارَأَيْنَا مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ)

"মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলের মতো আমরা কাউকে দিখিনি"।[৬৫]

হাফিযুল হাদীছ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান আদ-দা'রিমী (রহ.) বলেন,

(قد رأيتُ العلماءَ بالحرمينِ والحجازِ والشامِ والعِراقِ فَمَا رأيتُ فِيْهِم أجمعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسماعيل)

"আমি মক্কা, মদীনা, হিজায, সিরিয়া ও 'ইরাকে অসংখ্যা 'আলিমদেরকে দেখেছি, কিন্তু বুখারীর মতো অন্য কাউকে দেখিনি"।[৬৬]

তিনি আরও বলেন,

---

[৬৩] ইব্ন হাজার : তাযকীরাতুল হুফ্ফায, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫৬; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ.১১শ, পৃ.২৩; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৫; ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭১; ড. সুবহী আস-সালিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭; হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১; ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।

[৬৪] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল-আসমা ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০; ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮।

[৬৫] ইব্ন হাজার : তাহযীবুত্ তাহ্যীব, খ.৭ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯; ইবনুল জাওযী : আল-মুনতাযাম, খ.৭ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬।

[৬৬] মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাসসিলীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪; ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭০; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪০।

(قَالَ ابو محمد عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ: محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا أغوصنا وأكثرنا طلباً.)

"মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আমাদের সবার চয়ে জ্ঞানী, ফকীহ, হাদীছ অন্বেষী ও অধিক মনোযোগী গবেষক ছিলেন"।[৬৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয্‌-যাহ্‌লী (রহ.) (১৭০/৭৮৬-২৫৮/৮৭১) বলেন,

(رأيت محمد بن يحيى الزهلي يسأل البخاري عن الأسامي والكني والعلل. وهو يمر فيه كالسهم. كأنه يقرأ قل هو الله أحد.)

"আমি কোনও কোনও সময় ইমাম বুখারী (রহ.) কে হাদীছের সনদের বর্ণিত রাবীদের নাম, উপনাম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, তখন তাঁর যেমন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়, তেমনি ইমাম বুখারী (রহ.) ধারাবাহিকভাবে সনদসহ হাদীছ বলে যেতেন, যেন তিনি ' قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ' সূরাটি একদমে পাঠ করে যাচ্ছেন"।[৬৮]

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জা'ফর আল-বায়কান্দী (রহ.) (মৃ.২৪৩/৮৫৭) বলেন,

(لَوْ قدرْتُ أن أزيدَ مِن عُمرِي فِي عُمرِ البخاري لَفَعَلْتُ. فَإنَّ مَوْتِي يكون مَوْت رجلٍ واحدٍ وموته فيه ذهابُ العِلْمِ.)

"যদি আমার জীবন থেকে কিছু বছর মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলকে দেয়া যেতো, তা হলে আমি তাই করতাম। কেননা আমার মৃত্যু মানেই একজন মানুষের মৃত্যু। আর তাঁর মৃত্যু মানেই 'ইল্‌ম-এর মৃত্যু"।[৬৯]

---

৬৭ ইব্‌ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৩; ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭০ মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৬৮ খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২১; ইব্‌ন কাছীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, খ.১১শ, পৃ.২৩; ইবনুল 'ইমাদ : শাযারাতুয্ যাহাব , খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫; ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯।

৬৯ হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৩১-৪৩২; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪০।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর উস্তাদ মুহাদ্দিছ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ সাকাফী (রহ.) (মৃ. ২৪০/৮৫৪) বলেন,

(جالستُ الفُقهاءَ و الزهادَ و العُبادَ. ما رأيت مُنذ عقلتُ مثل محمد بن أسماعيل. وهو في زمانه كعُمر في الصحابة.)

"আমি 'আবিদ, যাহিদ ও ফকীহ্‌গণের সাথে অনেক উঠা-বসা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলের মতো আর কাউকে দেখিনি, তিনি তাঁর সময়ে এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন, যেমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে উমর (রা.) ছিলেন"।[৭০]

তিনি আরও বলেন,

(لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيْل فِي الصحابةِ لَكَانَ آيَةً.)

"ইমাম বুখারী (রহ.) যদি সাহাবীদের সময়ে আগমণ ঘটতো তা হলে তিনি একটি নিদর্শন হয়ে থাকতেন।"[৭১]

মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (রহ.) (মৃ.২২৮/৮৪৩) বলেন,

(محمدُ بْنُ إسماعيلَ إمامٌ فَمَنْ لَمْ يجعلْهُ إمَاماً فَاتَّهِمْهُ)

"মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) হচ্ছেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম। যে তাঁকে এ স্বীকৃতি দিল না, সে তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করলো"।[৭২]

ইমাম বুখারী (রহ.) উস্তাদ হা'ফিযুল হাদীছ ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্ (রহ.) (মৃ. ২৩৮/৮৫২) বলেন,

---

৭০ পূর্বোক্ত; ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭০; মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪ ।

৭১ হাফিয শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১; ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৭-৬৬৮।

৭২ ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭০; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ইব্‌ন হাজার : তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬ ; ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯ ।

(يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ الحديثِ أُنظرُوا إِلَي هذَا الشَّابِّ واكْتُبُوا عنه فإِنَّه لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ البصريّ لاَحْتَاجَ إِلَيْه النَّاسُ لمعرفتِه بالحديثِ وَفِقْهِه.)

"হে জ্ঞানান্বেষী হাদীছ বিশারদগণ! এই যুবকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং তাঁর থেকে যা পাও লিপিবদ্ধ করো। সে যদি হাসান বসরী (রহ.)-এর যুগেও আসতো, তবুও তাঁর হাদীছের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হতো"।[৭৩]

হাফিয মূসা ইব্‌ন হারুণ (রহ.) (২১৪/৮২৯-২৯৪/৯০৬) বলেন, "সৌর জগতের সমস্ত মুসলিম সমাজ একত্রিত হয়ে সমবেত চেষ্টা করলেও ইমাম বুখারীর ন্যায় একজন লোক বের করতে পারবে না।"[৭৪]

হুসায়ন ইব্‌ন হুরাইস (রহ.) বলেন,

(لاَ أعلم أَنِّي رأيتُ مثلَ محمدِ بن إسماعيل. كَأَنَّه لم يخلقْ إلاَّ للحديثِ.)

"ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো অপর একজন খ্যাতি সম্পন্ন হাফিযুল-হাদীছ আছে কিনা, তা আমার জানা নেই। মনে হয় তিনি যেমন একমাত্র হাদীছের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি হয়েছেন।"[৭৫]

আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহ.) বলেন,

(مَنْ ارادَ أن ينظرَ إلي فقيهٍ بحقِه وصدقِه فلينظُرْ إلي محمدِ بنِ إسْماعيل)

"যদি কোন ব্যক্তি একজন প্রকৃত বিজ্ঞ ও সুদক্ষ ফকীহ্‌কে দেখতে চায়, সে যেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলকে দেখে।"[৭৬]

---

[৭৩] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২১; ইবন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮ ৬৬৯; ইবন হাজার : তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৭৪] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬।

[৭৫] ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৯।

[৭৬] পূর্বোক্ত, পৃ.৬৭০।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-'আমালী (রহ.) বলেন,

(لَوَدِدْتُ أَنِّي كنتُ شَعْرَةً فِي جسدِه.)

'হায় আফসোস ! আমি যদি ইমাম বুখারী (রহ.)- এর শরীরের একটি পশম হিসাবে বিদ্যমান থাকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম।'[৭৭]

ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব বলেন,

(وقد ساعدُه وصبرُه وذكاؤه. وحبُّه للعلمِ علي بلوغِ مرتبةٍ في عصرِه.)

"হাদীছের জ্ঞান-অর্জনে তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর অসীম ধর্য্য ও প্রখ্যাত স্মৃতিশক্তি, আর জ্ঞান অর্জনই ছিল তাঁর একমাত্র প্রিয় কাজ যার কারণে তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন।[৭৮]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (রহ.) (মৃ.৭৭৩-৮৫২ হি.) যথার্থই বলেছেন, "ইমাম বুখারীর প্রশংসায় পরবর্তীদের উক্তিসমূহ যদি উদ্ধৃত করা যায় তাহলে কাগজ শেষ হয়ে যাবে এবং আয়ু নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তবুও তাঁর প্রশংসা শেষ হবে না, এ যেন এক অতল সাগর বিশেষ।"[৭৯]

✲ উদার মনের অধিকারী :

ইমাম বুখারী (রহ.) যেমন ছিলেন অত্যন্ত তাকওয়াবান ও পরহেযগার, তেমনি ছিলেন উদার, মানব দরদী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদ তিনি জ্ঞান আহরণে, গরীব-দুঃখী ও হাদীছ শিক্ষার্থীদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি প্রেম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৮০]

---

[৭৭] হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নববী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭, খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[৭৮] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

[৭৯] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬ ।

[৮০] ইব্‌ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১; Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi : Hadith Literature, P-90. মূল 'আরবী :
وَ كَانَتْ لَه جِدة وَ مَالٌ جَيِّد ينفقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا، وَ كَانَ يَكْثُر الصَّدَقَة بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর "ইন্তিকাল, ইন্তিকালোত্তর অলৌকিক ঘটনা, ইন্তিকালোত্তর কতিপয় বুযুর্গানেদ্বীনের স্বপ্ন" সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

✲ ইন্তিকাল

তিনি ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে আগষ্ট ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার, 'ইশার নামাযের পর 'ঈদুল-ফিতর রাতে সমরকন্দের অন্তর্গত 'খরতংক' নামক গ্রামে ১৩ দিন কম ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই 'ঈদের দিন যুহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়।[৮১]

✲ ইন্তিকালোত্তর অলৌকিক ঘটনা

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জানাযা শেষে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মিশ্‌ক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধি ছড়াতে থাকে, কিছুদিন পর্যন্ত তা সর্বদা বহাল থাকে এবং তাঁর কবর বরাবর আকাশে লম্বাকৃতির এক সাদা রেখা দেখা দিলে জনসাধারণ তা বিস্ময়ভাবে প্রত্যাক্ষ করে।[৮২] পরবর্তীতে কবরটি রক্ষাকল্পে পাহারাদার নিয়োগ করত : কাঠের ঘেরা দ্বারা বেষ্টিত করা হয়।[৮৩] অবশেষে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি মানুষের 'আকীদাহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার

---

[৮১] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬; ইমাম আন্-নবভী : তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮; ইবনু হাজার : তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, খ.৭ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২; ইবনু কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫; ইবনুল 'ইমাদ : শাযারাতুয যাহাব , খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫; ইবনু হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮১; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪।

[৮২] ইবনু কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী : তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩; ইবনু হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮১। মূল 'আরবী :

"حين ما دُفِنَ فاحتْ مِنْ قبره رائحةٌ غاليةٌ أطيبُ مِنْ ريحِ المسكِ ثُمَّ دامَ ذلكَ أيامًا ثم جعلت ترى سواري بيض بحذاءِ قبره"

[৮৩] তাজুদ্দীন আস্-সুবকী : তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪।

আশংকায় সে সুঘ্রাণ বন্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিটক দু'আ করলে তা বন্ধ হয়ে যায়।[৮৪]

✲ ইন্তিকালোত্তর কতিপয় বুযুর্গানেদ্বীনের স্বপ্ন

'আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আদম আত্-সাওয়াবীসী (রহ.) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দেখি। তিনি স্বীয় সাহাবীগণের একটি জামা'আত নিয়ে এক স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। আমি 'আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এখানে কার অপেক্ষায় রয়েছেন? তিনি বললেন,"আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি"। অতপর আত্-তাওয়াবীসী (রহ.) বলেন, এর কিছুদিন পরেই আমি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনতে পেলাম। তখন আমি হিসাব করে দেখলাম, ঠিক সে সময়েই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে এই অতিথির অভ্যর্থনা জানান"।[৮৫]

হাদীছ বিশারদ আবূ যায়দ মারওয়াযী (রহ.) (মৃ.২৮৯/৯১০) বর্ণনা করেন, "আমি একদা পবিত্র কা'বা ঘরে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম, তখন স্বপ্নে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ব-শরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবূ যায়দ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফে'ঈ (মৃ.২০৪ হিঃ)-এর কিতাব পড়তে থাকবে? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা

---

[৮৪] আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী : হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[৮৫] ইবনু হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮১; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৩; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী : তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২; মুফতী রশীদ আহ্মেদ, শাইখুল হাদীছ : ইরশাদুল কারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮। মূল 'আরবী :

عبد الواحد بن آدم الطواويسي قال : "رأيتُ النبي صلي الله عليه و سلم في النوم و معه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمتُ عليه فرد علي السلام فقلتُ ما وقوفك هُنا يا رسول الله صلي الله عليه وسلم، قال أَنْتظِرُ محمد بن إسماعيل، قال: فلم كان بعد أيام بلغني موته فنظرتُ فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

শুরু করো। আমি সইবনয়ে 'আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আপনার কিতাব কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সা.) জওয়াব দিলেন, "মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (রহ.) যে হাদীছ গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই হচ্ছে আমার কিতাব"।[৮৬]

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নজম ইব্‌ন ফুযাইল (রহ.) বর্ণনা করেন, "একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় রওযা মুবারক থেকে বের হয়ে আসছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পিছনে ঠিক সেই স্থানে পা রেখে হাঁটছেন"।[৮৭] অনুরূপভাবে বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী হাতিম আল-বুখারী (রহ.) হুবহু এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন"।[৮৮]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র মুহাদ্দিছ 'আল্লামা ফারবারী (রহ.) বলেন,

(رأيتُ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) في النومِ. فقال أينَ تريد؟ فقلتُ أريدُ محمد

[৮৬] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮ ইব্‌ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৬; ইমাম আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; মাওঃ মুফতী রশীদ আহমেদ, : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭-৪৮; 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫। মূল 'আরবী :

"روي ابو زيد المروزي يقول: "كنتُ نائمًا بين الركنِ و المقامِ، فرأيتُ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) في المنامِ فقال لي: يا أبا زيدٍ الى متي تدرسُ كتابَ الشافعيِّ ولاتدرسُ كتابي؟ فقلتُ يا رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) وما كتابُكَ ؟ قال: جامعُ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ."

[৮৭] 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫; আস-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[৮৮] ইব্‌ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.০৭।
মূল 'আরবী :

"روي محمد بن أبي حاتم البخاري: "رأيتُ محمدَ بنِ إسماعيلَ البخاريَّ في المنامِ يمشي خلفَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) والنبيُّ (صلى الله عليه وسلم) يمشي فكلّما رَفَعَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) وَضَعَ البخاريُّ قدمَه في ذالك الوضعِ."

بن إسماعيل البخاريِّ. فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): أقرئه مني السلام.)

"আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? আমি বললাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলের নিকট যাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও"।[৮৯]

প্রকাশ থাকে যে, এ ধরণের উল্লেখযোগ্য আহ্‌লুল্লাদের স্বপ্নের কথা খ্যাতনামা সর্বজন স্বীকৃত বেশ কয়েকটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার উল্লেখিত প্রতিটি স্বপ্নের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিদের্শনা রয়েছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দেখে থাকে। কেননা শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করতে পারে না"।[৯০]

[৮৯] মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ, : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০, আস-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ইমাম আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮; ইব্‌ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৬। মূল 'আরবী :

" قال الفربري : " رأيتُ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) في النومِ، فقال اين تريدُ؟ فقلتُ أريدُ محمد بن إسماعيل البخاريَّ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): أقرئه مني السلام."

[৯০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, ৩য় সং, (করাচী : নূর মুহাম্মদ আসাহ্‌হুল মাতাবি', ১৩৮১/১৯৬১), পৃ.১০৩৬-১০৩৭। হাদীছটি হলো :

" عن انس (رضي الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): مَنْ رآني في المنامِ فقد رآني، فإنَّ الشيطانَ لايَتَخَيَّلُ بي الخ."

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানহাজ, জামি', সুনান, সহীহ্, 'আস-সিহাহু সিত্তাহ' পরিচিতি এবং সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পরিচ্ছেদ হাদীছ গ্রহণের পদ্ধতি বা মানহাজ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং আল-জামি' ও আস-সুনান-এর পরিচিতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

✡ মানহাজ শব্দের অভিধানিক অর্থ

'মানহাজ' (اَلْمَنْهَجُ) শব্দটি মীমের উপর পেশ যোগে 'আল-মাযহাব' (اَلْمَذْهَبُ)-এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ অর্থ পরিলক্ষিত হলেও ইহা "اَلطَّرِيْقُ" - পদ্ধতি বা পথ অর্থে ব্যবহৃহ হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্নে মানহাজ এর আভিধানিক অর্থ উপস্থাপন করা হলো :

* আল-মাওরেদ (اَلْمَوْرِد) গ্রন্থে মানহাজের শাব্দিক অর্থ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে –[৯১]

- مَنْهَجٌ : طَرِيْقَةٌ, أُسْلُوْبٌ, مُقَارِبٌ : Method, Procedure, Way, Course, Manner, Approach
- مَنْهَجٌ : نِظَامٌ : System : Order
- مَنْهَجٌ : طَرِيْقٌ الوَاضِحِ : Open (Plain, Clear, Easy) Order
- مَنْهَجٌ : بَرْنَامَجٌ : Program
- مَنْهَجٌ التَّعْلِيْمِ أَوْ الدِّرَاسَةِ : Curriculum
- مَنْهَجٌ اَلْبَحْث : Methodology of Research, Research methods, Research procedures
- عِلْمُ الْمَنْهَجِ : Methodology
- مِنْهَجٌ : رَاجِعُ مَنْهَجِ

---

[৯১] ড. রূহী আল-বা'বাকী : আল-মাওরেদ, (বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল-মালাঈন, ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ১১৩১।

* مَنْهَجِيّ : Methodical, Formal, Systematic, Orderly

* مَنْهَجِيَّة : Methodology : Methodicalness, Systematicness

* 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' (১৪২৫/২০০৪) গ্রন্থে 'মানহাজ' (اَلْمَنْهَجُ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মানহাজ' শব্দটির (نَهَجَ يَنْهَجُ نَهْجًا وَ نِهَاجًا) অর্থ : "اَلطَّرِيْقُ" - পদ্ধতি বা পথ। বহুবচনে 'মানা'হিজ' (اَلْمَنَاهَجُ)।[৯২] উল্লেখ্য যে, "اَلطَّرِيْقُ", 'মানহাজ' (اَلْمَنْهَجُ) এবং 'আল-মিনহাজ' (اَلْمِنْهَاجُ) অর্থের দিক থেকে উভয়ই সমান।[৯৩]

'আল-মিনহাজ' (اَلْمِنْهَاجُ) শব্দটি আল-কুরআ'নুল কারীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا" (আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি 'আইন ও পথ দিয়েছি)।[৯৪]

বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'মানহাজ' (اَلْمَنْهَجُ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

* "اَلطَّرِيْقُ الْوَاضِحُ" বা সুস্পষ্ট পথ।[৯৫]

* "مِنْهَجُ الطَّرِيْقِ : وَاضِحَةً" বা চলার পাথেয়, যা স্পষ্ট।[৯৬]

---

[৯২] ইব্‌রাহীম মাদকূর : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ৪র্থ সং, (আল-কা'হেরা : মাকতাবাতুশ শুরুকিদ্দাউলিয়্যাহ, ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ৯৮৫।

[৯৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন 'আবদিল কা'দের আর-রাযী : মুখতা'রুস সিহাহ, (বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতু 'উলূমিল কুরআ'ন, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃ.৬৮১; ইব্‌ন মানযূর আল-আফরীকী : লিসানুল 'আরব, খ.২য়, (বৈরূত : দারু ইহ্‌ইয়াইত্‌ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩), পৃ. ৩৮৩।

[৯৪] আল-কুরাআ'নুল কারীম, সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত নং- ৪৮।

[৯৫] ইব্‌ন মানজুর আল-আফরীকী : লিসানুল 'আরব, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; আস-শায়খ মাজদুদ্দীন আল-ফিরুযাবা'দী : আল-কা'মূছুল মুহীত, খ.১ম, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ.২১০।

[৯৬] ইব্‌রাহীম মাদকূর : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৮।

* " اَلطَّرِيْقُ الْبَيِّنُ الْوَاضِحُ " বা এমন পথ যা একেবারেই সুস্পষ্ট। যেমন বলা হয়ে থাকে -

* "نَهْجُ الطَّرِيْقِ" চলার মাধ্যম।[৯৭]

* "اَلطَّرِيْقُ الْمُسْتَقِيْمُ" বা সহজ সরল পথ।[৯৮]

* "اَلطَّرِيْقُ الْوَاضِحُ السَّهْلُ" বা সুস্পষ্ট সহজ সরল পথ।[৯৯]

* "(نِظَامٌ) نَسَقٌ, نَمَطٌ, أُسْلُوْبٌ" পদ্ধতি, রীতি-নীতি, System.[১০০]

* বাংলা একাডেমী বাংলা থেকে ইংরেজী অভিধান গ্রন্থে 'মানহাজ' (اَلْمَنْهَجُ) শব্দটির অর্থ এভাবে উল্লেখ হয়েছে-[১০১]

* Way; Path; Course; Line; Road.
* Method; Mode; Mannes; Procedure; System; Rule.
* Custom; Practice.
* Stretch; Row; Series.

* Edward William Lane - এর মতে A manifest, Plainly apparent, or open road or way.[102] অনুরূপভাবে "Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English"-গ্রন্থে মানহাজ শব্দের অর্থ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : Way, Rood, Street, Path, etc.[১০৩]

---

[৯৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন 'আবদিল কা'দের আর-রাযী : মুখতা'রুস সিহাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮১।

[৯৮] ইব্‌ন মানজুর : লিসানুল 'আরব, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।

[৯৯] ইব্‌ন কাছীর, আবূল আল-হাফিয, আবুল ফেদা : তাফসীরু কুরআ'নিল 'আযীম, খ.২য়, (আল-কা'হেরা : মাকতাবাতুত তুরাছ, তা.বি) পৃ. ১৬৬।

[১০০] এ্যাডওয়ার্ড ই,ইলিয়াস : কা'মূস ইলিয়াস আল-'আসরী, (১৯৫৪ খ্রি.) পৃ.৭৫১।

[১০১] Bangla Academy : Dictionary of English to Bengali. P. 397

[১০২] Edward William Lane. مد القاموس part-8. Book-1(Lahore: Islamic Book Center,1978). P. 2856.

[১০৩] A,S, Hornby : Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English P.971.

মোট কথা 'মানহাজ' (مَنْهَجٌ) শব্দটি (نَهْجٌ) 'নাহজুন' থেকে উৎপত্তি। যা অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি, পন্থা, প্রণালী, সুস্পষ্ট পথ, তরীকা (ইংরেজীতে 'Method')[104] অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

✡ পারিভাষিক অর্থ

মানহাজ এর পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কারণ উসূলবিদ, হাদীছ বিশারদ, ফকীহগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে অনুযায়ী মানহাজের পারিভাষিক অর্থ নির্ধারণ হয়ে থাকে। মানহাজের পরিচয় প্রসংগে ড. মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী তাঁর গ্রন্থে বলেন : (هُوَ الطَّرِيقُ الَّتِيْ يرسمها المُؤَلِّفُ لِنَفْسِهِ. لِيَنْهَجُهَا فِيْ مَعَالِجَةِ القَضَايَا الَّتِيْ سَيَتَنَاوَلُهَا فِيْ مُؤَلِّفِهِ) "গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকগণের নিজেস্ব যে অনুসৃত পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তাই মানহাজ।"[১০৫]

হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছ বিশারদগণ তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থ সংকলনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাকে হাদীছ সংকলনের মানহাজ বলা হয়ে থাকে।

✡ "সিহাহ সিত্তার মানহাজ"- দ্বারা উদ্দেশ্য

"আস-সিহাহুস সিত্তাহ"-এর সংকলকগণ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব নির্ধারিত পদ্ধতি ও নীতিমালা অবলম্বন করেছেন।

---

[১০৪] New Webster's Dictionary of The English language. College Ed.(Delhi: Surgeet Publication, 6th Ed Reprint. 1995) P 942.

[১০৫] মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল মুহাদ্দিছীন ওয়া মানাহিজুহুম ফীল-জাম'ই ওয়াত তাদওয়ীন, ১ম সং, (ঢাকা : সোনালী সোপান ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ. ১২। ড. নবীল মুহাম্মদ তাওফীক আস-সমা'লূতী (রহ.) মানহাজ-এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন-

" المنهج العلمي على هذا الأساس هو الطريقة التي يستخدمها الباحث لتحقيق فروض معينة أو للإجابة على تساؤلات معينة يطرحها بصدد الموضوعات المخصصة في دراستها."

দ্র.- ড. নবীল মুহাম্মদ তাওফীক আস-সমা'লূতী : আল-ইসলামু ওয়া ফাদা'ইয়া' 'ইলমুন নফসিল হাদীছ, (জিদ্দা : দা'রুস্ সুরূক, ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩১।

সুতরাং এ জগত বিখ্যাত "আস-সিহাহুস সিত্তাহ"-এর সংকলকগণ প্রত্যেকেই তাঁদের স্ব স্ব অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তার নামই হচ্ছে 'মানহাজ'। তাঁরা লক্ষ লক্ষ হাদীছ সনদ-মতনসহ হা'ফেজ, হুজ্জাত ও হা'কেম থাকার পরেও হাদীছকে সহীহ্ হিসেবে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তাঁদের মানহাজ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে তাঁদের মানহাজে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হাদীছকে তাঁদের কিতাবে স্থান দেননি। "সিহাহ সিত্তার মানহাজ"- দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে, যে পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

✡ আল-জামি'-এর পরিচিতি

যে গ্রন্থের মধ্যে 'আকাঈদ, আহ্কাম, রিকাক, আদব, তাফসীর, সিয়ার ও তারীখ, ফিতান, মানাকিব-এ আটটি শিরোনামের অধ্যায় বিদ্যমান থাকে, তাকে হাদীছের জামি' (اَلْجَامِعُ)গ্রন্থ বলা হয়।[১০৬]

নিম্নে "اَلْجَامِعُ"-এর শর্তসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. (عَقَائِدٌ) 'আকাইদ' (বিশ্বাস) : 'আকাইদ বলতে ঐ সকল হাদীছসমূহকে বুঝায়, যেগুলো ঈমান ও "إعتقاد" বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

[১০৬] ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয় মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; 'আল্লামা রশীদ আহ্মদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; মুফতী 'আমীমুল ইহ্সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০। মূল 'আরবী :

" اَلْجَوَامِعُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ تَشْتَمِلُ عَلَيْ جَمِيْعِ أَبْوَابِ الْحَدِيْثِ الَّتِيْ إِصْطَلَحُوْا عَلَيْ أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ : (١) بَابُ الْعَقَائِدِ (٢) بَابُ الأَحْكَامِ (٣) بَابُ الرِّقَاقِ (٤) بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ (٥) بَابُ التَّفْسِيْرِ وَالتَّارِيْخِ وَ السِّيَرِ (٦) بَابُ السَّفَرِ وَ الْقِيَامِ وَ الْقُعُوْدِ (وَيُسَمَّي بَابُ الشَّمَائِلِ أَيْضًا) (٧) بَابُ الْفِتَنِ (٨) بَابُ الْمَنَاقِبِ وَ الْمَثَالِبِ. فَالْكِتَابُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْ هَذِهِ الأَبْوَابِ الثَّمَانِيَةِ يُسَمَّي جَامِعًا."

জামি'-এর আটটি শিরোনামের অধ্যায়সমূকে কবিতাকারে বলা হয়েছে-

سِيَرٌ وَآدَابٌ وَتَفْسِيْرٌ وَعَقَائِدٌ ✦ رِقَاقٌ وَأَشْرَاطٌ وَأَحْكَامٌ وَمَنَاقِبُ

২. (أَحْكَامٌ) 'আহ্‌কাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ) : আহ্‌কাম বলতে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধানসমূহকে বুঝায়। যা ফিক্‌হী-এর ধারাবাহিকভাবে হাদীছসমূহ বিন্যাস্ত থাকে।

৩. (رِقَاقٌ) 'রিকাক' (দয়া-সহানুভূতি/আত্মশুদ্ধি) : রিকাক বলতে এমন হাদীছসমূহকে বুঝায়, যেগুলো দ্বারা মানুষের মন দুনিয়ার আসক্তি হ্রাস পেয়ে আখেরাতমুখী হয়।

৪. (أَدَبٌ) 'আদাব' (শিষ্টাচার ও নিয়ম-পদ্ধতি) : এ অধ্যায়ে সাধারণত ভদ্রতা ও মার্জিত জীবন সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়। (যেমন : আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, ভ্রমণের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি)।

৫. (تَفْسِيْرٌ) 'তাফসীর' (আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশেষণ) : এ অধ্যায়ে ঐশী বাণী আল-কুরআ'নুল কারীমের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশেষণ সম্বলিত হাদীছসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

৬. (سِيَرٌ وَ تَارِيْخٌ) 'সিয়ার ও তা'রিখ' (রাসূলুলাহ (সা.)-এর জীবন চরিত) : এ অধ্যায়ে নবী ওহীলব্ধ জ্ঞানের ধারক-বাহক রাসূলুলাহ (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন দিকের হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে তাঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন যুদ্ধ ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হয়।

৭. (فِتَنٌ وَ اشراط) 'ফিতান ও আশরাত' (বিশৃঙ্খলা ও কিয়ামতের 'আলামত) : এ অধ্যায়ে কিয়ামত সংক্রান্ত এবং এ ব্যাপারে রাসূলুলাহ (সা.)-এর ভবিষ্যত বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়।

৮. (مَنَاقِبٌ) 'মানাকিব' (সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা) : এ অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরামসহ বিভিন্ন মান-মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সর্ব প্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন, ইমাম সুফিয়ান আস-ছাওরী (রহ.) (৯৭/৭১৬-১৬১/৭৭৮)। ইমাম আন-নবভী (রহ.) বলেন, সহীহ্ হাদীছ সম্বলিত নিখুঁত ও একনিষ্ঠভাবে প্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম

বুখারী (রহ.)।[১০৭]

আর সহীহ্ ও হাসান সম্বলিত জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম তিরমিযী (রহ.)। আস-সিহাহুস সিত্তাহ্-এর মধ্যে দুটি গ্রন্থই জামি'-এর অন্তর্ভূক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই এটি জামি'-এর অন্তর্ভূক্ত নয়।[১০৮]

✡ আস-সুনান-এর পরিচিতি

'সুনান' হাদীছের এমন গ্রন্থ, যা ফিক্‌হ গ্রন্থের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়। যেমন সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন-নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, সুনানু তিরমিযী, সুনানু দারেমী, সুনানু বায়হাকী প্রভৃতি।

ড. মাহমূদ আত-তাহ্‌হান বলেন, "সুনান হাদীছের এমন গ্রন্থসমূহকে বলা হয় যাতে আহ্‌কাম সম্বলিত মারফূ' হাদীছগুলোকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিন্যাস অনুসারে সন্নিবেশ করা হয়। যার মধ্যে মাওকূফ এবং মাকতু' হাদীছ থাকে না। কেননা মাওকূফ(مَوْقُوْفٌ) এবং মাকতু'(مَقْطُوْعٌ) হাদীছ সুনান-এর পর্যায়ভূক্ত নয়, তবে তা হাদীছের অর্ন্তভূক্ত"।[১০৯]

---

[১০৭] মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কা'সিমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীছ, ৩য় সং, (বৈরূত : দারুন নাফা'য়েছ, ১৪২২/২০০১), পৃ. ৮৫।
মূল 'আরবী :

قال إمام النووي: أوَّلُ مُصنِّف في الصَّحيح المجرَّد، صحيحُ البُخاري.

[১০৮] ড. সুবহী সা'লিহ : উলূমুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩; মুফতী, শায়খুল হাদীছ, 'আল্লামা রশীদ আহমদ : ইরশাদুল কারী 'আলা সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; মুফতী 'আমীমুল ইহ্‌সান : মিযানুল আখবার, আফলাতুন কায়ছার অনূদিত, (ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ. ৪৪।

[১০৯] ড. মাহ্‌মূদ আত-তাহ্‌হান : রসূলুত তাখরীজ ওয়া দেরাসাতিল আসা'নীদ, (আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ : মাকতাবাতুছ ছাওরাত লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ১৩১; 'আতর, ড. নূর মুহাম্মদ : মানহাজুন্ নাকদে ফী 'উলূমিল হাদীছ, ৩য় সং, দামেস্ক : দারুল ফিক্‌র, ১৪০১/১৯৮১) পৃ. ১৯৯।
মূল 'আরবী :

السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهيَّة وَ تشتملُ على الأحاديث المرفُوعة وَ لَيسَ فيها شئ من لموقوف و المقطوع، لأن الموقوفَ و المقطوعَ لا يُسَمَّي سُنَّة في إصْطِلاحِهِم، وَيُسَمَّي حَدِيثا.

অনুরূপভাবে 'আল্লামা কেনানী (রহ.) বলেন, "ফিক্‌হী বাবের তারতীব অনুসারে সজ্জিত গ্রন্থকে সুনান বলা হয়ে থাকে। যেমন কিতাবুত তাহারাত, সালাত, যাকাত ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ দ্বারা হাদীছের গ্রন্থকে সুবিন্যাস্ত।"[১১০]

'মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে হাদীছ গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'সুনান। সুনান গ্রন্থে ফিক্‌হ বিষয়ক অধ্যায়সমূহ ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করা হয়। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায়, হাদীছের অধ্যায়সমূহকে ফিক্‌হী বাবের তারতীব অনুসারে সজ্জিত কিতাবকে 'সুনান' বলা হয়।[১১১]

'আল্লামা আনওয়ার শাহ্ আল-কাশমীরী (রহ.) বলেন, 'সুনান' বলতে ঐ সকল হাদীছের গ্রন্থসমূহকে বুঝায় যেগুলো ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিন্যাস অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন সুনানু নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইব্‌ন মাজাহ এবং আত-তিরমিযীকেও সুনান গ্রন্থ বলা হয়। কেননা আত-তিরমিযী গ্রন্থটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিন্যাস অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যদিও গ্রন্থটি জামি'।[১১২]

---

১১০ আল-কাত্তানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর : আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ, ৩য় সং, (দামিশ্‌ক : নাসরু দারিল ফিক্‌র, ১৩৮৩ হি.), পৃ. ২২।
মূল 'আরবী :

السُّنَنُ هِيَ الكتبُ المرتبةُ عَلَي الأبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ مِنَ الإيمَانِ وَ الطَّهَارَةِ وَ الصَّلاةِ وَ الزَّكَاةِ إلي أخرِهَا وَ لَيْسَ فِيْهَا شئ مِنَ الْمَوْقُوْفِ لأنَّ الموقوف لا يُسَمَّي في إصْطِلاحِهِم سُنَّةً و يُسَمَّي حَدِيْثًا.

১১১ মুফতী 'আমীমুল ইহ্‌সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১১২ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ আল-কাশমীরী : মা'আরিফুস সুনান শারহ জা'মি' আত-তিরমিযী, খ. ১ম, (করাচী : আদব মঞ্জিল, ১৪০৯ হি.), পৃ.১৭-১৯।
মূল 'আরবী :

السُّنَنُ . وَ هِيَ مَا كَانَتْ بِتَرْتِيْبِ أبْوَابِ الْفِقْه كَسُنَنِ النَّسَائي وَ سُنَن أبِيْ دَاوُد وَ سُنَن إبن مَاجَه وَ يُسَمَّي التِّرمِذي سُنَنًا أيْضًا لِكَوْنِه علي تَرْتِيْب أبْوَابِ الْفِقْهِ وَ إنْ كَانَ جَامِعًا.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আস-'সহীহ্'-এর পরিচিতি
আস-সিহাহ্ সিত্তাহ্ পরিচিতি

✲ 'আস-সহীহ্' শব্দের ব্যাখ্যা

'আস-সহীহ্' (الصَّحِيْحُ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে 'আস-সিহাহ'(الصِّحَاحُ)। এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত, নির্ভুল, যথার্থ, সত্য, সঠিক, সুস্থ।[১১৩] যে হাদীছ নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, তাই সহীহ্। (الصَّحِيْحُ: السَّلِيْم مِنَ الْعُيُوْبِ وَالْأَمْرَاضِ) যা দোষ-ত্রুটি ও রোগ থেকে মুক্ত।[১১৪]

পারিভাষিক অর্থে যে হাদীছের সনদের ধারা অক্ষুন্ন ও সর্বস্তরে একজন বর্ণনাকারী থাকে, বর্ণনাকারীগণ সবাই পূর্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী হন, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনা অপর বিশস্ত ব্যক্তির বর্ণনার পরিপন্থী হয় না এবং হাদীছ বিশুদ্ধ হওয়ার পথে কোন প্রকার গুপ্ত কারণ বা প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকে না এরূপ হাদীছকে সহীহ্ হাদীছ বলা হয়। ইহা দু'প্রকার সহীহ্ লি-যাতিহী ও সহীহ্ লি-গায়রিহী। সহীহ্ হাদীছের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে লি-যাতিহী এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ থাকলেও বিভিন্ন পন্থায় উক্ত ত্রুটি বিদূরিত হয়ে যায় এ ধরনের হাদীছ সহীহ্ লি-গায়রিহী নামে অভিহিত হয়।[১১৫]

উসূলুল-হাদীছ গ্রন্থে সহীহ্ হাদীছের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

(الحديثُ الصَّحِيْحُ هُوَ مَا إتَّصَل سَنَده بِالْعَدْلِ الضَّابِطِيْن مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لاَ عِلَّةٍ)

---

১১৩ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : আল-কাউছার ('আরবী-বাংলা অভিধান), ৫ম সং, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ.৩২৬।

১১৪ ইব্‌রাহীম মাদকূর : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ৪র্থ সং, প্রগুক্ত, পৃ. ৫০৭।

১১৫ ড.এ.এফ.এম আমীনুল হক : মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান জীবন ও অবদান, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৩/২০০২), পৃ.১৫৪-১৫৫।

"যে হাদীছের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী, বর্ণনাকারীগণের মধ্যে বর্ণনাধারা অবিচ্ছন্নভাবে পরম্পরাপূর্ণ, যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই। তাকে সহীহ্ হাদীছ বলা হয়"।[১১৬]

✲ আস-সিহাহুস সিত্তাহ (الصِّحَاحُ السِّتَّة)

'আস-সিহাহ্' (الصِّحَاح)-এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধ। আস্-সিত্তাহ (السِّتَّة)-এর অর্থ ছয়। সুতরাং আস-সিহাহ্ সিত্তাহ বলতে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছের গ্রন্থকে বুঝায়। গ্রন্থসমূহ হলো : সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানু আবী দাঊদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানু ইব্ন মাজাহ।[১১৭] কোন কোন মুহাদ্দিছ সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর পরিবর্তে 'মুয়াত্ত্বা' গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[১১৮]

উল্লেখ্য যে, আস-সিহাহুস সিত্তায় 'সহীহাইন' ব্যতীত সুনানু আবী দাঊদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী ও সুনানু ইব্ন মাজাহ-কে এক সাথে

---

[১১৬] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রগুক্ত, পৃ. ২০০; ড. মুহাম্মদ আস্-সাব্বাগ : আল-হাদীছ আন নবভী, মুসতালাহুহ, বালাগাতুহ, কুতুবুহ, ৪র্থ সং (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ২৩০; হাফিয ইব্ন কাছীর : আল বা'ইছুল হাদীছ ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীছ, (পাকিস্তান : মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৬; ইব্ন হাজার 'আস্-কালানী : নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল-ফিক্র, ('আরবী), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; ড. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, (দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা, তা বি), পৃ. ৩৩; ড. সুবহী সা'লিহঃ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০; আস্-শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কা'সেমী : কাওয়া'ইদুত তাহ্দীছ মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীছ, ৩য় সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্মেদ : ইরশাদুলকারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আস্-সুয়ূতী : তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীবিন নবভী, খ.১ম, (মদীনা : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৭৯/১৯৫৯), পৃ. ৬৩।

[১১৭] ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।
মূল 'আরবী :

أمَّا كُتُبُ الصِّحَاحِ فَهِيَ تَشْمِلُ الْكُتُبَ السِّتَّةَ لِلْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ وَ أَبِيْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَ النَّسَائِيِّ وَ اِبْنِ مَاجَه، إلاَّ أنَّ الْعُلَمَاء اِخْتَلَفُوْا فِي اِبْنِ مَاجَه، فَجَعَلُوا الْكِتَابَ السَّادِسَ مُوَطَّأ الإمَامِ مَالِك.

[১১৮] পূর্বোক্ত

সুনানু আরবাআ' (سُنَنُ الأَرْبَعَة) বলা হয়।[১১৯] বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে শুধুমাত্র 'সহীহ্' হাদীছের শর্তারোপ করা হয়েছে। কিন্তু সুনানু আরবাআ' গ্রন্থে শুধুমাত্র 'সহীহ্' হাদীছের শর্তারোপ করা হয় নি। বরং তাতে সহীহ্, হাসান এমনকি কিছু য'ঈফ হাদীছের সমন্বয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশ্য য'ঈফ হাদীছের কারণ স্পষ্টভাবে তাঁরা ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন।[১২০] এসব কিতাবে সহীহ্, হাসান ও য'ঈফ সর্বপ্রকার হাদীছ বিদ্যমান থাকলেও সহীহ্ হাদীছের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ'-এর অন্তর্ভূক্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। উক্ত গ্রন্থসমূহে প্রায় সকল হাদীছ মুসলিম জনতার সম্মুখে উপস্থিত থাকায় ইসলামী শরী'আতের উপর 'আমল করতে খুবই সহজ হয়েছে।

শায়খ 'আবদুল হক দেহলভী (রহ.) বলেন, 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ', মুয়াত্তা মালিক ও সুনানে দারেমী এই মোট আটখানা সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। জামি' সুফিয়ান ছাওরী, মুসনাদে আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ছাড়াও নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ 'সহীহ্' হিসেবে পরিচিত, তবে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের পর্যায়ভূক্ত নয়। হাদীছসমূহ হলো : (১) সহীহ্ ইব্ন খুযাইমা, (২) সহীহ্ ইব্ন হাব্বান, (৩) সহীহ্ আবূ 'আওয়ানা, (৪) সহীহ্ ইব্ন সাকান, (৫) আল মুসতাদরাক, (৬) আল-মুনতাকা, ৭) আল মুখতার, (৮) মুসতাখরাজত।[১২১] 'আল্লামা সুয়ূতী স্বীয় "جَمْعُ الْجَوَامِع" নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থসমূহের এক তালিকা পেশ করেছেন যাতে পঞ্চাশেরও বেশি সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[১২২]

---

[১১৯] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :

كُتُبُ (السنن) الأَرْبَعَةِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَأبِيْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه هِيَ دُوْنَ الصَّحِيْحَيْنِ.

[১২০] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০। মূল 'আরবী :

وَ انْ لَمْ يَشْتَرِطْ مُصَنِّفُوْهَا تَجْرِيْدُ الصَّحِيْحِ فِيْهَا، بَلْ أخْرَجُوْا الصَّحِيْحَ وَالْحَسَنَ وَ بَعْضُ الضَّعِيْفِ و بَيَّنُوْا ضَعْفَهُ

[১২১] মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপূরী : হাদীছ শাস্ত্র পরিচিতি, ১ম প্র. (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ ৫৩।

[১২২] পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীছ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

✲ হাদীছ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' গ্রন্থাবলীর সংকলকগণ 'সহীহ্ হাদীছ' গ্রহণ ও সংকলনের ব্যাপারে স্ব স্ব শর্তাবলী প্রদান করেছেন। এ পরিচ্ছেদে সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্তাবলী, সহীহাইন-এর শর্ত পর্যালোচনা এবং সহীহাইন-এর শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় বা পদ্ধতিসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

✲ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে সহীহ্ হাদীছের শর্তাবলী

১. হাদীছের বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা (سِلْسِلَةُ السَّنَد) ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন (مُتَّصِل) হতে হবে।

২. হাদীছের রাবীকে তাঁর উস্তাদের সাহচর্যে উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হতে হবে।

৩. রাবী প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, প্রসিদ্ধ (مَشْهُوْر) ও নির্ভরযোগ্য (ثِقَة) হতে হবে।

৪. রাবী যাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করবেন, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে।[১২৩]

✲ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে সহীহ্ হাদীছের শর্তাবলী

১. হাদীছের বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা অবশ্যই সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন "مُتَّصِل" হতে হবে। প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য রাবী অপর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ রাবীর মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করবেন।

২. রাবী যাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করবেন, তাঁদের উভয়কে সমসাময়িক যুগের হতে হবে।

---

[১২৩] মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০-৬০১।

৩. সনদ সূত্রের মধ্যে কোন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) থাকবে না। বরং বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ (مَشْهُوْر) হতে হবে।

৪. হাদীছ বর্ণনা রাবীর কোন প্রকার দুর্বলতার অস্তিত্ব থাকবে না।[১২৪]

⇨ সহীহাইন-এর শর্ত পর্যালোচনা

সহীহাইন-এর শর্ত পর্যালোচনা 'আল-হিত্তাহ' (১৪০৮/১৯৭৮) ও আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, (১৪০৩/১৯৮৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত ছিল এই যে, তাঁরা এমন হাদীছ সংকলন করবেন, যা প্রসিদ্ধ সাহাবী হতে নির্ভরযোগ্য সনদসহ বর্ণিত হবে, প্রত্যেক স্তরের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে হবে। কোন স্তরের কোন রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার মতানৈক্য থাকবে না এবং সনদটিও অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। যদি সাহাবীর নিকট হতে বর্ণনাকারী দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হন, তবে তো তা খুবই উত্তম। আর যদি কোন স্তরে মাত্র একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তবে শেষ রাবী পর্যন্ত বিশুদ্ধ পরম্পরা পাওয়া গেলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই সেই হাদীছ সংকলন করেছেন। অবশ্য ইমাম মুসলিম এমন কতিপয় ব্যক্তির হাদীছও সংকলন করেছেন, যাঁদের প্রতি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সন্দেহ হওয়াতে তিনি তাঁদের হাদীছ সংকলন করেননি। কিন্তু ইমাম মুসলিম সেই সন্দেহ দূর করে তাঁদের হাদীছ তাঁর সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন"।[১২৫]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত পর্যালোচনা প্রসংগে 'আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' (১৪০৩/১৯৮৪) গ্রন্থে 'আল-মাদখালু ইলা মা'রিফাতি কিতাবুল

---

[১২৪] ইমাম আন্-নবভী : শারহু সহীহ্ মুসলিম, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২/১৯৭২), পৃ.১৩। মূল 'আরাবী :

شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ و العلة،

[১২৫] আস-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫; মুহাম্মদ আবূ যাহু : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৪-৩৮৫। মূল 'আরাবী :

"إن شرط البخاري و مسلم أن يخرجا الحديث المتفق على صحة نقلة الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات و الاثبات و يكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد و صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه."

'আকলীল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হাকিম আবূ 'আদিল্লাহ আন-নায়সাপূরী (রহ.) (মৃ.৪০৫/১০১৪) বলেন : "প্রসিদ্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করবেন এবং উক্ত বর্ণনাতে অন্তত আরও দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী থাকবেন। সাহাবীর নিকট থেকে এমন একজন তাবি'ঈ হাদীছ বর্ণনা করবেন, যিনি সাহাবীর নিকট হতে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। তাঁর থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীছ বর্ণনাকারী থাকবেন। অতঃপর তাবি'তাবি'ঈ হাদীছ বর্ণনা করবেন, যিনি হাদীছের ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্ক এবং হাদীছের হাফিয। তারপর তাবি'তাবি'ঈ নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী যিনি হবেন, তিনি অত্যাধিক সতর্ক ও নির্ভরযোগ্য হবেন, তাঁরা চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে গণ্য হবেন। অতঃপর হাদীছের সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করবেন, তাঁর উস্তাদ প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীছ, যিনি হাদীছ বর্ণনায় অত্যাধিক বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ"।[126]

শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বা'লিগাহ-এর মুকাদ্দমায় উল্লেখ করেন : "ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সনদের রাবীগণ সেইসব গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত হবেন, যা দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ অলংকৃত। যেমন, সংরক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকা এবং شُذُوذ ও نَكَارَة না থাকা। কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞের মতে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত দ্বারা স্বয়ং তাঁরা নিজেরাই উদ্দেশ্য, অন্য কেহ নহেন"।[127]

---

[126] মুহাম্মদ আবূ যাহু : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৪-৩৮৫। মূল 'আরাবী :
"قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِي : الدَّرَجَةُ الأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ وَ هُوَ أَنْ يَرْوِيَ الحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنْ الصَّحَابِيِّ وَ لَه رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ حَافِظٌ مُتْقِنٌ وَ لَه رُوَاةٌ ثِقَاتٌ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ حَافِظٌ مَشْهُورًا بِالعَدَالَةِ فِي رِوَايَتِه."

[127] শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী : হুজ্জাতুল্লাহিল বা'লিগাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.মুকাদ্দমা। মূল আরবী :
"وَ الْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِم أَنْ يَكُونَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِينَ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِم مِنَ الضَّبْطِ وَ العَدَالَةِ وَ عَدَمِ الشُّذُوذِ وَ النَّكَارَةِ وَ الغَفْلَةِ وَ قِيلَ الْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِم رِجَالُهُم أَنْفُسُهُم"

⇨ সহীহাইন-এর শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়

কোন হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ তা নিরূপণ হওয়ার ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ হাদীছের সনদে এমন সকল রাবী বিদ্যমান থাকবেন, যাঁদের হাদীছসমূহ অবিচ্ছিন্ন ধারা পরম্পরায় সহীহাইনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলা হয় :

"صَحِيحٌ رِجَالُه رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ" অথবা "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ" চাই সেই হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্তমান না-ই থাকুক। হাকিম আবূ 'আদিল্লাহ আন-নায়সাপূরী (রহ.)[128] -এর অভিমতও তাই। 'আল্লামা সাখাভী (রহ.)[129], ইমাম নববী,[130] 'আল্লামা ইবন দাকীক ও ইমাম

---

[128] আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হামদুভিয়াহ আল-হাকিম আন-নায়সাপূরী। ৩২১হি. তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অগণিত হাদীছ বিশারদ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর শায়খগণের তালিকা এক হাজারের কাছাকাছি। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন : 'উলূমুল হাদীছ বিষয়ে তাঁর সংকলিত جُزْء-এর সংখ্যা ১৫০০ (পনের শতের) মত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো : الصَّحِيحَيْن، العِلَل، الأَمَالِي، فَوَائِدُ الشُّيُوخ، فَضَائِلُ الإِمَامِ الشَّافِعِي، تَرَاجِمُ الشُّيُوخ، مَعْرِفَةُ عُلُومِ الحَدِيث، تَارِيخُ عُلَمَاءِ النَّيْسَابُور، فَضَائِلُ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاء، الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْن ইত্যাদি। তিনি যাঁর যুগের হাদীছ বিশারদগণের অন্যতম ইমাম ছিলেন। সামানিয়া শাসনামলে ৩৫৯ হিজরী সনে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ৪০৫ হিজরী সফর মাসে তৃতীয় তারিখ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন। দ্র.- শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৭শ, প্রাগুক্ত, ১৬২-১৭৭; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : তাবাকাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৯-৪১১; ইবন হাজার : লিসানুল মীযান, খ.৫ম, ১ম সং, (হায়দারাবাদ : দা'ইরাতুল মা'আরিফ,১৩২৯/১৯১১), পৃ.২৩২-২৩৩; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : মীযানুল 'ইতিদাল, খ.৩য়, ১ম সং (মিশর : দারু ইহ্ইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮২/১৯৬৩),পৃ.৬০৮।

[129] 'আল্লামা শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইবন 'আবদির রহমান আশ-শাফিঈ' (রহ.)। তিনি একজন মিশরীয় হাদীছ বিশারদ ও প্রখ্যাত 'আলিম পরিবারের সন্তান। প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবিদ শায়খ ইবন হাজার 'আসকালানী (রহ.) কর্তৃক হাদীছ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৯ম/১০ম শতাব্দীতে স্মরণীয় ব্যক্তিবৃন্দের জীবন বৃত্তান্তের সুবিশাল অভিধান রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম : আয-যাও'উল-লামি' ফী আইয়্যামিল কারনিত তাসি' (সম্পা. হুসামুদ-দীন আল-কুদসী, খ.১২শ, কায়রো, ১৩৫৩-৫/১৯৩৪-

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)[১৩১] হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শায়খ ইবনুস সালাহ (রহ.) তাঁর কিতাবের ভূমিকা অংশেও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সনদের রাবীগণ সেই সকল গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত হবেন, যা দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ অলংকৃত, চাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা না-ই বা বর্ণনা করে থাকেন। এক কথায় রাবীদের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যেমন, সনদের অবিচ্ছিন্ন ধারা পরম্পরা বর্ণিত হবে। যা شُذُوذ ও نَكَارَة প্রভৃতি ত্রুটি হতে মুক্ত।[১৩২]

৬)। তিনি কায়রোর কয়েকটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শায়খুল হাদীছ পদের দায়িত্ব পালন করেন। শেষ বয়সে তিনি হিজাযে ফিরে এসে তাঁর কতিপয় রচনাকর্মের মূল পাঠ রচনার সমাপ্তি বা সংশোধনের কাজ এবং হাদীছের দারস প্রদান করে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র.- ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২৪শ, ১ম ভাগ (ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৪১৯/১৯৯৮),পৃ.২৬০-২৬১।

[১৩০] মহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারফ হুরানী আন-নববী। তিনি ছিলেন শাফে'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ। তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনটাই ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন চির কুমার। বিনা বেতনে তিনি দামিশ্‌কে শায়খুল হাদীছ-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ্ মুসলিম এর ভাষ্য গ্রন্থ শরহুন নববী, সহীহ্ হাদীছের সংকলন 'রিয়াযুস সালিহীন' উল্লেখযোগ্য। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ দামিশ্‌কে 'নাওয়া' গ্রামে ৬৭৬/১১২৭৭ সনে মাত্র ৪৫ বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র.- 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীঃ তাবাকাতুল হুফ্‌ফায, (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫১০; যাকারিয়া আন-নববী : রিয়াযুস সা'লিহীন, (ইন্দোনেশিয়া ছাপা, তা,বি.), পৃ. ভূমিকা অংশ।

[১৩১] শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ আত-তুরকুমানী আল-ফারিকী দিমাশকী আয-যাহাবী। তিনি ৬৭৩/১২৭৪ সনে দামিশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন 'আরব ঐতিহাসিক মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি দামিশ্‌কে, কায়রো, মিশর, মক্কা প্রভৃতি দেশের শতাধিক মুহাদ্দিছ ও ফকীহ থেকে হাদীছ এবং ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণের পর দামিশ্‌কে উম্মুস সা'লিহ মাদরাসায় হাদীছের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'ইলমুর রিজাল' গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়াও তাঁর প্রণীত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের নিকট নানাভাবে মর্যাদা লাভ করে। তিনি ৭৪৮/১৩৪৭ মতান্তরে ৭৫৩/১২৫২ সনে দামিশ্‌কে ইন্তিকাল করেন। দ্র.- ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২১শ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৭-৫৮৯।

[১৩২] মাওলানা আবুল কালাম মোঃ 'আবদুল লতীফ চৌধুরী : তারীখে 'ইলমুল হাদীছ, (ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭ খ্রি.) পৃ. ৮৯-৯০।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আস্-সিহাহুস সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীছের গ্রন্থসমূহ

এ পরিচ্ছেদে আস্-সিহাহুস সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীছের গ্রন্থসমূহ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদু আহ্মদ ইব্‌ন হাম্বল, আল্-মুস্তাদরাকে হা'কিম, জামি' সুফিয়ান ছাওরী, সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, সুনানুদ্ দারিমী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

❖ মুয়াত্তা ইমাম মালেক

ইমাম মালেক (রহ.) (৯৩-১৭৯/৭১২-৭৯৫)-এর সংকলিত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[১৩৩] এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে ইমাম মালেক নিজেই বলেছেন: "আমি আমার গ্রন্থটি মদীনায় অবস্থানকারী সত্তর জন ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞের সমীপে উপস্থাপন করি। তাঁরা প্রত্যেকেই গ্রন্থটির ব্যাপারে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাই আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি 'মুয়াত্তা'"।[১৩৪]

তিনি প্রথমে এক লক্ষ হাদীছ বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীছ থেকে দশ হাজার হাদীছের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। অতপর গ্রন্থটিকে কুরআ'ন এবং সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে সাহাবীগণের বর্ণিত আছা'র ও খবর এর ভিত্তিতে যাচাই-

[১৩৩] হাদীছের এ গ্রন্থটিতে প্রথমত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা ও কাজ সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতপর সাহাবীগণের কথা এবং পরবর্তীতে তাবে'ঈগণের ফাতওয়াসমূহ (কুরআন হাদীছ ভিত্তিক) উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্র.- মুহাম্মাদ আবূ যাহু : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫।

[১৩৪] 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী : মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক শারহি মুয়াত্তা ইমাম মালেক, (মুদ্রণ ও প্রেসের নাম উল্লেখ নেই, তা.বি.) পৃ.০৮ ।মূল 'আরবী :

عَرَضْتُ كِتَابِي هذا عَلَى سَبْعِينَ فَقِيهًا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ فَكُلُّهُمْ وَاطَأَنِي عَلَيْهِ فَسَمَّيْتُهُ الْمُوَطَّأ

বাছাই করে মাত্র পাঁচশত হাদীছের সমন্বয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৩৫] মুয়াত্তা গ্রন্থে মোট কতটি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে, এ ব্যাপারে 'অলিমদের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসংগে ইমাম ইব্ন হাজম (রহ.) বলেন, "আমি মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীছসমূহ গণনা করেছি, এতে 'মুসনাদ' হাদীছ পেয়েছি পাঁচশটিরও বেশি আর প্রায় তিনশ হাদীছ 'মুরসাল' পর্যায়ের"।[১৩৬] আবূ বকর আল্-ইব্রাহীম (রহ.)-এর মতে, মুয়াত্তা গ্রন্থে মোট হাদীছের সংখ্যা এক হাজার সাতশ বিশটি[১৩৭] এর মধ্যে সনদযুক্ত হাদীছের সংখ্যা ছয়শত, মুরসাল হাদীছের সংখ্যা দুইশত, মাওকূফ হচ্ছে ছয়শত তের এবং তাবি'ঈগণের বাণী হচ্ছে দুইশত পঁচাশিটি।[১৩৮] পক্ষান্তরে 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (৮৪৯/১৪৪৫-৯১১/১৫০৫) (রহ.)-এর মতে, 'এ গ্রন্থে কোন মুরসাল হাদীছ নাই'।[১৩৯]

মাকতাবাতুস্ শামিলাহ্ ও মাওকা'উ জা'মি'উল হাদীছ-এর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম মালেক (রহ.)-এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে -এর হাদীছের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৯৪।[১৪০]

---

১৩৫ মুহাম্মাদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৮। মূল 'আরবী :
" إنَّ مَالِكًا رَوَى مِائَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ جَمَعَ مِنْهَا فِي الْمُوَطَّا عَشَرَةَ الآفٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْرِضُهَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَخْتَبِرُهَا بِالآثَارِ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ. "

১৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৯। মূল 'আরবী :
" أَحْصَيْتُ مَا فِي الْمُوَطَّا لِمَالِكٍ فَوَجَدْتُ فِيْهِ مِنَ الْمُسْنَدِ خَمْسَمِائَةِ حَدِيْثٍ وَ نَيِّفًا و ثَلَثَمِائَةٍ مُرْسَلًا وَ نَيِّفًا وَ فِيْهِ نَيِّفٌ وَ سَبْعُوْنَ حَدِيْثًا قَدْ تَرَكَ مَالِكٌ نَفْسُهُ الْعَمَلَ بِهَا. "

১৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৮-২৪৯।

১৩৮ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী : মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক শারহি মুয়াত্তা ইমাম মালেক,পৃ.০৭।

১৩৯ ড. আবূ সুলাইমান 'আবদুল ওহ্হাব ইব্রাহীম : কিতাবুল বাহ্ছিল 'ইল্ম ওয়া মাছাদিরু দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, (মক্কা : দারুশ শুরুক, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ.২৩১।

১৪০ ইমাম মালেক . আল-মুয়াত্তা, (মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ, আল-ইসদার আস-সানী, httpt//wwww. waqfeya.net/shamelat মাওকা'উ ইসলাম http://www al-islam.com। প্রথম এবং শেষ হাদীছ নিম্নরূপ ঃ
প্রথম হাদীছ – قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثِيّ عَنْ مَالِك بْنِ أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ

গ্রন্থটি চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে।[১৪১] 'আলিমগণ এ গ্রন্থকে জ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৪২] ইমাম শাফে'ঈ (রহ.) এ গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন ঃ

(مَا عَلَى ظَهْرِ الارْضِ كِتَاب، بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ كِتَابُ مَالِك رحمه الله)

"পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাবের পর ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রণীত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের চেয়ে আর অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ নেই।"[১৪৩]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.) বলেন : "ইমাম শাফে'ঈ ও মুহাম্মদ (রহ.) যে কিতাবুল আছারকে ভিত্তি করে ফিক্হ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা মূলতঃ ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রণীত 'মুয়াত্তা'-এরই ফসল।"[১৪৪]

'মুয়াত্তা'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ :

ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রণীত হাদীছের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটির অনেক হাদীছবেত্তা শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য

فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

শেষ হাদীছ – حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ

১৪১ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী : মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক শারহি মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ.০৭।

১৪২ ড. মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ শাহ্বাহ্ : 'আলামুল মুহাদ্দিছীন, (মিশর : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, তা.বি.) পৃ.৫৪।

১৪৩ পূর্বোক্ত, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী : হুজ্জাতুল্লাহিল বা'লিগাহ, খ.১ম, ১ম সং, (দেওবন্দঃ আল-মাতবা'উল আশরাফী, ১৩৮৩ হি.), পৃ.১৩৩।

১৪৪ সা'দেক শিবলী জামান : হযরত ইমাম মালেক (রহ.), (ঢাকা : রহমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রি.) পৃ.১৩০।

কয়েকটি গ্রন্থের নাম উপস্থাপন করা হলো :

১. "التَّمْهِيْد"- আবূ 'উমর ইউসুফ ইবন 'আবদুল্লাহ (মৃ.৪৬৩ হি.)।
২. "المُنْقَطَع" আবুল ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্ন খাল্ফ (মৃ.৪৭৪ হি.)।
৩. "القَبَض" আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আল-'আরাবী (মৃ.৫৪৬ হি.)।
৪. "المَسَالِك" আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আল-'আরাবী (মৃ.৫৪৬ হি.)।
৫. "كَشْفُ المُوَطَّأ" জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃ.৯১১ হি.)।
৬. "شَرْحُ المُوَطَّأ" মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল বাকী আয-যারকানী (মৃ.১১২২হি.)।
৭. "شَرْحُ المُوَطَّأ" ইব্ন হাবীব মালিকী (মৃ.২৩৯হি.)।
৮. "شَرْحُ المُوَطَّأ" ইব্ন 'আবদুল বার (মৃ.৪৩৬হি.)।
৯. "شَرْحُ المُوَطَّأ" 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আন্দালুসী (মৃ.৫২১হি.)।
১০. "شَرْحُ المُوَطَّأ" মোল্লা 'আলী কারী (মৃ.১১২২হি)।
১১. "আল-মুছাওয়া" শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ.১১৭৬হি.)।
১২."আল-মুছাফ্ফা" শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ.১১৭৬হি.)।
১৩. "أَوْجَزُ المَسَالِك" মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভী।[১৪৫]

মুসনাদু আহ্মদ ইব্ন হাম্বল

হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ.২১১/৮৫৫)।[১৪৬] তিনি স্বীয় যুগের হাদীছ বিশারদগণের ইমাম ছিলেন।

[১৪৫] ড. আবূ সুলাইমান 'আবদুল ওহ্হাব ইব্রাহীম : কিতাবু বাহছিল 'ইল্ম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩১-২৩৫।

[১৪৬] ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ.২১১/৮৫৫) সম্পর্কে শামসুদ্দীন আয যাহাবী বলেন, " প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন হাদীছের ইমাম, ইসলামের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম হলো : আবূ 'আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হেলাল ইবন

ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর 'মুসনাদ'[১৪৭] গ্রন্থে এতো হাদীছ জমা' করেছেন যে, তা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি দীর্ঘদিন অপরিসীম পরিশ্রম ও সাধনার বিনিময়ে দীর্ঘ ষোল বৎসর ব্যাপী সংগৃহীত সাত লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে গ্রন্থটি সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। এতে চল্লিশ হাজার হাদীছ রয়েছে। পুনরুল্লেখ হাদীছের সংখ্যা দশ হাজার। পুনরুল্লেখ বাদে মোট হাদীছের সংখ্যা ত্রিশ হাজার।[১৪৮] কারও কারও মতে, প্রথমত ত্রিশ হাজার হাদীছ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর পুত্রের আরও সংযোজনের ফলে চল্লিশ হাজার হাদীছ পৌঁছে। ছুলাছিয়াত হাদীছের সংখ্যা প্রায় তিনশত [১৪৯] মাকতাবাতুস্ শামিলাহ্ ও মাওকা'উ জা'মি'উল হাদীছ-এর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর 'মুসনাদ' গ্রন্থে-এর হাদীছের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৩৬৩ টি।[১৫০]

আসাদ ইবন ইদরীস ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন হাইয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ ইব্ন ইয়ারভী ইবন 'আওফ আয-যুহলী আশ-শায়বানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী। দ্র.- শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৪শ, প্রাগুক্ত, ১৭৭। মূল 'আরবী :

"هُوَ الإِمَامُ حَقًّا وَ شَيْخُ الإِسْلَامِ صِدْقًا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ محمد بنُ حَنْبَل بن هِلَال بن أَسَد بن إِدْرِيْس بن عَبْدُ اللهِ بن حَيَّان بن عَبْدِ اللهِ بن عَزْوِيْ بنْ عَوْف الذُّهْلِيُّ الشَّيْبَانِيُّ المَرْوَزِيُّ البَغْدَادِيُّ."

[১৪৭] যে সকল হাদীছ গ্রন্থে হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, তাকে (مُسْنَد) 'মুসনাদ' বলা হয়। -মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪।

[১৪৮] মাওঃ নূর মুহাম্মদ 'আজমী : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ৪র্থ সং, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ.৮৩-৮৪।

[১৪৯] আস-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১। মূল 'আরবী :

"أَنَّ مُسْنَدَ الإِمَامِ أَحْمَد يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثٍ وَ مَعَ زِيَادَةِ وَلَدِهِ عَلَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثٍ."

[১৫০] ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল : 'আল-মুসনাদ', (মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ, আল-ইসদার আস-সানী, httpt//wwww. waqfeya.net/shamelat মাওকা'উ ইসলাম http://www.al-islam.com। প্রথম এবং শেষ হাদীছ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম হাদীছ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { يَا

মুসনাদ গ্রন্থসমূহের মাঝে 'মুসনাদে আহ্মদ' সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ সনদ বিশিষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থটির মর্যাদা সম্পর্কে 'আল্লামা আহ্মাদুল বান্না বলেন : "মুসনাদু আহ্মদ গ্রন্থটি সর্বাধিক সংগৃহীত হাদীছের গ্রন্থ। যা হাদীছের বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহাইনের পরে বিশুদ্ধতম হাদীছের গ্রন্থ।"[১৫১]

আবূ মূসা আল-মাদীনী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে,তিনি ইমাম আহমদ কে একটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : (أُنْظُرُوْهُ فَإِنْ كَانَ فِيْ الْمُسْنَدِ وَ إِلَّا فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ) 'তুমি মুসনাদে হাদীছটি অনুসন্ধান কর, যদি তাতে হাদীছটি পাওয়া যায় তবে গ্রহণযোগ্য, আর যদি পাওয়া না যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।"[১৫২] তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মুসনাদের প্রত্যেকটি হাদীছ সহীহ্। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থে বেশ কিছু য'ঈফ হাদীছও রয়েছে। ইব্নুল জাওযী (রহ.)-এর মতে মাওযূ' হাদীছের সংখ্যা ১৫ টি। হাফিজ ইরাকীর মতে ৯টি।[১৫৩] হাফিয নূরুদ্দীন

أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.

শেষ হাদীছ– حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال ثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته

[১৫১] ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ : হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, (রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, ২০০১খ্রি.) পৃ.৫৬।

[১৫২] 'আল্লামা আহ্মাদুল বান্না . বুলূগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী, খ ১ম, (বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.) পৃ.০৯।

[১৫৩] আবুল 'আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াহ : মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাযিয়্যাহ, খ.৫ম, ১ম সং, (মু'য়াস্সাসাতু কুরতুবা : ১৪০৬ খ্রি.), পৃ. ২৩।

হায়সামী বলেন, (مُسْنَدُ أَحْمَدَ أَصَحُّ صَحِيْحًا مِنْ غَيْرِهِ) 'সহীহ্ হাদীছ হিসেবে মুসনাদে আহমদ অপর হাদীছ গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ।[১৫৪] গ্রন্থটি হাদীছ ও বর্ণনা সূত্রের ব্যাপকতা হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাদীছ বাদ পড়েছে।

বলা হয়ে থাকে প্রায় দুইশত সাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উক্ত গ্রন্থে স্থান পায়নি। অথচ হাদীছের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে তাঁদের বর্ণিত হাদীছসমূহ উলেখ করা হয়েছে।[১৫৫]

'মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ : আবুল হাসান ইব্ন 'আবদিল হাদী (রহ.) (মৃ.১১২৯ হি.) মুসনাদের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যায়নুদ্দীন 'ওমর ইব্ন আহমদ আশ-শিমা' আল-হালবী (রহ.) উক্ত মুসনাদের "دُرُّ الْمُنْتَقِدِ مِنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ"-এ নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। অনুরূপভাবে সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইব্ন 'আলী আশ-শাফে'ঈ (রহ.) মুসনাদের একটি শরাহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

✲ আল্-মুস্তাদরাকে হা'কিম

আল্-মুস্তাদরাকে হা'কিম আন-নায়শাপূরী (রহ.)[১৫৬] (৩২১-৪০৫/৯৩৩-

[১৫৪] আস্-সুয়ূতী, 'আল্লামা জালালুদ্দীন : তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।

[১৫৫] পূর্বোক্ত।

[১৫৬] তিনি ইব্নুল বায়্যি' (إِبْنُ الْبَيِّعِ) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম হলো : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামদূভিয়াহ্ আল-হা'কিম আন-নায়শাপূরী। তিনি ৩২১/৯৩৩ সালে নায়শাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য শায়খগণের নিকট থেকে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। উসূলুল হাদীছ বিষয়ে তাঁর সংকলিত جُزْء-এর সংখ্যা পনের শতের মত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল : আস্-সহীহাইন, আল-'ইলাল, আল-'আমালী, ফাওয়াইদুশ শুয়ূখ, আমালীল 'আশিয়্যাত, তারাজিমুশ শুয়ূখ, মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীছ, তারীখু 'উলামা-ই নায়শাপূর, আল্-মাদখালু ইলা 'ইলমিস্ সহীহ্, আল-মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহাইন, ফাযাইলুল ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, তাসমিয়্যাতু মান আখরাজাহুমুশ শায়খান, ফাযাইলু ফাতিমাতিয যুহরা। তিনি ৪০৫/১০১৪ সনে মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। দ্র.- শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৭শ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত,

১০১৪) "আল্-মুস্তাদরাক" নামক এমন একটি হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সহীহ্ হাদীছের গ্রন্থ প্রণয়নের পর অবশিষ্ট সহীহ্ হাদীছসমূহ তাঁর নিজস্ব মানহাজের ভিত্তিতে প্রণয়ন করেন।[157] তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রথমে ঐ সকল হাদীছ আনয়ন করেছেন, যেগুলো সহীহাইনের শর্তে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ সকল হাদীছ তিনি প্রণয়ন করেছেন যেগুলো সহীহ্ ইসনাদ দ্বারা প্রমাণিত। তিনি উক্ত গ্রন্থে এমন কিছু হাদীছ উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর নিজস্ব মানহাজের দৃষ্টিতে সহীহ্ নয়, তবে তিনি সেকথা, হাদীছ বর্ণনার পর স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। হাফিজ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) (মৃ.৭৭৮হি) আল্-মুস্তাদরাক গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন। এতে যে সকল হাদীছ য'ঈফ অথবা মুনকার রয়েছে সেগুলো সনাক্ত করেছেন। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা প্রায় একশত।

মূলতঃ হা'কিম আন-নায়শাপূরী (রহ.) হাদীছকে বিশুদ্ধ বিবেচনার ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন হাজার (রহ.) বলেন, এর কারণ হচ্ছে, গ্রন্থটি যখন তিনি পাণ্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত করেন। চূড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে গ্রন্থটি যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার কোন সুযোগ পাননি এবং গ্রন্থটির মধ্যে সহীহ্, হাসান অথবা য'ঈফ যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু গ্রন্থটির হাদীছ গ্রহণ সুযোগ পাননি।[158] কোন কোন হাদীছ বিশারদ উক্ত গ্রন্থের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, হাদীছ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মুস্তাদরাক হা'কিম গ্রন্থের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে এককভাবে সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত হাদীছগুলো গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। মাকতাবাতুস্

পৃ.১০৩৯; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, খ.৩য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৮; খতীব আল্-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.৫ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৩।

১৫৭ হাজী খলীফাহ্ : কাশফুয্ যুনূন 'আন উসামীমিল কুতুব ওয়াল ফুনূন, খ.২য়, (বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্- তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৫।

১৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আস-সাখাভী : ফাতহুল মুগীছ, খ.১ম, ২য় সং, (দারুল ইমাম আত-তাবারী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৪১। মূল 'আরবী :

إنَّ السَّبَبَ فِيْ ذَالِكَ أنَّه صَنَّفَه فِيْ أوَاخِرِ عُمْرِه ......الخ

শামিলাহ্-এর বর্ণনা মোতাবেক "আল্-মুস্তাদরাক"-এর হাদীছের সংখ্যা ৮৯৫৬টি।[159]

জামি' সুফিয়ান ছাওরী

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)[160] (৯৭-১৬১/৭১৫-৭৭৮) আল-জামি' গ্রন্থটি সংকলন করেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-

---

১৫৯ হা'কিম আন-নায়শাপূরী : আল্-মুস্তাদরাক, মাকতাবাতুস্ শামিলাহ : http://www.al-islam. com । "আল্-মুস্তাদরাক"-এর প্রথম এবং শেষ হাদীছ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম হাদীছ – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي ميسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا »

শেষ হাদীছ – أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ﷻ: (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون (١)) فقال : « من أنت ؟ » فذكر له أنه رجل من كذا وكذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : « فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ » فقال الرجل : رحمك الله إنما سألتك لتخبرنا ، فقال ابن عباس : « يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم » « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » « آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك، تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الحافظ رحمه الله تعالى، والحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين »

১৬০ আবূ আবদুল্লাহ সুফিয়ান ইব্ন সা'ঈদ ইবন মাসরূক আস ছাওরী আল কূফী (রহ.)। তিনি ৯৭/৭১৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। (কারও কারও মতে তিনি ৯৩/৭১১, ৯৫/৭১৩ অথবা ৯৬/৭১৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন) তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, হাদীছের পণ্ডিত ও সূফী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে 'আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দী বলেন, "আমি সুফিয়ান ছাওরী অপেক্ষা অধিক হাদীছ মুখস্তকারী আর কাউকে দেখিনি।" তাঁর হাদীছ বিষয়ক অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হন। তাঁর গ্রন্থ রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আল-জা'মি'উল কাবীর, আল-জা'মি'উস সাগীর, কিতাবুল ফারায়েজ ইত্যাদি। তিনি ১৬১/৭৭৮ সনে ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দ্র.- শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : তাবাকাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩-২০৬; মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী : তাহ্যীবুত তাহ্যীব, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

এর ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'আলী ইব্‌ন মাসহার (রহ.)-এর নিকট হতে। তাঁরই সহযোগিতা ও পরামর্শে হাদীছের এ বিশুদ্ধ গ্রন্থটি সংকলন করেন।[১৬১] গ্রন্থটি প্রণয়নের পর তৎকালীন হাদীছ বিশারদগণের নিকট পৌঁছলে সবাই গ্রন্থটিকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) এ প্রসংগে বলেন,

(جَامِعُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ مَا وَضَعَ النَّاسُ فِي الْجَوَامِعِ) "সুফিয়ান আস্-ছাওরী জামি' একটি উত্তম গ্রন্থ। কেননা এ পর্যন্ত লোকেরা যত উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে, গ্রন্থটি তাদের অন্যতম।"[১৬২]

তৎকালীন হাদীছ বিশারদগণ তাঁর ব্যাপারে ফিক্‌হ ও হাদীছ বিষয়ক পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, (كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ثِقَةً.) "তিনি হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়ক উভয় জ্ঞানেরই বিশ্বস্ত পণ্ডিত ছিলেন।"[১৬৩]

✲ সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান

ইব্‌ন হিব্বান (রহ.)[১৬৪] (২৭৪-৩৫৪/৮৮৫-৯৬৫) তাঁর রচিত হাদীছের

---

[১৬১] মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২২।

[১৬২] সুলায়মান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী : আর-রিসালা, (কলকাতা : আসাহহুল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যা, তা.বি), পৃ.০৭।

[১৬৩] শামসুদ্দীন আয যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফায, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯১।

[১৬৪] তাঁর পূর্ণ নাম : মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ ইবন হিব্বান আবূ হাতেম আল-বসতী আত-তামিমী। তিনি সিজিস্তিনের অন্তর্গত 'বুসত' এলাকায় ২৭৪/৮৮৫ সন জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তাকে আল-বুসতী বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত মুহাদ্দিছ, হাদীছের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন শাইখ থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেন, তাই তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী। ঐতিহাসিক ইবন সাম'আনী বলেছেন : "আবূ হাতেম ইব্‌ন হাব্বান ছিলেন হাদীছ জ্ঞানের যুগশ্রেষ্ঠ। তিনি হাদীছ শ্রবণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শাম হতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত সুদূর পথ সফর করেন।" হা'কিম আন-নাযশাপূরী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন, "তিনি ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ফিক্‌হ, হাদীছ, লুগাত, ওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে এক বিশাল পাণ্ডিত্বের অধিকারী।" 'আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী বলেন (كَانَ ثِقَةً نَبِيلًا وَلَهُ التَّصَانِيفُ الْكَثِيرَةُ) "তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীছের রাবী ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যাক হাদীছের গ্রন্থ রয়েছে।" তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে হলো : কিতাবুস্ সিকাত, মা'রিফাতু মাজরূহীন, আস-সাহাবাতুত তাবে'ঈন, আতবা'উত-তাবে'ঈন, আসামী মান ইউ'রাফুল কুনা প্রভৃতি। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে সমরকন্দে শুক্রবার ৩৫৪/৯৬৫ সনে ইন্‌তেকাল করেন। দ্র.- 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী : তাবাকাতুল হুফ্‌ফায, খ.১ম, পৃ.৩৭৫; ড. আবূ সুলাইমান 'আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌রাহীম : কিতাবুল বাহছিল 'ইল্‌ম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৭; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল সান'আনী : আল-আনসাব, (Leyden: E.J.Brill Imprime rie orientale Londen: Luzac & Co, Great Russell street, 1992), পৃ.৩৪৮-৩৪৯।

গ্রন্থ 'আল-মুসনদুস্ সহীহ্' নামে সংকলিত। তবে সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান এর হাদীছের এ গ্রন্থটি "الأَنْوَاعُ وَ التَّقَاسِيمُ" (আন্‌ওয়া'উ ওয়াত্-তাকাসীম) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[১৬৫] যা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ছিল।[১৬৬] বলা হয়ে থাকে হাদীছের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহাইনের পরে বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থ রচনা করেন ইব্‌ন খুজায়মা ও সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান।[১৬৭]

কোন কোন মুহাদ্দীছের মতে সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থটি সনানু ইব্‌ন মাজাহ্ থেকেও অধিকতর বিশুদ্ধ।[১৬৮]

হাদীছ বিষয়ক 'সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থটি মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে যার হাদীছের সংখ্যা ৭৪৯১ টি মাকতাবাতুস্ শামিলাহ্ মাওকা'উ জা'মি'উল হাদীছ-এর বর্ণনা মোতাবেক সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান-এর হাদীছের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬১৫টি।[১৬৯]

---

[১৬৫] মুহাম্মদ আবূ যাহু : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪।

[১৬৬] ড. আবূ সুলাইমান 'আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌রাহীম : কিতাবুল বাহছিল 'ইল্‌ম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৭।

[১৬৭] পূর্বোক্ত; মুহাম্মদ আবূ যাহু : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, পৃ. ৪২৬। মূল 'আরবী :

مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ الْمُجَرَّدِ بَعْدَ الشَّيْخَيْنِ ابْنُ خُزَيْمَةَ فَابْنُ حِبَّانَ.

[১৬৮] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।

[১৬৯] ইব্‌ন হিব্বান : আল-মুসনদুস্ সহীহ্, মাকতাবাতুস্ শামিলাহ সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বানের প্রথম এবং শেষ হাদীছ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম হাদীছ – أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، قال : حدثنا هشام بن عمار، قال : حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قال : حدثنا الأوزاعي، عن قرة ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع »

শেষ হাদীছ – أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا بشر بن بكر، حدثني ابن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني أبو أمامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله يقول : « بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا (1)، فقالا لي : اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل، فإذا أنا بصوت شديد، فقلت : ما هذه الأصوات ؟ قال : هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم (٢) تسيل

✲ সুনানুদ্ দারিমী

ইমাম দারিমী (রহ.)[১৭০] (১৮১-২৫৫/৭৯৭-৮৬৯)-এর প্রণিত 'সুনানু দারিমী' নামক হাদীছের গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ একটি সুনান গ্রন্থ। উক্ত হাদীছ গ্রন্থটিতে ফিক্হ বিষয়ক বিভিন্ন অধ্যায় স্থান পেয়েছে। কোন কোন হাদীছ বিশারদ মনে করে থাকেন, সুনানু ইব্ন মাজাহ এর চেয়ে সুনানু দারিমী অধিকতর উন্নত ও বিশুদ্ধ।

এ প্রসংগে হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহ.) বলেন, "কিতাবুস সুনান যেটি মুসনাদু দারিমী হিসেবে প্রসিদ্ধ, সেটি মর্যাদার দিক থেকে অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে কম নয়, বরং পাঁচটি সুনান গ্রন্থের সাথে মিলালে এটি 'সুনানু ইব্ন মাজাহ' থেকে উত্তম। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইব্ন মাজাহ থেকে চমৎকার।"[১৭১] সুনানু দারিমী প্রসংগে হাজী খলীফা বলেন, "ইব্নুস সালাহ এ কিতাবটিকে মাসানীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এতে তিনি সন্দেহে নিপাতিত হয়েছেন, কেননা এটি বাব অনুযায়ী সাজানো,

---

أشداقهم دما، فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ثم انطلق بي، فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا، وأنتنه ريحا، وأسوئه منظرا، فقلت : من هؤلاء، قيل : الزانون والزواني، ثم انطلق بي، فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلق بي، فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ذراري (٣) المؤمنين، ثم شرف بي شرفا، فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، فقلت : من هؤلاء ؟ قالوا : هذا إبراهيم، وموسى، وعيسى وهم ينتظرونك .

[১৭০] তাঁর পূর্ণনাম হলো : আল-ইমাম আল-হাফিয সমরকন্দের মাযখুল ইসলাম আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইব্ন বাহরাম ইব্ন 'আবদুস-সামাদ আত-তামীমী আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী। তিনি ১৮১/৭৯৭ সনে সমরকন্দে হাদীছ বিশারদ ইব্নুল মুবারকের মৃত্যুর বছর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ বিষয়ের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতা, বিদ্যোৎসাহী ও তীক্ষ্ম মেধার কথা তৎকালীন সার্বজনীন স্বীকৃত। তিনি সুনান গ্রন্থটি ছাড়াও আত-তাফসির ও কিতাবুল জামি' নামক আরও দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ২৫৫/৮৬৯ সনে ৮ই জিলহজ্জ তারিখে ইন্তিকাল করেন। দ্র.- শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪-২৩৬; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২য়, প্রাগুক্ত পৃ.০৮।

[১৭১] হাজী খলীফা : কশ্ফুয্ যুনূন, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৮ মূল 'আরবী :

قَالَ ابن حَجَر : وَأَمَّا كِتَابُ "السُّنَنُ" اَلْمُسَمّي (بِمُسْنَدِ الدّرمي) فَإِنَّهُ لَيْسَ دُوْنَ (السنن) فِي الْمُرْتَبَةِ بَلْ لَوْ ضُمَّ إِلي الْخَمْسَةِ لَكَانَ أَوْلَي مِنْ إِبْن مَاجَة، فَإِنَّهُ أَمْثَل مِنْه بِكَثِيْرٍ .

মুসনাদ অনুযায়ী নয়।"[১৭২] 'আল্লামা 'ইরাকী 'আন্-নাকত' গ্রন্থে এ প্রসংগে বলেন : "ইহা 'মুসনাদ' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন "اَلْمُسْنَدُ الْجَامِعُ"। তবে মুসনাদু দারিমী গ্রন্থে হাদীছে মুরসাল(مُرْسَل), মুনকাতি'(مُنْقَطِع), মু'দাল(مُعْضَل) ও মাকতু'(مَقْطُوع) হাদীছের বিরাট সমাহার ঘটেছে।[১৭৩] সুনানু দারিমী গ্রন্থটি ভারত থেকে ছাপানো হয়েছে।[১৭৪] মাকতাবাতুস্ শামিলাহ্-এর বর্ণনা মোতাবেক 'সুনানু দারিমীর' হাদীছের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৬৭টি।[১৭৫]

---

[১৭২] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :

ابن الصَّلَاحِ فِي الْمَسَانِيْد فَوَهِمَ فِي ذَالِكَ، لِأَنَّهُ مرتب عَلَي الْأَبْوَابِ لَا عَلَي الْمَسَانِيد.

[১৭৩] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :

قَالَ العِرَاقِي فِي (النُّكَتِ) : وَاشْتَهَرَ تَسْمِيَتُهُ (بِالْمُسْنَدِ) كَمَا سَمّيَ الْبُخَارِيْ كِتَابه (الْمُسْنَدُ الْجَامِعُ) إِلَّا أن (مُسْنَدُ الدّرامي) كَثِيْرُ الْاَحَادِيْثِ الْمُرْسَلَةِ وَ الْمُنْقَطِعَةِ وَ الْمُعْضَلَةِ وَ الْمَقْطُوْعَةِ .

[১৭৪] ড. শামীম আরা চৌধুরী : হাদীছ বিজ্ঞান, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা : ই.ফা,বা. ১৪২২/২০০১), পৃ.১৬৩।

[১৭৫] ইমাম দারিমী : সুনানু দারিমী, মাকতাবাতুস্ শামিলাহ সুনানু দারিমী-এর প্রথম এবং শেষ হাদীছ নিম্নরূপঃ

প্রথম হাদীছ – باب مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالَةِ

শেষ হাদীছ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الأَلْحَانَ فِى الْقُرْآنِ مُحْدَثَةً.

তৃতীয় অধ্যায় :

✲ প্রথম পরিচ্ছেদ :

- সহীহুল বুখারী সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ
- সহীহুল বুখারী গ্রন্থের নামকরণ
- সহীহুল বুখারী গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ
- সহীহুল বুখারী গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যা

✲ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

- হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থ

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পরিচ্ছেদে আমরা সহীহুল বুখারী সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ, সহীহুল বুখারী গ্রন্থের নামকরণ এবং সহীহুল বুখারী গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ এবং সহীহুল বুখারী গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যা প্রসংগে আলোচনা করবো।

✲ সহীহুল বুখারী সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ :

ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০) হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। আর এ শতাব্দী ছিল ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের তথা হাদীছ সংকলনের স্বর্ণ যুগ। হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কর্মবহুল জীবনে হাদীছ সংকলন ও সংগ্রহে রাবীদের সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সহীহ্ হাদীছ সংকলন করেছেন। সহীহ্ পদ্ধতিতে হাদীছ সংকলন করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব সংকলন পদ্ধতি, অবস্থান, শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং কঠোর শর্তাবলী প্রদান করেছেন (পূর্বে আলোচনা হয়েছে)। যা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাঁর সমগ্র জীবন বিশুদ্ধ হাদীছ সংকলনের জন্য ব্যাপক গবেষণার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অমীয় বাণীসমূহকে সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীছসমূহের উপর যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে সহীহ্ হাদীছসমূহ সুসংবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ সংকলন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

হাদীছ বিশারদ ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় ঠিক করে ঐ অধ্যায়ের উপর যত হাদীছ আছে ঐ সকল বিশুদ্ধ হাদীছসমূহকে তাঁদের মানহাজ অনুযায়ী একত্রিত করেছেন। অতপর প্রত্যেক হাদীছের সনদকে "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل" (হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান)[১৭৬]-এর দৃষ্টিতে

---

[১৭৬] হাদীছ বিষয়ক শতাধিক কোষের মধ্যে عِلْمُ الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْل বা 'হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান'

সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আর ইহা এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে হাদীছ গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১৭৭] অর্থাৎ যা দ্বারা রাবীগণের দোষগুণ, ন্যায়পরায়ণতা, নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে, রিজাল বিষয়ক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়।[১৭৮] এ সবের পারস্পারিক পার্থক্য নিশ্চিতভাবে নিরূপন করে একটি হাদীছ অপর হাদীছের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর স্ব স্ব মানহাজ অনুযায়ী (সহীহ্ হাদীছের শর্ত মোতাবেক) উত্তীর্ণ হওয়ার পর হাদীছটির বিশুদ্ধতার উপর চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে জগৎ বিখ্যাত হাদীছের প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'সহীহুল বুখারী' বা 'আল-জামি' সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৭৯]

একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ। جَرْح শব্দটির আভিধানিক অর্থ-ক্ষত, আঘাত, জখম, কটাক্ষ, অস্ত্রোপচার এবং تَعْدِيْل অর্থ-ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। আর عِلْمُ التَّعْدِيْل বলতে ঐ জ্ঞানকে বুঝায় যা দ্বারা হাদীছ বর্ণনাকারীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হওয়া যায়। যদি কোন রাবীর গুণ প্রকাশ পায় তখন তা 'তা'দীল (تَعْدِيْل)-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। 'জরহ তাদীল' বিপরিতার্থক শব্দ। যেহেতু ইহা দ্বারা হাদীছ বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়। সেহেতু ইহাকে عِلْمُ الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْل বলা হয়। দ্র.- মুনীর আল-বা'লাবাকী : আল-মাওরিদ, (বৈরূত : দারুল 'উলূম লিল মালাঈন, ১৯৮৯ খ্রি.) পৃ.৪৪৬৭।

[১৭৭] ব্যাপক অর্থে عِلْمُ الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْل শাস্ত্রে রাবীদের (বর্ণনাকারী) পরিচয়, জন্ম স্থান, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, তাকওয়া, নৈতিক ত্রুটি, মেধাগত দুর্বলতা, হাদীছের সনদ-মতন (বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা ও হাদীছের ভাষ্য) সততা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মেধাগত দৃঢ়তা, স্মরণশক্তি, বিবেকশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মতাদর্শ, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা, দোষ-গুণ বিচার করা হয়। দ্র.- 'আবদুল আযীয আল-খাওয়ালী : মিফতাহুস সুন্নাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৪৬; ই.ফা.বা : ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩৩।

[১৭৮] ড. শামীম আরা চৌধুরী : হাদীছ বিজ্ঞান, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা : ই.ফা,বা. ১৪২২/২০০১), পৃ.২০৯-২১০।

[১৭৯] হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত জানা এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া (عِلْمُ الجرح وَ التَّعدِيل) ইল্‌ম হাদীছের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর প্রয়োজন এই কারণে দেখা দিয়েছে যে, ইসলামের মধ্যে যখন বিভিন্ন ফেতনার উদ্ভব ঘটে এবং মানুষ নিজ নিজ চিন্তাধারার সমর্থনে হাদীছ জাল করতে

✲ সহীহুল বুখারী গ্রন্থের নামকরণ

হাদীছ বিশারদগণের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থটি 'সহীহুল বুখারী' বা 'আল-জামি'[১৮০] নামে পরিচিত হলেও ইমাম বুখারী স্বয়ং নিজে গ্রন্থটির

শুরু করে, তখন বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রকট অসুবিধা হয়ে উঠে। তাই রাবীদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, হাদীছ মুখস্থ রাখার ক্ষমতা ইত্যাদির ব্যাপারে গভীরভাবে বিশ্লেষণ হয়। পরবর্তীতে ইহাই 'জারহ তা'দীল' (ক্রমে ক্রমে আসমউর রিজাল) নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

য গ্রন্থের মধ্যে 'আকাঈদ, আহ্‌কাম, রিকাক, আদব, তাফসীর, সিয়ার ও তারীখ, ফিতান, মানাকিব-এ আটটি শিরোনামের অধ্যায় বিদ্যমান থাকে, তাকে হাদীছের জামি' (اَلْجَامِع)গ্রন্থ বলা হয়। "اَلْجَامِع"-এর শর্তসমূহ হলো : (১). (عَقَائِد) 'আকাইদ' (বিশ্বাস) : 'আকাইদ বলতে ঐ সকল হাদীছসমূহকে বুঝায়, যেগুলো ঈমান ও "اعتقاد" বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। (২). (اَحْكَام) 'আহকাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ) : আহ্‌কাম বলতে ইসলামী শরী'আতের বিধি বিধানসমূহকে বুঝায়। যা ফিক্‌হী-এর ধারাবাহিকভাবে হাদীছসমূহ বিন্যাস্ত থাকে। (৩). (رِقَاق) 'রিকাক' (দয়া-সহানুভূতি/আত্মশুদ্ধি) : রিকাক বলতে এমন হাদীছসমূহকে বুঝায়, যেগুলো দ্বারা মানুষের মন দুনিয়ার আসক্তি হ্রাস পেয়ে আখেরাতমুখী হয়। (৪). (اَدَب) 'আদাব' (শিষ্টাচার ও নিয়ম-পদ্ধতি) : এ অধ্যায়ে সাধারণত ভদ্রতা ও মার্জিত জীবন সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়। (যেমন : আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাওয়া দাওয়া, ভ্রমণের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি)। (৫). (تَفْسِيْر) 'তাফসীর' (আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশেষণ) : এ অধ্যায়ে ঐশী বাণী আল-কুরআ'নুল কারীমের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশেষণ সম্বলিত হাদীছসমূহ উপস্থাপন করা হয়। (৬). (سِيَر وَ تَارِيْخ) 'সিয়ার ও তা'রিখ' (রাসূলুলাহ (সা.)-এর জীবন চরিত) : এ অধ্যায়ে নবী ওহীলব্ধ জ্ঞানের ধারক-বাহক রাসূলুলাহ (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন দিকের হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে তাঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন যুদ্ধ ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হয়। (৭). (فِتَن وَ اشراط) 'ফিতান ও আশরাত' (বিশৃঙ্খলা ও কিয়ামতের 'আলামত) : এ অধ্যায়ে কিয়ামত সংক্রান্ত এবং এ ব্যাপারে রাসূলুলাহ (সা.)-এর ভবিষ্যত বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়। (৮). (مَنَاقِب) 'মানাকিব' (সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা) : এ অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরামসহ বিভিন্ন মান-মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়।

দ্র.-ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয় মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; মুফতী, শায়খুল হাদীছ, 'আল্লামা রশীদ আহমদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; মুফতী 'আমীমুল ইহ্‌সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

মূল 'আরবী :

"اَلْجَوَامِعُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْث تَشْتَمِلُ عَلَي جَمِيْعِ اَبْوَابِ الْحَدِيْث الَّتِيْ إصْطَلَحُوْا عَلَي اَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ :
(١) بَابُ الْعَقَائِدِ (٢) بَابُ الْاَحْكَامِ (٣) بَابُ الرِّقَاقِ (٤) بابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ (٥)
بَابُ التَّفْسِيْرِ وَالتَّارِيْخِ و السِّيَرِ (٦) بَابُ السَّفَرِ و الْقِيَامِ وَ الْقُعُوْدِ (وَيُسَمَّي بابُ الشَّمَائِل أيْضًا)
(٧) بَابُ الْفِتَنِ (٨) بَابُ الْمَنَاقِبِ وَ الْمَثَالِبِ. فَالْكِتَابُ الْمُشْتَمِل عَلَي هذِهِ الأبْوَابِ الثَّمَانِيَةِ

পূর্ণনামকরণ করেছেন এভাবে:

"الجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ سُنَنِه وَ أَيَّامِه" "আল-জামি' আস-সহীহ্ আল-মুসনাদ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহে (সা.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী"।[১৮১] অর্থাৎ-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এঁর আচার-আচরণ, জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা সম্বলিত পূর্ণ সনদযুক্ত বিশুদ্ধ হাদীছের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত কিতাব।

উল্লেখ্য যে, হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (মৃ.৮৫২হি.), আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন (মৃ. ১২৪৮/১৩০৭ হি.) ও মুহাম্মদ ইব্ন তা'হির, আল-মাকদাসী (রহ.) নামকরণ করেছেন এইভাবে[১৮২]

اَلْمُسْنَدُ الجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصِرُ مِنْ أُمُوْرِ رسولِ اللهِ صلّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ سُنَنِه و أَيَّامِه"

يُسَمَّي جَامِعًا."

জামি'-এর আটটি শিরোনামের অধ্যায়সমূকে কবিতাকারে বলা হয়েছে-

سِيَرٌ وَآدَابٌ وَتَفْسِيْرٌ وَعَقَائِدُ ॰ رِقَاقٌ وَأَشْرَاطٌ وَأَحْكَامٌ وَمَنَاقِبُ

উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন, ইমাম সুফিয়ান আস-ছাওরী (রহ.) (৯৭/৭১৬-১৬১/৭৭৮)। ইমাম আন-নববী (রহ.) বলেন, সহীহ্ হাদীছ সম্বলিত নিখুঁত ও একনিষ্ঠভাবে প্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম বুখারী (রহ.)। দ্র.- মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কা'সিমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

আর সহীহ্ ও হাসান সম্বলিত জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম তিরমিযী (রহ.)। আস-সিহাহুস সিত্তাহ-এর মধ্যে দুটি গ্রন্থই জামি'-এর অন্তর্ভূক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই এটি জামি'-এর অন্তর্ভূক্ত নয়। দ্র.- ড. সুবহী সা'লিহ : উলূমুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩; মুফতী, শায়খুল হাদীছ, 'আল্লামা রশীদ আহ্মদ : ইরশাদুল কারী 'আলা সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; মুফতী 'আমীমুল ইহ্সান : মিযানুল আখবার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[১৮১] ইমাম আল-বুখারী : সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬; ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম : হাদীছ চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনু : (উর্দু) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[১৮২] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৪; মুহাম্মদ ইব্ন তা'হির, আল-মাকদাসী : শুরুতু আয়িম্মাতিস সিত্তাহ্, (আল-কাহিরাহ : মাকতাবাতুল কুদ্সী, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ৬।

হাদীছ বিশারদ 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আইনী (রহ.) (মৃ. ৮৫৫হি.) উক্ত গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এভাবে :[১৮৩]

'الجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ سُنَنِه وَ أَيَّامِه"

✡ সহীহুল বুখারী গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ

সহীহ্ হাদীছ সংকলনের কারণ প্রসংগে হাফিয ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (রহ.) (মৃ.৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

" مَنْ صَنَّفَ عَلَي الأَبْوَابِ وَ عَلَي الْمَسَانِيْدِ مَعًا كَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. فَلَمَّا رَأَي الْبُخَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هذه التَّصَانِيْفُ وَ رَوَاهَا وَ إِنْتَشَقَ رِيَاهَا وَ إِسْتَجْلي مَحْيَاهَا. وَجَدَهَا بِحَسْبِ الْوَضْعِ جَامِعَةَ بَيْنَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّصْحِيْحِ وَ التَّحْسِيْنِ وَ الْكَثِيْرِ مِنْهَا يَشْمِنَهُ التَّضْعِيْفِ. فَلاَ يُقَالُ لَغثه سَمِين. فَحرك هَمَّتهُ لَجَمْعَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الَّذِيْ لاَيَرْتَابُ فِيْهِ أَمِيْن. وَقَوِي عَزْمَهُ عَلَي ذَلِكَ."

"অধিকাংশ হাদীছ বিশারদগণ যখন 'সনদ' (سند)[১৮৪] আকারে হাদীছ

---

[১৮৩] আল-'আইনী : 'উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, খ.১ম, ১ম সং, (পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রাশীদিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.) পৃ.৫।

[১৮৪] মুসনাদ (مُسْنَد) : একবচন, বহুবচনে মাসানীদ (مَسَانِيْد) অর্থ : সন্দেহযুক্ত। এর পরিভাষাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তা হলো ঃ

(এক) মুত্তাসিল মারফূ' (مُتَّصِلٌ مَرْفُوْع) রিওয়ায়াত কে মুসনাদ বলে।

(দুই) ঐ গ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলা হয়, যাতে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীছসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(তিন) রাবীগণের বর্ণনা পরম্পরাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। তখন সনদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্র.- মাসিক দাওয়াতুল হক, (ড. মুহাম্মদ নেসার 'আলী : আন্-নাহজুল হাদীছ), ৪র্থ

সংকলন করতেন, তাঁদের মধ্যে যারা অধ্যায় ও সনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন : আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.) এই সকল সংকলন, বর্ণনা ধারা, লিখন ও বিন্যাস পদ্ধতি অবলকন করেন, তখন তিনি দেখতে পান ঐ সমস্ত কিতাবে সহীহ্ ও হাসান হাদীছের একই স্তরে বিন্যাস এবং পাশাপাশি অসংখ্য য'ঈফ হাদীছ বিদ্যমান। তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনে দৃঢ়তার সাথে সাড়া দিল যে, এমন হাদীছের গ্রন্থকে মহামূল্যবান বলা যায় না। ফলে তিনি সহীহ্ হাদীছ সংকলন কাজে আত্মনিয়োগ ও সুদৃঢ় পরিকল্পণা গ্রহণ করলেন।"[১৮৫]

✲ সহীহুল বুখারী গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যা

সহীহুল বুখারী গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যার ব্যাপারে 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, 'আল্লামা ইমাম নবভী, হাফিয আল 'ইরাকী, ড. মুহাম্মদ যুবায়র সিদ্দিকী ও ইব্নুস-সালাহ্ এর মতে : (جُمْلَةٌ مَا فِيْهِ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمُسْنَدَةِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا بِالْأَحَادِيْثِ الْمُكَرَّرَةِ. وَبِحَذْفِهَا نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافِ حَدِيْثٍ.) পুনরুল্লেখসহ এই গ্রন্থের হাদীছের সংখ্যা ৭২৭৫টি। আর পুনরুল্লেখ বাদে ৪০০০টি।[১৮৬]

হাফিয ইব্ন কাছীর (রহ.) অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন :

(فَجَمِيْعُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ بِالْمُكَرَّرِ: سَبْعَةُ آلَافِ حَدِيْثٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَ

বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, (মাক্কাতুল মুকার্‌রমাহ : রাবিতাতুল্ 'আলামিল ইসলামী, মার্চ ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ. ২০-২১; যা'ফর আহ্‌মদ আল-'উছমানী : ই'লাউস্ সুনান, খ.১ম, (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যা, তা.বি) পৃ. ২০।

[১৮৫] ইব্ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

[১৮৬] 'আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী : ফায়যুল বারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; শামসুদ্দিন আয্-যাহাবী : তাযকেরাতুল হুফ্‌ফায, খ.২য়, (বৈরুত : দারু ইহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫৬ খ্রি.) পৃ.৫৫৬; ইব্ন হাজার : হুদা আস্-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৮; সিদ্দিক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬-৩০৭; আবূ শাহ্‌বাহ, ড.মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ : আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, (মিশর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ.১৫২।

سَبْعُوْنَ حَدِيْثًا، وَبِغَيْرِ الْمُكَرَّرِ. أَرْبَعَةُ آلَافٍ.)[১৮৭]

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার 'আল্লামা হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহ.)-এর মতে,

(وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابن حَجَر أن عدة مَا فِيْهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِالْمُكَرَّرِ سوي الْمُعَلَّقَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالْمَوْقُوْفَاتِ. وَبِغَيْرِ الْمُكَرَّرِ مِنَ الْمُتُوْنِ الْمَوْصُوْلَةِ ٠)

একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীছসহ সর্বমোট হাদীছের সংখ্যা ৯০৮২টি। পুনরুল্লেখ (تَكْرَار) ব্যাতীত ২৬০২টি। তিনি সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভাবে, এতে মারফূ'আত (مَرْفُوْعَاتٌ) হাদীছের সংখ্যা ৭৩৯৭টি, মাওকূফাত (مَوْقُوْفَاتٌ) হাদীছের সংখ্যা ৩৪৪টি, (কোন কোন বর্ণনায় এর সংখ্যা ৩৪১টি উল্লেখ করা হয়েছে), মুতাকিব'আত (مُتَابَعَاتٌ) ও তা'লিকাত (تَعْلِيْقَات)সহ হাদীছের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৯২টি। (কারও কারও মতে এর সংখ্যা ৯০৮৯টি), (পুনরুল্লেখ ব্যাতীত মোট কযটি হাদীছ আছে এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় যেমন, কারও কারও মতে ২৭৬১টি, ২৬২৩টি, ২৫১৩টি, ২৪৬০টি)।

তবে 'মাক্‌তাবাতুশ্ শা'মেলা, http://www.shamela.ws -এর গণনা অনুযায়ী তাকরারসহ সহীহুল বুখারীতে মোট হাদীছের সংখ্যা ৭০০৮টি উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহুল বুখারীতে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা নিরুপনে উল্লেখিত মতপার্থক্যের কারণ এই যে, ইমাম বুখারী এই গ্রন্থ দীর্ঘ ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধানার বিনিময়ে সংকলন করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে এ গ্রন্থ সংকলিত হলেও পরবর্তীকালে এতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের কাজ অব্যাহত থাকে। ফলে হাদীসের সংখ্যার মতপার্থিক্য পরিলক্ষিত হয়।

সংকলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এবং এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা হাদীছ

---

[১৮৭] ইব্ন কাছীর, আবূল ফিদা ইসমা'ঈ : আল-বা'ইছুল হাছীছ ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, ২৫।

শ্রবণ করেছেন, উভয়রই বর্ণনার মধ্যে হাদীছের সংখ্যার তারতম্য দেখা দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রবণকারীর নিকট প্রথম পর্যায়ের শ্রবণকারীর তুলনায় ও নতুন সংযোজিত হাদীছের সংখ্যা পৌছলে উক্ত তারতম্যের প্রবণতা দেখা দেয়।[১৮৮]

মূলতঃ ইমাম বুখারী থেকে তাঁর হাদীছ গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন শত-সহস্র লোক। কিন্তু যাঁদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তাঁরা প্রধানত চার জন। তাঁরা হলেন : ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মা'কল ইবনুল হাজ্জাজ আন্‌-নাসাফী (মৃ.২৯৪হি.), মুহাম্মদ ইব্‌ন শাকের আন্‌-নাসাফী (মৃ.৩১১হি), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফারবারী (মৃ.৩২০হি), আবূ তা্লহা মনসুর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন কারীমা আল-বাযদুভী (মৃ.৩২৯হি)। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উল্লেখিত চার জন শিষ্য থেকে পরবর্তীকালে অনেকেই এ বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থটি শুনেছেন। বুখারী শরীফের সর্বপ্রধান বর্ণনাকারী 'আল্লামা ফারবারী (রহ.) সরাসরি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে দু'বার (একবার ফারবার নামক স্থানে ২৪৮হিজরীতে এবং দ্বিতীয়বার বুখারায় ২৫২হিজরীতে) হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট রক্ষিত এ গ্রন্থের কপিতে মুহাম্মদ ইব্‌ন শা'কের (রহ.)-এর কপি থেকে ২০০টি হাদীছ বেশি রয়েছে এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মা'কাল (রহ.)-এর সংরক্ষিত কপি থেকে ৩০০টি হাদীছ বেশি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রামাণিত হয় যে, সহীহুল বুখারী গ্রন্থে ক্রমশ হাদীছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮৯] ফলে প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ছাত্রদের নিকট রক্ষিত কপিতে হাদীছের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়।

---

[১৮৮] ইব্‌ন হাজার : হুদা আস্‌-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫৩; ড.তাকী উদ্দীন নদভী : মুহাদ্দিছীন-ই-'ইযাম, প্রগুক্ত, পৃ.১২৭; মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌ : আল্‌-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৯; 'আল্লামা আনোয়ার শাহ্‌ কাশমিরী : ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দিক হাসান খান : আল-হিত্তাহ্‌, প্রাগুক্ত,পৃ.৩০৭; 'আল্লামা আনোয়ার শাহ্‌ কাশমিরী : ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯ মুফতী 'আমীমূল ইহ্‌সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

[১৮৯] মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১১-৫১২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

✿ হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থ

তৎকালীন হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও মুহাদ্দিছগণ এই মর্মে একমত যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রণীত 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থে সহীহ্‌ হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছেই স্থান পায়নি। সহীহ্‌ হাদীছ নির্বাচন করাই ছিলো উদ্দেশ্য।'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থের ব্যাপারে হাদীছ বিশারদগণের উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

* হাদীছ বিশারদ আবূ যায়দ মারওয়াযী (রহ.) (মৃ.২৮৯/৯১০) বর্ণনা করেন,

(كنتُ نائمًا بين الركنِ و المقامِ. فرأيتُ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) في المنامِ فقال لي : يا أبا زيدٍ إلى متي تدرسُ كتابَ الشافعيِّ ولاتدرسُ كتابي؟ فقلتُ يَا رسول اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ومَا كتابَكَ؟ قال : جَامعُ محمدِ بنِ إسماعيل البخاريِّ.)

"আমি একদা পবিত্র কা'বা ঘরে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম, তখন স্বপ্নে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ব-শরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবূ যায়দ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফে'ঈ (মৃ.২০৪ হি.)-এর কিতাব পড়তে থাকবে? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা শুরু করো। আমি সবিনয়ে 'আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আপনার কিতাব কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সা.) জওয়াব দিলেন, "মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (রহ.) যে হাদীছ গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই হচ্ছে আমার কিতাব"।[১৯০]

* ইমাম আন-নবভী (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭) (রহ.)[১৯১] বলেন,

---

[১৯০] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮ ইব্‌ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৬; ইমাম আন্‌-নবভী : তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ, : ইরশাদুল কারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭-৪৮; 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[১৯১] মহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শারফ হুরানী আন-নবভী। তিনি ছিলেন শাফে'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রবিদ। তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনটাই ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন চির কুমার। বিনা বেতনে তিনি দামিশ্‌কে শায়খুল হাদীছ-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু

(أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ المجرَّدِ, صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ.)

"সহীহ্ হাদীছ সম্বলিত নিখুঁত ও একনিষ্ঠভাবে প্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম বুখারী (রহ.)।[১৯২]

* ইমাম যাইনুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃ.৮০৬হি.) (রহ.) অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।[১৯৩]

* বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নজম ইব্‌ন ফুযাইল (রহ.) বর্ণনা করেন,

(رأَيتُ محمدَ بنِ إسماعيلَ البخاريَّ فِي المنامِ يمشي خلفَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) والنبيّ (صلى الله عليه وسلم) يَمْشِي فَكلَّمَا رَفَعَ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وَضَعَ البخاريّ قدمَه فِي ذالكَ الموضعِ.)

"একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় রওযা মুবারক থেকে বের হয়ে আসছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পিছনে ঠিক সেই স্থানে পা রেখে হাঁটছেন"।[১৯৪] অনুরূপভাবে বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী হাতিম আল-বুখারী (রহ.) হুবহু এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন"।[১৯৫]

* ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন প্রসংগে 'আল্লামা ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (রহ.) (মৃ.৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

(أنه (الإمام البخاري) لايوردُ فيه إلاَّ حديثًا صحيحًا.)

মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ্ মুসলিম এর ভাষ্য গ্রন্থ শরহুন নববী, সহীহ্ হাদীছের সংকলন 'রিয়াযুস সালিহীন' উল্লেখযোগ্য। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ দামিশ্‌কে 'নাওয়া' গ্রামে ৬৭৬/১২৭৭ সনে মাত্র ৪৫ বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। দ্র.-'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীঃ তাবাকাতুল হুফ্‌ফায, (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫১০; যাকারিয়া আন-নববী : রিয়াযুস সা'লিহীন, (ইন্দোনেশিয়া ছাপা, তা,বি.), পৃ. ভূমিকা অংশ।

[১৯২] মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কা'সিমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[১৯৩] হাফিয 'আবদুর রহীম আল-'ইরাকী : ফাতহুল মুগীছ, খ.১ম, ১ম সং (কায়রো : ১৩৫৫/১৯৩৭), পৃ. ২৮।

[১৯৪] 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫; আস-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[১৯৫] ইব্‌ন হাজার : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.০৭।

"নিশ্চয় সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলনের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা।[১৯৬]

* ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনের ব্যাপারে বলেন,

(لَمْ أُخَرِّجْ فِي هذا الْكِتَابِ إِلاَّ صَحِيْحًا. وَمَا تَرَكْتُ مِنَ الصَّحِيحِ أَكثر)

"আমি এ গ্রন্থে সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত একটি হাদীছও সংযোজন করিনি। আর (গ্রন্থের পরিধি ব্যাপক হওয়ার কারনে) অনেক সহীহ্ হাদীছ লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি"।[১৯৭]

* ইবরাহীম ইব্‌ন মা'কাল আন্-নাসাফী (মৃ.৯০৬/২৯৪হি.) (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে তাঁর জামি' গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,

"مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي الجَامِعِ إلا مَاصَحَّ وَتَرَكْتُ مِنَ الصَّحِيحِ حَتَّى لاَ يَطُوْلَ."

"আমি আমার জামি' গ্রন্থটিতে সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত একটি হাদীছও লিপিবদ্ধ করি নি এবং গ্রন্থটি অনেক বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে অসংখ্য সহীহ্ হাদীছ ত্যাগ করেছি।[১৯৮] যদি তিনি তাঁর মুখস্থ সকল হাদীছ জামি' গ্রন্থে স্থান দিতেন তাহলে গ্রন্থটি অত্যন্ত দীর্ঘ হতো। কারণ ইমাম বুখারী (রহ.) এক হাজার হাফিযুল হাদীছ[১৯৯] (حَافِظُ الْحَدِيْث) শায়খ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০০]

[১৯৬] ইব্‌ন হাজার 'আস কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, (উর্দু) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[১৯৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭; 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নী : 'উমদাতুল কারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[১৯৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯; ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শারফ আন্-নববী : তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, পৃ.৭৪; মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল মুহাদ্দিছীন, পৃ. ৯১।

[১৯৯] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শারফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নববী : তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।

[২০০] হাফিযুল হাদীছ (حَافِظُ الْحَدِيْث) ঐ মুহাদ্দিছকে বলা হয়, যিনি সনদ ও সতন সহকারে এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করেছেন, যিনি হাদীছ গবেষণায় মগ্ন থাকেন, হাদীছের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখেন এবং যিনি তাঁর শায়খ ও শায়খের শায়খ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকেন। দ্র.- শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, (উর্দু) খ.১ম, (লাহোর : ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৪০১/১৯৮১) পৃ. ২৫।

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি

✲ প্রথম পরিচ্ছেদ

- ◂◂ হাদীছ নির্বাচনের পূর্বে গোসল, নামায ও ইস্তেখারা
- ◂◂ সনদ-মতন ও জারহে ওয়াত তা'দীলের প্রতি গভীর গবেষণা
- ◂◂ বরকতময় স্থান বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নবভীতে হাদীছ সংকলন
- ◂◂ লক্ষ লক্ষ মুখস্থ হাদীছ হতে গবেষণা

✲ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

- ◂◂ হাদীছ বিষয়ক বিস্ময়কর প্রতিভার মাধ্যমে হাদীছ যাচাই
- ◂◂ হাদীছ বিষয়ের উপর গবেষণায় পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন
- ◂◂ হাদীছ বর্ণনাকারীগণের প্রতি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি
- ◂◂ আল-মু'আন'আন (الْمُعَنْعَنُ) হাদীছ

✲ তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

- ◂◂ হাদীছ বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাসে ইমাম বুখারী (রহ.)
- ◂◂ 'শায়খ নির্বাচনের' ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি
- ◂◂ নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা
- ◂◂ হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে 'শায়খদের' স্তর বিন্যাস

✲ চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

- ◂◂ সন্দেহযুক্ত হাদীছ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য
- ◂◂ শুধু সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন
- ◂◂ "رَاوِيْ" ও "مَرْوِيْ عَنْهُ" উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহকরণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি

ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০) নিজে সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনের মাপকাঠি এবং হাদীছ সংকলনের ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণ তাঁর রিওয়ায়েতের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও গভীর গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, তিনি তাঁর সহীহ সংগ্রহ ও গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব "مَنْهَجْ" বা নীতিমালা, পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

তিনি হাদীছ সংগ্রহের জন্য যেরূপ কঠোর নীতি (মানহাজ) অনুসরণ করে চলতেন, তজ্জন্য তাঁর কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কঠোরতম সাধনায় সাফল্য অর্জনের জন্য যে অদম্য সাহস, অবিচল ধৈর্য ও অটল সংকল্পের প্রয়োজন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে তা পূর্ণভাবে দান করে ছিলেন।[২০১] নিম্নে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মানহাজসমূহ বর্ণনা করা হলো :

✲ হাদীছ নির্বাচনের পূর্বে গোসল, নামায ও ইস্তেখারা

হাদীছ লিখন ও সংকলনে ইমাম বুখারী (রহ.) এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর মানহাজ অবলম্বন করেন। যা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তিনি গভীর অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করার পর একটি হাদীছের সনদ[২০২] ও মতন[২০৩] সহীহ্

---

[২০১] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : ইমাম বুখারী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২১।

[২০২] সনদ (سَنَدٌ) : মূল হাদীছের (মতনের) পূর্বে পরম্পরা বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাই হচ্ছে সনদ। দ্র.- ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; ড. মুহাম্মদ আস্-সাব্বাগ : আল-হাদীছুন্ নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩; ইব্ন হাজার : নুয্'হাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্র, (আরবী), (ঢাকা : না'দিয়াতুল কুরআ'ন, তা.বি) পৃ. ০৬। মূল 'আরবী :

হওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়ে গোসল করে দু'রাক'আত

"هُوَ طَرِيْقُ الْمَتْنِ- أَيْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا الْمَتْنَ عَنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ "

" قِيْلَ: أَمَّا الإِسْنَادُ فَهُوَ سِلْسِلَةُ أَسْمَاءُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا هَذَا الْحَدِيْثَ بِالتَّسَلْسُلِ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ، يَبْتَدِئُ السَّنَدُ بِجَمْعِ الْمُؤَلِّفِ وَ يَنْتَهِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

উল্লেখ্য যে, রাবীদের দোষ-গুণ বিচার, সত্য-মিথ্যা যাচাই এবং হাদীছের বিশুদ্ধতা 'সনদের' উপরই নির্ভরশীল। এর গুরুত্ব সম্পর্কে সুফইয়ান আস-সাওরী (রহ.) (৯৩-১৬১ হি.) বলেন:

(الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْئٍ يُقَاتِلُ؟) "সনদ হলো মুমিনদের জন্য (হাদীছের ক্ষেত্রে) অস্ত্র স্বরূপ। যদি তাঁর কাছে অস্ত্র না থাকে, তবে সে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে?" এ প্রসংগে মুহাদ্দিছ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রহ.) (১১৮/৭৩৬-১৮১/৭৯৮) বলেন : (الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ لَوْ لَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.) "হাদীছের সনদ হলো দ্বীনের অংশ। যদি সনদ পদ্ধতি না থাকতো তা হলে, যার যা ইচ্ছা তাই বলতো।" তিনি আরও বলেন : "مَثَلُ الَّذِيْ يَطْلُبُ أَمْرَ دِيْنِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلَا سُلَّمٍ. " ইয়াযীদ ইব্ন যারী'আ (রহ.) বলেন : "لِكُلِّ دِيْنٍ فُرْسَانٌ، وَ فُرْسَانُ هَذَا الدِّيْنِ أَصْحَابُ الإِسْنَادِ" ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলেন, (৯৩-১৬১ হি.) বলেন : "الإِسْنَادُ زَيْنُ الْحَدِيْثِ، فَمَنْ إِعْتَنَى بِهِ فَهُوَ السَّعِيْدُ." ইমাম আল-আওযা'ঈ (রহ.) বলেন : "مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ إِلَّا ذَهَابُ الإِسْنَادِ"

দ্র.- ইব্নুল আছীর আল-জাযেরী : জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির্ রাসূল, খ.১ম, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল-ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ১০৯; 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আলী আস্-সুবুকী : তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, খ.১ম, ১ম সং, (আল-কা'হিরাহ : আল-মাতাবা'আতুল হুসাইনিয়্যাহ, ১৩২৪ হি.), পৃ. ৩১৪; খতীব আল-বাগদাদী : শরফু আস-হাবিল হাদীছ (মিসর : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৪২; সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২৫শ, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ.১৩২-১৩৩; আস্-শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন আল-কাসেমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

[২০৩] মতন (مَتْن) : হাদীছের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলা হয়। অর্থাৎ সনদ সূত্র যে পর্যন্ত পৌচেছে তাঁর পরবর্তী অংশই হচ্ছে মতন। দ্র.- ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২; ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : নুয'হাতুন নাযার প্রাগুক্ত, পৃ.৬; ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫।

মূল 'আরবী :

"ما ينتهي إليه السند من الكلام."

নফল নামায আদায় করে ইস্তিখারা করতেন।[২০৪] অতঃপর সেই হাদীছটির বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, "আমি আল-জামি'উস সহীহ্ গ্রন্থে প্রতিটি হাদীছ লিখার পূর্বে গোসল করেছি ও দু'রাকা'আত (নফল) নামায আদায় করেছি। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে একটি হাদীছ ও লিপিবদ্ধ করি নি।"[২০৫] ঐ নির্বাচিত হাদীছটির ব্যাপারে যখন ইমাম বুখারী (রহ.) পবিত্র অন্তর মোবারক পূর্ণাঙ্গভাবে সায় দিত তখন সাথে সাথেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন না; বরং ইস্তেখারার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়ে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, "আমি নামায পড়ার পর প্রতিটি হাদীছ সম্পর্কে মহান

---

[২০৪] ইস্তিখারা (إِسْتِخَارَة) : শব্দের অর্থ প্রার্থণা করা। এ প্রসংগে প্রখ্যাত সাহাবী জাবের ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমন আমাদেরকে কুরআ'নের সূরাসমূহ শিক্ষা দিতেন তেমনি আমাদের প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করার নিয়মও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন,"যখন তোমাদের সম্মুখে কোন কাজ আসবে, তখন তোমরা ফরয ব্যতীত নফল দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করবে। তারঃপর ইস্তিখারার এই দু'আ পাঠ করবে :

"اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ آجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ فِيْهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ. "

দ্র.- মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, (মাতবা'আ-আসাহ্হুল-মাতাবি', তা.বি.), পৃ. ১৫৫।

[২০৫] ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭৫; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, মুকাদ্দমা, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী : ফায়যুল বারী আল সহীহিল বুখারী, মুকাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; ইবনুল জাওযী : আল-মুন্তাযাম, খ.৭ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; ৮. খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী : তাহাযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪, ইবনুল 'ইমাদ : শাবারাতুয্-যাহাব, খ.২য়, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০/১৯৩১), পৃ. ১৩৬।

মূল 'আরবী :

"قَالَ أَبُوْ الْهَيْثَمِ الْكُشْمِيْهَنِيْ سَمِعْتُ الْفِرَبْرِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيْ يَقُوْلُ: مَا وَضَعْتُ فِيْ كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَدِيْثًا إِلَّا إِغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَالِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. "

আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেখারার মাধ্যমে না জেনে এবং সকল দিক থেকে এর বিশুদ্ধতার উপর নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী না হয়ে হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধ করি নি।"[২০৬]

✡ সনদ-মতন ও জারহে ওয়াত তা'দীলের প্রতি গভীর গবেষণা

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধের অন্যতম মানহাজ ছিল এরূপ, তিনি প্রথমতঃ নির্দিষ্ট অধ্যায় ঠিক করে ঐ অধ্যায়ের উপর যত হাদীছ আছে সকল মুখস্থ ও সংগৃহীত হাদীছ সামনে রেখে গভীর গবেষণা করতেন। এক এক করে প্রত্যেকটি হাদীছের সনদ ও জারহে ওয়াত তা'দীলের বিষয়টা সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে খতিয়ে দেখতেন। এ সবের পারস্পরিক পার্থক্য নিশ্চিতভাবে নিরূপন করতেন এবং একটি হাদীছ অপর একটি হাদীছের সাথে মিলিয়ে সহীহ্ হাদীছের শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ হলে, কোন একটি হাদীছ নির্বাচন করতেন।

✡ বরকতময় স্থান বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নবভীতে হাদীছ সংকলন

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলনের অন্যতম মানহাজ হলো : তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বরকতময় স্থান বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নবভীকে হাদীছ লিখন ও সংকলনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।[২০৭] এ প্রসংগে 'উমর

---

[২০৬] ০৬. ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৫; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ আল-কাশমীরী : ফায়যুল বারী, খ.১ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৫; বদরুদ্দীন আল-'আইনী : 'উমদাতুল কারী, ১ম সং (পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ ১৪০৫ হি) পৃ ৫; মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান, আল-ক্যান্নাওজী : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩; ইবনে হাজার 'আস-কালানী : তাহ্যীবুত তাহ্যীব, খ.৯ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; ড. মুসতাফা আস্-সুবা'ঈ : আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশরী'ইল ইসলামী, ২য় সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯। মূল 'আরবী :

"مَا أَدْخَلْتُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا بَعْدَ إِسْتِخَرْتُ اللهَ تَعَالَى وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ."

[২০৭] 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আইনী (রহ.) (মৃ. ৮৫৫হি.)-এর গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর গ্রন্থটি মক্কা, মদীনা, বসরা এবং বুখারা নগরীতে সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কেননা তিনি দীর্ঘ ষোল বছর এ মহান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। অতঃপর 'আল্লামা 'আয়নী (রহ.) মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (রহ.)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুজাইর আল-বুজাইরী (রহ.) বলেন : "আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "আমি আমার আল-জামি' গ্রন্থটি মসজিদুল হারামে বসে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছি।"[২০৮]

উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "ইমাম বুখারী (রহ.) কে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আমার জামি' গ্রন্থটি নিয়ে বসরায় পাঁচ বছর থেকেছি এবং গ্রন্থ সংকলনের কাজ করেছি। প্রতি বছর হজ্জ শেষে মক্কা থেকে বসরায় ফিরে আসতাম"। ইমাম বুখারী (রহ.) আরও বলেন, আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা-প্রত্যাশা করি তিনি যেন আমার এ সহীহ্ গ্রন্থটির মধ্যে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কল্যাণ ও বরকতময় করেন। দ্র.- বদরুদ্দীন আল-'আইনী : 'উমদাতুল কারী, খ.১ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.০৫। মূল 'আরবী :

"كَانَ يُصَنِّفُ فِيهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبُخَارِيَّ، فَإِنَّهُ مَكَثَ فِيهِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُوْرِ لِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عُمَرِ وَإِسْمَاعِيْلَ ثنا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ أَقَمْتُ بِالْبَصْرَةِ خَمْسَ سِنِيْنَ مَعِي كُتُبِي أُصَنِّفُ وَ أَحُجُّ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَرْجِعُ مِنْ مَكَّةَ إِلَي الْبَصْرَةِ قَالَ وَأَنَا أَرْجُو أَنَّ اللهَ تَعَالَي يُبَارِكُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ هٰذِهِ الْمُصَنَّفَاتِ."

উল্লেখ্য যে, এ প্রসংগে হাফিয ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী (রহ.) (৭৭৩/৮৫২) তাঁর গ্রন্থে বলেন, "ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে মসজিদুল হারামে বসে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ সংকলনের সূচনা, বিন্যাস এবং অধ্যায়সমূহ সাজিয়েছেন। তারপর স্বদেশ বুখারা ও অন্যান্য স্থানে সফর করে হাদীছ সংকলন করেন।" ইব্‌ন হাজার আরও বলেন, "পূর্বের বর্ণনার সাথে পরবর্তীর বর্ণনার কোন বিরোধ নেই। কেননা হতে পারে, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে সেখানে পাণ্ডুলিপি সংকলন করেন, তারপর বর্ণিত স্থানসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাওযা মোবারক ও মেম্বরের মধ্যস্থান) গিয়ে (গোসল, নামায ও ইস্তেখারা করার পর) নিশ্চিত হয়ে হাদীছের চূড়ান্তরূপ দান করেন।" দ্র.- ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬। মূল 'আরবী :

"أَنَّهُ ابْتَدَأَ تَصْنِيفَهُ وَتَرْتِيبَهُ وَأَبْوَابَهُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثُمَّ كَانَ يُخَرِّجُ الأَحَادِيثَ بَعْدَ ذَالِكَ فِي بَلَدِهِ وَ غَيْرِهَا...... (قال ابن حجر العسقلاني) : وَلَايُنَافِي هٰذَا أَيْضاً مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَي أَنَّهُ فِي الأَوَّلِ كَتَبَهُ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَهُنَا حَوَّلَهُ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ إِلَي الْمُبَيَّضَةِ."

[২০৮] ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫; বদরুদ্দীন আল-'আইনী : 'উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী : ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী, খ.১ম, ১ম সং, (মুকাদ্দমা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান, আল-ক্যান্নাওজী : আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ্ আস-সিত্তাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩; মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল

অপর এক বর্ণনায় ইব্ন 'আদী 'ইলমুল 'হাদীছের মাশায়েখগণের একটি জামা'আত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "নিশ্চয় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জামি' গ্রন্থে অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্ত করেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাওযা মোবারক ও মিম্বরের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন। আর প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনালগ্নে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন।"[২০৯]

✲ লক্ষ লক্ষ মুখস্থ হাদীছ হতে গবেষণা

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অনেক যাচাই-বাছাই করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেমে সনদ ও মতনসহ লক্ষ লক্ষ মুখস্থ হাদীছ হতে গবেষণা চালিয়ে নিজের মানহাজ অনুযায়ী জগৎ বিখ্যাত 'সহীহ্ বুখারী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ প্রসংগে মুহাম্মদ ইব্ন হাম্‌দুবিয়া (রহ.) (মৃ.৩৩৯/৯৪০) বলেন, "আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : "আমি এক লক্ষ সহীহ্ ও দু'লক্ষ গাইরে সহীহ্ (সহীহ ব্যতীত) হাদীছ মুখস্থ করেছি।"[২১০]

মুহাদ্দিছীন ওয়া মানাহিজুহুম ফীল-জাম'ই ওয়াত তাদওয়ীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

মূল 'আরবী :

" قَالَ عُمَر بْن مُحَمَّد بْن بُجَيْرِيّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْن إِسْمَاعِيل يَقُوْلُ صَنَّفْتُ كِتَابِي الْجَامِعُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام "

[২০৯] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.০৯; ইব্ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, নতুন সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, আল-ক্যান্‌নাওজী : আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ আস-সিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩; হাফেয মাওঃ আহমদ 'আলী সাহরানপূরী : মুকাদ্দামাতু সহীহিল বুখারী, খ.১ম, (ইণ্ডিয়া : মাতবা'আ আসাহ্‌হুল মাতাবি', তা.বি.) পৃ. ০৪।

মূল 'আরবী :

"وَقَدْ رُوِيَ ابْنُ عَدِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَوَّلَ تَرَاجِم جَامِعَهُ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) وَمِنْبَرِهُ وَكَانَ يُصَلِّيْ كُلَّ تَرْجُمَةٍ رَكْعَتَيْن."

[২১০] হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১২শ, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ৪১৫; ইব্ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৪; ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

মূল 'আরবী :

এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট সংগৃহীত আরও তিন লক্ষ সহীহ হাদীছ বিদ্যমান ছিল। মোট ছয় লক্ষ হাদীছ তাঁর আয়াত্বাধীন ছিল।[২১১] এই ছয় লক্ষ হাদীছের উপর যাচাই-বাছাই ও গভীর গবেষণা চালিয়ে সুদীর্ঘ ষোল বছর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর নিজেস্ব মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বিশুদ্ধ হাদীছের পূর্ণাঙ্গ জামি' গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, "আমি ছয় লক্ষ (৬,০০০০০) হাদীছ যাচাই-বাছাই করে সুদীর্ঘ ষোল বছরে এ সহীহ্ জামি' গ্রন্থটি সংকলন করেছি এবং গ্রন্থটিকে আমার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে নাজাতের উসীলারূপে স্থাপন করেছি।"[২১২]

মাওঃ মুহাম্মদ 'আলী (রহ.)-এর মতে, তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে নয় হাজার (৯০০০) হাদীছ স্থান পেয়েছে। আর অবশিষ্ট পাঁচ লক্ষ একানব্বই হাজার (৫৯১,০০০)হাদীছ সঠিক নয়, এ ধারণা ঠিক নয়। মূলতঃ ব্যাপারটা

"قَالَ مُحَمَّدُ بْن حَمْدُوَيْه: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ أَحْفَظُ مِائَةُ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَ أَحْفَظُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيْث غَيْر صَحِيْح."

[২১১] ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[২১২] ইব্ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৫; 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী আল-ইয়াফি'ঈ : মিরআতুল জিনান, খ.২য়, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ.১২৫; ইব্নুল আছীর আল-জাযেরী : জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩; হাফেয মাওঃ আহ্‌মদ 'আলী সাহরানপূরী : মুকাদ্দামাতু সহীহিল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী : ফায়যুল বারী 'আল সহীহিল বুখারী, খ.১ম, (মুকাদ্দমা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, : আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ আস-সিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫; Maulana Muhammad Ali : The Religion of Islam, First Edition (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1994), P-57; J. Robson: The Encyclopaedia of Islam, Vol.1, P-196. মূল 'আরবী ঃ

الْبُخَارِيّ قَالَ صَنَّفْتُ الْجَامِعُ مِنْ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْث فِي عَشْرَة سَنَةٍ وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اللهِ."

হলো, ইমাম বুখারী (রহ.) একই হাদীছ বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদীছ বিশটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাই বিশটি হাদীছ হলেও মূলতঃ একটি। এ হিসেবে তাঁর হাদীছের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে [২১৩] সুতরাং যে ব্যক্তির সম্মুখে ছয় লক্ষ পরিমাণ হাদীছ উপস্থিত, সে ব্যক্তির সম্মুখে সহীহ্ জামি' গ্রন্থে মাত্র কয়েক হাজার হাদীছ আয়নার মতো স্পষ্ট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

✡ হাদীছ বিষয়ক বিস্ময়কর প্রতিভার মাধ্যমে হাদীছ যাচাই

বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রে তিনি তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে চিন্তা করেন যে, তিনি কতটি লাইন লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে তাঁর দৃষ্টি দু'লক্ষ হাদীছে গিয়ে পৌঁছে। এ প্রসংগে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী (রহ.) (৭৭৭-৮৫২ হি.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওয়ারাকাহ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "গত রাতে ঘুমাবার পূর্বে চিন্তা করলাম আমি আমার গ্রন্থটিতে কতগুলো হাদীছ বিন্যস্ত করেছি, তাতে প্রায় দু'লক্ষ হাদীছ আমার সামনে ভেসে উঠল।"[২১৪]

[২১৩] It is true that Bukhari took cognizance of 600,000 reports and knew some 200,000 of these by heart. It is also a fact that his book contains no more than 9,000 traditions. But it is not true that he found the other 591,000 reports to be false or fabricated. It must be clearly understood that those who were engaged in the dissemination and study of Tradition looked upon every report as a different tradition when even a single transmitter was changed. Let us, for instance, take a tradition for which the original authority in Abu Hurairah. Now Abu Hurairah had bout 800 disciples and the same tradition may have been reported by, say, ten of his disciple's whit or without any variation. Each of these reports would, according to the collectors, form a separate tradition Again, suppose each of the transmitters of Abu Hurairah's tradition had tow reporters, the same tradition would then be counted as twenty different reports. The number would thus go on increasing as the number of reporters increased At the time when Bukhari applied himself to Tradition in the first decade of the third century of Hijrah, there where schools of Tradition at different centers, and hundreds of students learned and transmitted reports to others. N.B. Maulana Muhammad Ali : The Religion of Islam, 1st ied. P-57-58.

[২১৪] ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৪। মূল 'আরবী :

অপর এক বর্ণনায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-বায়কান্দী (রহ.) (মৃ.২২৫/৮৩৯) বলেন, "একদা ইমাম বুখারী (রহ.) আমাদের মাঝে আগমণ করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের এক সাথী বলে উঠলেন, আমি ইস্‌হাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহ্ (রহ.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমার কিতাবের সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ আছে। এ কথা শুনে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আপনি কি আশ্চর্যান্বিত হলেন? সম্ভবত এ যুগে এমন ব্যক্তিও বিদ্যমান আছেন, যিনি তাঁর কিতাবের দু'লক্ষ হাদীছ মুখস্থ রেখেছেন। এ কথা দ্বারা তিনি (ইমাম বুখারী) নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছেন।"[২১৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, "যদি আমাকে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে বলা হয়, তা হলে আমি একটি দু'আতে দশ হাজার (১০,০০০) হাদীছের উদ্ধৃতি না দেওয়া পর্যন্ত থামবো না।"[২১৬]
'আবদুর রায্‌যাক আল-বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হাদীছ গ্রন্থে যে সকল হাদীছ সংকলন করেছেন, সবগুলোই কি আপনার মুখস্থ ছিল? উত্তরে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, "এ গ্রন্থে সকল হাদীছের মধ্যে একটি হাদীছও এমন নেই যা, আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল।"[২১৭]

"قَالَ وَرَّاقَةُ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَابِتُّ الْبَارِحَةَ حَتَّي عَدَدْتُ كَمْ اَدْخَلْتُ فِيْ تَصَانِيْفِيْ مِنَ الْحَدِيْثِ فَإِذَا نَحْوِ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيْثٍ."

[২১৫] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :

" قَالَ عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَاصِمُ الْبِيْكَنْدِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيْل، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِنَا سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ يَقُوْلُ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَي سَبْعِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثٍ مِنْ كِتَابِيْ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيْل أَوَ تَعْجَبُ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ، لَعَلَّ فِي هٰذَا الزَّمَانِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَي مِائَتَيْ أَلْفِ أَلْفِ مِنْ كِتَابِهِ، وَ إِنَّمَا عَنِيْ نَفْسَهُ."

[২১৬] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :

" وَقَالَ (الامام البخاري) أَيْضاً :لَوْ قِيْلَ لِيْ تَمَنَّ لما قمت حَتَّي أَرْوِيَ عَشَرَةَ آلافِ حَدِيْثٍ فِي الصلاة خاصة."

[২১৭] হাফেয মাওঃ আহমদ 'আলী সাহরানপূরী : মুকাদ্দামাতু সহীহিল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫; ইব্‌ন হাজার আস্‌-কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৪। মূল 'আরবী :

" رُوِيَ عبد الرَّزَّاق الْبُخَارِيّ أَنّه قَالَ: قلتُ للبخاريِّ جميعُ الأحَادِيْثِ الَّتِيْ أَوْرَدتَهَا فِي مصنفاتِكَ

'আল্লামা ইব্ন কাছীর (মৃ.৭৭৪হি.) ও আল-হিত্তাহ্ (১৪০৮/১৯৮৭) গ্রন্থে বলা হয়েছে, " ইমাম বুখারী (রহ.) বালক বয়সে সত্তর হাজার হাদীছ (সনদ-মতনসহ) ক্রমান্বয়ে বলতে পারতেন।"[২১৮]

✡ হাদীছ বিষয়ের উপর গবেষণায় পাণ্ডিত্য ও সুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন

অল্প বয়সে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ শাস্ত্রের উপর গবেষণা চালিয়ে এমন পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেন যে, প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদগণ ও তাঁর উপস্থিতিতে বিব্রতবোধ করতেন। তাঁদের সংশয়ের অবস্থা এমন হত যে, কখন কোন মুহূর্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় এবং ছোট বালকের নিকট লজ্জিত হতে হয়।[২১৯] এ প্রসংগে হাফিয ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (রহ.) (মৃ.৭৭৩-৮৫২হি.) হাদীছ বিশারদ 'আল্লামা বায়কান্দী (রহ.) (মৃ.২২৫/৮৩৯) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মুহাম্মদ ইব্ন

هَلْ تحفظها ؟ فقال : لَا يَخْفَى عَلَي شي مِنْهَا."

[২১৮] আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩২; ইব্ন কাছীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, খ.১১শ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; ইউসুফ কাত্তানী : রুবাইয়াতুল ইমামিল বুখারী, (বৈরূত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ.২৫। মূল 'আরবী :

" إنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ وَ هُوَ صَبِيٌّ سبعين الف حديث سردا. "

[২১৯] ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিস্ময়কর প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর এগার বছর বয়সে তৎকালীন খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ 'আল্লামা দাখেলী (রহ.)-এর হাদীছের দারস প্রদানকালে 'সনদের' ভুল সংশোধন করেদেন।

দ্র.- খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১; মুহাম্মদ আবু যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; মাওঃ মুহাম্মদ আবদুল-সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী, (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

"ثم خرجتُ من الكتاب فجعلتُ أختلفُ إلَى الدَّاخلي وَغيره فقالَ يَوْمًا فيما كانَ يقرأ للناس : سُفيانُ عَنْ ابي الزُّبيرِ عَنْ إبْراهيم, فقلتُ إنَّ أبَا الزُّبيرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ إبْرَاهِيْمَ فانتهرني، فقلتُ لَه إرْجِعْ إلَي الأصلِ إنْ كَانَ عِنْدكَ، فَدَخَلَ، فَنَظَرَ فِيْهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ كيفَ هُوَ يَا غُلَامُ؟ فقلتُ هُوَ الزبيرُ وَ هُوَ ابنُ عَدِيّ عَنْ إبْرَاهِيْمَ، فأخذَ القلمَ وأصلَحَ كتابَه وقالَ لِيْ صدقتَ – فقالَ لَه انسان ابن كَمْ حِيْنَ رددتَ عليه؟ فقال ابن كم احدي عشرةَ سنة."

ইসমা'ঈল যখন আমাদের হাদীছ দারসে আসতেন এবং অবস্থান করতেন, তখন আমার খুব দ্বিধা ও সংশয় হতো যে, না জানি কখন, কোন দুর্বল মুহূর্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়।"[২২০]

অপর এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমার সম্মানিত উস্তাদ 'আল্লামা বায়কান্দী (রহ.) (মৃ.২২৫/৮৩৯) আমাকে বলেন, "হে বৎস! আমার গ্রন্থটি ভালভাবে যাচাই-বাছাই কর, আর কোন প্রকারের ভুল দেখতে পেলে নিঃসংকোচে তা সংশোধন করে দাও।" এতে বিস্ময়বোধ করে বায়কান্দী (রহ.)-এর এক সাথী জিজ্ঞেস করলেন, মহাত্মন! এ নওজোয়ানটি কে? 'আল্লামা বায়কান্দী (রহ.) উত্তরে বলেন, "ইনি এমন এক মহান ব্যক্তি যার সমকক্ষ হাদীছের জগতে আর কেউ নেই।"[২২১]

হাদীছ বর্ণনাকারীগণের প্রতি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকেই নিজস্ব মানহাজ অনুযায়ী হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, তাকওয়া, পরহেযগারী, স্মৃতিশক্তি, বর্ণনা ক্ষমতা, চারিত্রিক মাধুর্য, ব্যবহারিক জীবন, শিক্ষা ও বাসস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। রাবীদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত না হয়ে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন নি। এ প্রসংগে সালীম ইব্ন মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল

[২২০] মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী, (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯, ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮। মূল 'আরবী :

"محمدُ بن سلام البيكنديّ يقولُ : كلما دخلَ عليَّ محمدُ بنُ إسماعيلَ تحيرتُ ولَاأزال خائفًا منه يَعْنِيْ تَخشي انْ يخطئ بحضرته."

[২২১] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮; মাওঃ মুহাম্মদ আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী, (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮। মূল 'আরবী :

" قالَ البخاريُّ: " قالَ لِي مُحمد بن سلام البيكندي انظرْ في كتابيْ فما وجدتَ فيهَا مِنْ خطإ فاضربْ عليْهِ فقالَ لَهُ بَعْضُ أصْحابِهِ مَنْ هذا الفتي فَقَالَ هذا الذِي لَيْسَ مِثْلُه."

(রহ.) বলেছেন, "আমি হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী[২২২] ও তাবে'ঈদের[২২৩]

---

[২২২] "সাহাবী ঐ ব্যক্তি, যিনি ঈমানসহকারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন।" সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভ করলেও ঈমান আনেনি তারা সাহাবী নয়। যেমন : আবূ জেহেল, আবূ লাহাব প্রমূখ। পক্ষান্তরে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্বের কারণে দেখতে পান নি, তাঁরাও সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন (যেমন : উম্মে মাকতুম (রা.)। যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়েছেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নতুন করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভ না হলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। (যেমন : আশ'আস ইবনুল কায়স (রা.) (মৃ.৪০/৬৬১), তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যান এবং আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। মুহাদ্দিছগণ তাঁকে সাহাবী হিসেবেই হাদীছ গ্রহণ করেছেন।)

দ্র.- ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্‌র, (প্রাগুক্ত, পৃ.৮১-৮২; ড. মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭; জামাল উদ্দিন আল-কাসেমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ, ৩য় সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, ৫ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫; ড. মুহাম্মদ 'উজ্জাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন : রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিকথা, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ২৯৬; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭। মূল 'আরবী :

"فَالصَّحَابِيُّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ هُوَ : "مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَ مَاتَ عَلَي الإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذَالِكَ رِدَّةٌ عَلَي الأَصَحِّ".

উল্লেখ্য যে, হা'কেম আবূ 'আবদিল্লাহ আন্‌-নাইসাপূরী (৩২০-৪০৫ হি.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীগণকে বারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। **(এক)** প্রথম পর্যায়ে মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ, যেমন : 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা, খাদিজা ও বিলাল (রা.) প্রমূখ। **(দুই)** দারুন নদওয়ায় যে সমস্ত সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন হযরত 'উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর। **(তিন)** হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীগণ। তাঁদের মধ্যে ১১জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিলেন। উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত 'উছমান, যুবায়ির, ইব্‌নুল 'আওয়াম, রুকাইয়্যাহ বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রমূখ। হাবশায় যাঁরা দ্বিতীয়বার হিজরত করে ছিলেন তাঁরাও এ স্তরের অর্ন্তভূক্ত। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৩৮ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব, আসমা বিনতে 'উমায়স, আবূ মূসা ও ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) প্রমূখ। **(চার)** প্রথম আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। যেমন : জা'বির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, 'উক্‌বাহ ইব্‌ন 'আ'মের, আস'আদ ইব্‌ন যুরারাহ, 'উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রা.) প্রমূখ। **(পাঁচ)** দ্বিতীয় 'আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ। তাঁরা ছিলেন ৭০ জন আনসার সাহাবী এবং দু'জন মহিলা সাহাবী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আল-বারা ইব্‌ন মা'রুর, কা'ব ইব্‌ন মালিক

(রহ.) প্রমূখ। **(ছয়)** মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীগণ। **(সাত)** বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। **(আট)** বদর ও হুদায়বিয়ার মধ্যবর্তী সময় উপস্থিত সাহাবীগণ। **(দশ)** হুদায়বিয়ার পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মধ্যবর্তী সময়ে মুহাজির সাহাবীগণ। যেমন : খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা.)। **(এগার)** মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দ। যেমন : আবূ সুফিয়ান, হাকিম ইব্‌ন হিযাম প্রমূখ।**(বার)** শিশু-কিশোর সাহাবীগণ, যাঁরা মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জে স্ব-চক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছেন। যেমন : হাসান ও হুসাইন ইব্‌ন 'আলী, আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) প্রমূখ। দ্র.- ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬; আস্‌-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১। মূল 'আরবী :

"الأول : السابقون بالإسلام ممن آمنَ بمكةَ، كالعشرة المبشرة بالجنةِ، و خديجةَ و بلال.

الثانية : أصحاب دار الندوة الذين أسلموا بعدَ إسلامِ عمرَ (ﷺ).

الثالثة :من هاجرَ إلي الحبشةِ في السنةِ الخامسةِ من البعثةِ، و كانوا إحدَ عشَر رجلاً و أربع نسوةً،....

الرابعة : أهل العقبة الأولي، و فيهم إثنا عشر من الأنصارِ، و منهم جابر بن عبد اللهِ، و عقبة بن عامرٍ، و عبادة بن الصامت.

الخامسة : أهل العقبة الثانية الذين أسلموا بعد عام العقبة الأولي، وكانوا سبعين من الأنصار و معهم امرأتان.

السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إلي المدينة و النبيﷺ في قُباء أن يدخل المدينة .

السابعة : أهل بدر .

الثامنة : من هاجر بين بدرٍ و الحديبيةً.

التاسعة : الذين بايعوا تحت الشجرة بحُدَيبية بيعة الرضوان.

العاشرة : المهاجرون قبل فتح مكة و بعد الحديبية، و منهم خالد ابنِ الوليد.

الحادية عشرة : الذين أسلموا في فتحِ مكةً. و هم يزيدون عن الألف، و منهم أبو سفيان بن حربٍ، و حكيمِ بنِ حزام.

الثانية عشرة : الصبيان الذين رأوا النبي ﷺ يوم الفتح و حجة الوداع، منهم الحسن و الحسين ابنا عليٍّ."

[২২৩] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পরেই দ্বিতীয় স্তরের রাবী হলেন তাবে'ঈগণ। আর "তাবে'ঈ হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।" দ্র.- ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী : নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্‌র, ('আরবী), প্রাগুক্ত, পৃ.

জন্ম-মৃত্যু এবং তাঁদের বাসস্থানের সার্বিক অবস্থা অবগত না হয়ে হাদীছ সংকলন করি নাই।

সাহাবী ও তাবে'ঈনদের থেকে বর্ণিত মাওকূফ[২২৪] হাদীছও (তাঁদের সার্বিক অবস্থা না জেনে) লিপিবদ্ধ করি নাই। মূলতঃ এই পদ্ধতিগুলো ছিল ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি। যা তিনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আলোকে সংরক্ষণ করেছেন।"[২২৫]

৮৪-৮৫; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬; ড. মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, প. ১৬২। মূল 'আরবী :

"هُوَ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًا مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَ قِيْلَ : هُوَ مَنْ صَحِبَ الصَّحَابِيَ."

[২২৪] মাওকূফ (الموقوف) : যে হাদীছের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে হাদীছ সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সন্নিবেশিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ হাদীছ বলা হয়। হাদীছের সনদ মুত্তাসিল হোক অথবা না হোক।

দ্র.- আস্-শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন আল-কা'সেমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; ড. মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০। মূল 'আরবী :

"الموقوفُ : هُوَ المرويُّ عن الصحابةِ قولاً لهم، او فعلاً أو تقريراً، متصلاً إسنادُه إليهم أو منقطعًا."

[২২৫] ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, নতুন সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৩-৬৭৪; আবুল 'আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কাসতালানী : ইরশাদুস্-সারী লি-শারহই সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, আল-ক্যান্নাওজী . আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ আস-সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩; 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন তাকী উদ্দীন আস্-সুবকী : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা, খ.১ম, ১ম সং, (মিসর : আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, ১৩১৪ হি.), পৃ. ৬; মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুস সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮। মূল 'আরবী :

"وقال سليمُ بن مُجاهد قال لي محمدُ بن إسماعيل : لا أجيء بحديثٍ عَنِ الصحابةِ والتابعين إلا عرفتُ مولدَهم أكثرَهم و وفاتَهم و مساكنَهم ولستُ أروي حديثًا مِنْ حَدِيْثِ الصحابةِ و التابعين

✡ আল-মু'আন'আন (الْمُعَنْعَنُ) হাদীছ

মুহাদ্দিছ ও হাদীছ গবেষকদের নিকট হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে মু'আন'আন (الْمُعَنْعَنُ) হাদীছের গুরুত্ব অপরিসীম। ইমাম বুখারী ও 'আলী ইব্‌নুল মাদানী (রহ.) (১৬১-২৩৪/৭৭৮-৮৪৯)সহ প্রমূখ মুহাদ্দিছগণের মতে "মু'আন'আন" হাদীছের ক্ষেত্রে হাদীছ বর্ণনাকারী (الرَّاوِيُ) এবং যার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (الْمَرْوِيُّ عَنْهُ) এ দু'জনের মধ্যে কমপক্ষে একবার হলেও সাক্ষাত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।[২২৬] 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ বিশারদ সহীহ্ হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে এমন শর্তারোপ করেন নি। এ দৃষ্টিকোন থেকে অধিকাংশ 'আলিম 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রণিত "সহীহুল বুখারী' কে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

✡ হাদীছ বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাসে ইমাম বুখারী (রহ.)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণ অনেক গবেষণা চালিয়ে হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণগত দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই এবং যথার্থ বিশ্লেষণ পূর্বক কঠোর নীতি অবলম্বন করে তাঁদের পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সহীহ্ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। যাঁরা

يعني مِنَ الموقوفاتِ إلا وله أحفظُ ذالكَ عَنْ كتابِ اللهِ و سنةِ رسولِه."

[২২৬] হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন : سَمِعْتُ، حَدَّثَنِيْ، أَخْبَرَنِيْ ইত্যাদি) উল্লেখ না করে (فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ) (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীছ রিওয়ায়াত করাকে আল-মু'আন'আন (الْمُعَنْعَنُ) বলা হয়। দ্র.- ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; জামাল উদ্দীন আল-কা'সেমী : কাওয়া'ইদুত তাহ্‌দীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

প্রথম সারিতে অবস্থান করেছেন, তাঁদের বর্ণিত হাদীছ বিশুদ্ধতায় সর্বশীর্ষে গণ্য। ইমাম যুহরী (রহ.)[২২৭]-এর ছাত্রদের এই স্তরগুলো যদিও সকলের গ্রহণযোগ্য; কিন্তু গুণাবলীর তারতম্যের কারণে তাঁদের মাঝে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণনাকারীদের পাঁচটি স্তর হলো :

প্রথম শ্রেণী : যাঁদের হাদীছ সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যাধিক এবং আপন

---

[২২৭] ইমাম যুহরী : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ বকর, পিতা : মুসলিম। দাদার নাম : শিহাব। তাই তাঁকে ইব্ন শিহাব বলা হয়ে থাকে। পূর্ণ নাম : আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিস ইব্ন যুহরা আল-কুরাশী আয্-যুহরী। তিনি ৫০/৬৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক সাহাবীর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক, সহল ইব্ন সা'দ, সা'ঈদ ইব্ন ইয়াযীদ, শু'আইব আবূ জামীলা, 'আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ, রবী'আত ইব্ন 'আতাদ, মাহ্মূদ ইব্ন রবী' ও আবূ তোফা'ঈল (রা.) প্রমূখ সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে অনেক তাবে'ঈ তাঁর নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মাত্র ৮০দিনে কুরআন হিফ্য করেন। তিনি নিজেই নিজের স্মরণশক্তি সম্পর্কে বলেন, " ما إستودعتُ حِفْظِي شَيْئًا فخانَنِي" কোন কিছু মুখস্থ করার পর আমি তা কখনও ভুলে যাই নি। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) (১৫০/৭৬৭-২০৪/৮১৯) বলেন, (لَوْ لاَ الزُّهْرِي لَذَهَبَ السُّنَنُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ) ইমাম যুহরী না হলে মদীনায় হাদীছসমূহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেতো। মূলতঃ তিনি 'ইলমুল হাদীছের একজন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও অবিসংবাদিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন। 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) (৬১-১০১ হি.)-এর নির্দেশে তিনি প্রথম হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দশ। এ প্রখ্যাত মনীষী ১২৪/৭৪৩ সনে সিরিয়ায় 'শাগবাদ' নামক গ্রামে ইন্তিকাল করেন।

দ্র.- ইব্ন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ.১ম, (বৈরূত : দারু-সাকাফা, ১৯৬৮), পৃ. ১০৮; মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫; 'আইনুল-বারী 'আলীয়াভী : হাদীছের সংরক্ষণ যুগে যুগে, ১ম সং, (কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১৯৯৪), পৃ. ৩৭-৩৯; ড. শামীম আরা চৌধুরী : হাদীছ বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১; আল-ইমামুল হা'কেম আবী 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল হাফেয আন্-নাইসাপূরী : কিতাবু মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীছ, ২য় সং, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৭/১৯৭৭), পৃ. মুকাদ্দমা (ي); ড. এ.এইচ এম. ইয়াহ্ইয়ার রহমান : মাওয়ালী এবং ইসলামী 'উলূমে তাঁদের অবদান, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১২/১৯৯২), পৃ.৫৩-৫৪।

শায়খের[২২৮] সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর ছিল। এ স্তরে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হন যে, তাঁরা হিফ্য (حِفْظٌ) ধীশক্তি সম্পন্ন, ইতকান (اِتْقَان) বা নিখুঁত, যাবৃত (ضَبْطٌ)[২২৯] ও

---

[২২৮] শায়খ (شَيْخٌ)-এর বহুবচনে 'শুয়ূখ' (شُيُوْخٌ) অর্থ : উস্তাদ, সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ ইত্যাদি। 'উলূমুল হাদীছ-এর পারিভাষায় : প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও 'ইলমে হাদীছ শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরিদের তুলনায় 'শায়খ' বলা হয়। দ্র.- মাওঃ আব নো'মান মুহাম্মদ নূরুর রহমান কা'সেমী, দরবেশপূরী, ফাজিলে দেওবন্দ : মুহাদ্দেছীনে দেওবন্দের বক্তব্যের আলোকে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম শরীফের বাংলা ব্যাখ্যা, (ঢাকা : ভূঁইয়া প্রকাশনী, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃ.৩; মাওঃ নূর মুহাম্মদ 'আজমী : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ৪র্থ সং, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯২ খ্রি.), পৃ.৪; 'আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী, অনুঃ মুহাম্মদ মূসা : এন্তেখাবে হাদীছ, ৭ম সং, (ঢাকা : আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং), পৃ.১৬।

[২২৯] 'যাবৃত (ضَبْطٌ) বহুবচনে 'যুবূত' (ضُبُوْطٌ) অর্থ : সংরক্ষণ করা, আটক রাখা, নিয়ন্ত্রণ রাখা, দখল রাখা ইত্যাদি। পরিভাষায় : যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন উহা হুবহু সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যবত' বলে। উহা দু'প্রকার যব্তুস সদর (ضَبْطُ الصَّدْرِ) ও 'যবতুল কিতাব' (ضَبْطُ الْكِتَابِ)। যবতুস্ সদর হলো : উস্তাদ হতে যা শুনেছে, তা হুবহু শব্দাবলীসহ স্মৃতিতে স্মরণ রাখা। আর যবতুল কিতাব হলো : যে পাণ্ডুলিপিতে উস্তাদের কথা (শব্দাবলী) লিপিবদ্ধ করা এবং তা বর্ণনা করা পর্যন্ত অবিকল স্মরণ রাখা।

দ্র.- ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, ৫ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; 'আল্লামা শিব্বীর আহ্মেদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, ২য় সং, (করাচী : ইদারাতুল-ওয়া 'উলূমুল-ইসলামিয়্যাহ, তা, বি), পৃ.১৫; ড. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন : ই.ফা.বা, ৪৩ বর্ষ, ১ম সং (ঢাকা : জুলাই-সেমেপ্টম্বর' ২০০৩), পৃ.২৯। মূল 'আরবী :

"اَلْمُرَادُ مِنَ الضَّبْطِ : " قُوَّةُ الْحَافِظَةِ، اَلْوَعْيُ الدَّقِيْقِ، وَ حُسْنُ الإِدْرَاكِ فِيْ تَصْرِيْفِ الأُمُوْرِ، وَ الثَّبَاتُ عَلَي الْحِفْظِ، وَ صِيَانَةُ مَا كَتَبَ مُنْذُ التَّحَمُّلِ وَ السَّمَاعِ إِلَي حِيْنَ التَّبْلِيْغِ وَ الأَدَاءِ،

كَانَ الضَّبْطُ عَلَي نَوْعَيْنِ :

(أ) ضَبْطُ الصَّدْرِ : أن يَحْفَظَ الرَّاوِيْ مَا سَمِعَهُ حِفْظًا يُمَكِّنُهُ مِنْ إِسْتِحْضَارِهِ مَتَي شَاءَ،

(ب) وَأَمَّا ضَبْطُ الْكِتَابِ : فَهُوَ أن يَصُوْنَ كِتَابَه الَّذِي كَتَبَ، مُنْذُ سَمِعَ فِيْهِ وَصَحَّحَهُ إِلَي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ، وَلاَ يَدْفَعُهُ إِلَي مَنْ لاَ يَصُوْنَه وَيُمْكِن أن يُغَيِّرَ فِيْهِ أَوْ يُبَدِّل."

আদালাতের (عَدَالَةٌ)[২৩০]-এর গুণে গুণান্বিত এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী শায়খ-এর সাহচর্য লাভে সৌভাগ্য হয়েছে। আর মূল রাবী[২৩১] থেকে হাদীছ

---

[২৩০] 'আদালাত (عَدَالَةٌ) অর্থ : ন্যায়পরায়নাতা, যথার্থতা, সত্যতা ইত্যাদি। পরিভাষায় : 'আদালাত সেই সুদৃঢ় শক্তির নাম, যার মাধ্যমে মানুষ দ্বীন ইসলামের উপর পূর্ণাঙ্গ অটল ও অবিচল থেকে তাকওয়া, আখলাক ও মুরুওয়াত আবলম্বন করতে এবং অন্যায় ও মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। দ্র.- ড. সুবহী সালিহ ঃ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১। মূল 'আরবী :

"وَيَعْنُونَ بِعَدَالَةِ الرَّاوِي اِسْتِقَامَتَهُ التَّامَّةَ فِي شُؤُوْنِ الدِّيْنِ، وَ سَلَامَتَهُ مِنَ الْفِسْقِ كُلِّهِ، وَ سَلَامَتَهُ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ."

উল্লেখ্য যে, 'তাকওয়া' দ্বারা এখানে শিরক, বিদ'আত ও ফিস্‌ক প্রভৃতি কবীরা গুনাহ, পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং পুনঃ পুনঃ সগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকাবে বুঝানো হয়েছে। আর 'মুরুওয়াত' বলতে এমন অশোভন ও অভদ্রোচিত কাজ (যদিও তা মুবাহ বা বৈধ) যেমন, হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তার পাশে প্রস্রাব করা, উচ্চস্বরে ডাকা-ডাকি করা, হাঁটতে হাঁটতে কিছু খাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। এরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ সহীহ্ নয়। দ্র.- ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১; 'আল্লামা শিব্বীর আহমদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, প্রাগুক্ত., পৃ.১৪-১৫; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন : রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬। মূল 'আরবী :

"تَعْتَبِرُ التَّقْوَى : بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ : كَالشِّرْكِ بِاللهِ، وَ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ، وَ شَهَادَةِ الزُّوْرِ، وَ بِعَدَمِ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَ هِيَ صِغَارُ الذُّنُوْبِ وَ الْمُخَالَفَاتِ ..."

[২৩১] রাবী (رَاوِي) শব্দটি এক বচন। বহুবচনে 'রুওয়াত' (رُوَاةٌ)। অর্থ : বর্ণনাকাবী, বিবরণদাতা বিবৃতিদাতা ইত্যাদি। পরিভাষায় : যিনি (সনদ সহকারে) হাদীছ বর্ণনা করেন তাঁকে রাবী বলা হয়। তিনি পুরুষ অথবা নারী যেই হন না কেন। আমরা মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীছ পাইনি। তাই 'ইলমুল হাদীছে রাবী-এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপনের লক্ষ্যে মুহাদ্দিছগণ রাবীদের জন্য ৮টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কেউ যদি হাদীছ রিওয়াত করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীছ বর্ণনা না করেন অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ ছাড়া অন্য কারও থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাকে ('ইলমে হাদীছের পরিভাষায়) রাবী বলা যাবে না। পদ্ধতিগুলো হলো : (এক) আস্-সিমা' (السَّمَاعُ) : শিক্ষক হাদীছ পড়বেন অথবা মুখস্থ বলবেন আর শিষ্য তা

শুনবেন, একেই আস্-সিমা' বলা হয়। এ পদ্ধতিকে আবার السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ বলা হয়ে থাকে। (দুই) আল-কিরা'আহ (الْقِرَاءَةُ) : ছাত্র উস্তাদের রিওয়াতকৃত হাদীছ উস্তাদকে শুনাবেন। (তিন) আল-ইজাযাহ (الْإِجَازَةُ) : উস্তাদ ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা রচিত কোন রিওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাহ' বলা হয়। (চার) আল্-মুনাওয়ালা (الْمُنَاوَلَةُ) : উস্তাদ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীছের গ্রন্থ কাউকে এই বলে প্রদান করবেন যে, এ গুলো আমার রিওয়ায়াতকৃত হাদীছ। উত্তম মুনাওয়ালা তাকে বলা হয়, যার সাথে (হাদীছ রিওয়ায়াত কারার) অনুমতিও থাকে। (পাঁচ) আল-কিতাবাহ (الْكِتَابَةُ) : কোন উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে শায়খ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীছ লিখে কিংবা লিখায়ে দান করবেন। শায়খ যদি হাদীছ বর্ণনা করার লিখিত অনুমতি প্রদান করেন তাকে "ইজাযাহ বিল-মুকাতাবাহ" বা লিখিত অনুমতি বলে। এ ধরনের অনুমতি অধিকাংশ মুতা-আখ্খিরীন মুহাদ্দিছ রচনাবলীতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে মুতাকাদ্দিমীন মুহাদ্দিছদের মতে একে 'আল-কিতাবাহ' গণ্য করা যায় না। তাঁদের মতে আল-কিতাবাহ হলো শায়খ অনুমতি সহকারে হাদীছ রিওয়ায়াত করতে আগ্রহী ব্যক্তির নিকট হাদীছ লিখে পাঠাবেন। (ছয়) আল-'ইলাম (الْإِعْلَامُ) : শায়খ কাউকে এ কথা বলে দিবেন যে, এটা আমার রিওয়ায়াত, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এতে হাদীছ রিওয়ায়াত করার অনুমতি উল্লেখ করা হয় না। উসূলবীদগণ এ পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীছ রিওয়ায়াত করাকে অবৈধ মনে করলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিছদের মতে এরূপ পদ্ধতিতেও হাদীছ রিওয়ায়াত করা বৈধ। কারণ এতে সুস্পষ্টভাবে অনুমতি উল্লেখ করা না হলেও এর দ্বারা হাদীছ রিওয়ায়াত করার সম্মতি প্রদান বুঝায়। (সাত) আল-ওয়াসিয়্যাত (الْوَصِيَّةُ) : কোন মুহাদ্দিছ-এর মৃত্যুকালে বা সফরে যাওয়ার সময় এরূপ ওয়াসিয়্যাত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রিওয়ায়াকৃত হাদীছসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো। হাদীছ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ওয়াসিয়্যাত একটি দুর্বল পদ্ধতি। (আট) আল-ওজাদাহ্ (الْوِجَادَةُ) : কোন হাদীছ অন্বেষণকারীর নিকট যদি এমন কোন হাদীছের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হয়, যার সংকলন বা রচয়িতা চিনা-জানা বা পরিচিত মুহাদ্দিছ হন, তখন হাদীছের উক্ত পাণ্ডুলিপিকে 'ওজাদাহ্' বলা হয়। উক্ত মুহাদ্দিছ হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত "أَخْبَرَنِيْ فُلَانٌ" (অমুক আমাকের খবর দিয়েছে)-বলে হাদীছ রিওয়ায়াত করা জায়িয নেই। তবে - "وَجَدْتُ خَطَّ فُلَانٍ" (অমুকের পত্রের মারফত আমি পেয়েছি)-বলে রিওয়ায়াত করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে এটি হাদীছ বর্ণনা করার সর্বনিম্ন পদ্ধতি।

দ্র.- ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৪-৩৫৩; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : উসূলুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১-১৬০; আস্-শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন আল-কা'সেমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১১-

রাবীদের স্তর বিন্যাস

বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণের স্তর[২৩২] পরিচিতি এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীছের স্ত

২১২; আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন, : আল-হিত্তাহ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৭-২৪১; 'আল্লামা শিব্বীর আহ্মদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, মুক্বাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৮; ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭-১৬৪।

[২৩২] হাদীছের রাবীগণের স্তর বলতে সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদেরকে বুঝায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (রহ.) (৭৭৩/১৩৬৯-৮২৫/১৪৪৮) রাবীগণকে সিহাহ্ সিত্তার গ্রন্থাকারগণ পর্যন্ত মোট ১২টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। স্তরগুলো হলো : (এক) সাহাবায়ে কেরাম। (দুই) প্রবীণ ও প্রখ্যাত তাবি'ঈগণ। (যেমন : সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) (মৃ.৯৪/৭১৩)। (তিন) মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণ। যেমন : হাসান বসরী (মৃ.১১০-৭২৮), মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (রহ.) (মৃ.১১০/৭২৮) প্রমুখ। (চার) ঐ সকল তাবি'ঈ যাঁরা অধিকাংশ প্রবীণ তাবে'ঈদের নিকট হতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। যেমন : কাতাদাহ্ (মৃ.১১৭ হি.), ইমাম যুহরী (৫০/৬৭০-১২৪/৭৪৩) যিনি সাহাবা ও বড় বড় তাবি'ঈ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ও তাঁর অন্যান্য মুহাদ্দিছীনদের উস্তাদেরও উস্তাদ ছিলেন। (পাঁচ) সে সব তাবি'ঈ যাঁরা দু'একজন সাহাবীকে দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। যেমন : ইমাম আবূ হানিফা (৮০/৭০০-১৫০/৭৬৭), আ'মাশ (রহ.) (মৃ. ১৪৮/৭৬৫) প্রমূখ। (ছয়) তাবে'ঈদের সমসাময়িক তাবি' তাবি'ঈগণ (যারা সাহাবীগণের সাক্ষাৎ পান নি), যেমন : ইব্ন জুরায়্যীজ (রহ.) (মৃ.১৬৭/৭৭৭)। (সাত) প্রবীণ তাবি'-তাবি'ঈগণ। যেমন : ইমাম মা'লিক (৯৩/৭১১-১৭৯/৭৯৭), ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) (৯৭/৭১৫-১৬১/৭৭৮) প্রমূখ। (আট) মধ্যম পর্যায়ের তাবি'-তাবি'ঈগণ। যেমন : ইব্ন 'উয়াইনাহ (১০৭/৭২৪-১৯৮/৮১৫), ইব্ন 'উলাইয়্যাহ (রহ.) (মৃ.১৯৩/৮১০) প্রমূখ। (নয়) কনিষ্ঠ্য তাবি'-তাবি'ঈগণ। যেমন : ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি.), আবূ দাউদ আত্-তায়ালুসী (রহ.), (মৃ.২০৪/৮১১) প্রমূখ। (দশ) তাবি'-তাবি'ঈগণের মধ্যে প্রবীণ ও শীর্ষ পর্যায়ের। যেমন : ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (১৬৪-২৪১ হি.)। (এগার) তাবি'-তাবি'ঈগণের মধ্যে যাঁরা মধ্যম পর্যয়ের। যেমন : ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৬৯)। (বার) তাবি'-তাবি'ঈগণের মধ্যে শেষ পর্যায়ের মুহাদ্দিছগণ। যেমন : ইমাম তিরমিযী (২০৯/৮২৪-২৭৯/৮৯৩), ইমাম নাসা'ঈ (রহ.) (২১৫/৮৩০-৩০২/৯১৪) প্রমূখ।
উল্লেখ্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের সময়কাল হিজরী প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত, তৃতীয় স্তর হতে অষ্টম স্তরের রাবীদের সময়কাল হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত এবং নবম স্তর হতে দ্বাদশ স্তরের রাবীদের সময়কাল হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত। দ্র.- ইবনে হাজার 'আসকালানী : তাকরীবুত তাহ্যীব, খ.১ম, (বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ.৪-৫; ড. সুবহী সা'লিহ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত,

রভেদ সম্বন্ধে অবগত থাকতে হবে।
এ স্তরে উল্লেখযোগ্য বর্ণনাকারী হলেন, মা'লেক ইব্ন আনাস (৯৩-১৭৯ হি.) 'উকায়িল ইব্ন খা'লিদ, সুফিয়ান ইব্ন 'উয়াইনাহ (১০৭/৭২৪-১৯৮/৮১৫), ইউনুস ইব্ন বুকাইর ১৯৯/৮১৬ শু'আইব ইব্ন আবী হামযা (রহ.) প্রমূখ।

দ্বিতীয় শ্রেণী : যাঁদের হাদীছ সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যাধিক বটে, কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর নয়। এ স্তরে যাঁরা পড়েন, তাঁদের হাদীছ রিওয়ায়াতের[২৩৩] ক্ষেত্রে হিফ্য, ইতকান, যব্ত ও 'আদালাতের ব্যাপারে

পৃ.৩৫০-৩৫১; আল-ইমামুল হা'কেম আবী 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হাফেয আন্-নাইসাপূরী : কিতাবু মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৩; ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : লামহাতু ফী উসূলিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬। মূল 'আরবী :

"وقد حاول ابن حَجَر العسقلاني أن يحصر طبقات الرواية منذ عصر الصحابة إلي آخر عصر الرواية فوصف التي عشرة طبقة ليس فيها إلي من كانت له رواية في الكتب الستة

الأول : الصحابة علي اختلاف مراتبهم.

الثانية : طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب

الثالثة : الطبقة الوسطي من التابعين كالحسن و ابن سيرين.

الرابعة : طبقة أخري تلي الوسطي أكثر مروياتهم من التابعين كالزهري و قتادة.

الخامسة : الطبقة لصغري من التابعين الذين لم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش

السادسة : طبقة حضروا مع الخامسة ولم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جُرَيْج

السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك بن أنس وسفيان الثوري.

الثامنة : الوسطي من أتباع التابعين كابن عُيَيْنة وابن عُلَيّة

التاسعة : الطبقة الصغري من أتباع التابعين كأبي داوود الطيالسي و الشافعي.

العاشرة : كبار الآخذين من أتباع الأتباع ممن لم يَلْقَ التابعين كأحمد بن حنبل.

الحادية عشرة : الطبقة الوسطي منهم كالذهلي والبخاري.

الثانية عشرة : صغار الآخذين من أتباع التابعين كالترمذي."

[২৩৩] রিওয়াত (رِوَايَة) এর বহুবচর (رِوَايَاتٌ), অর্থ কাহিনী (Story), ধারাবাহিক বিবরণ। পরিভাষায় : "হাদীছ রিওয়ায়াতের শব্দসমূহ দ্বারা হাদীছ ও সনদ বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত বলা হয়"। উল্লেখ্য যে, হাদীছ রিওয়ায়াতের শব্দসমূহ ৮টি স্তরে মুহাদ্দিছীনে কিরাম বিভক্ত করেছেন। স্তরগুলো হলো :
(এক) " سَمِعْتُ" (আমি শুনেছি) ও "حَدَّثَنِي " (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা

করেছেন)। আর এই শব্দদ্বয় তখন বলবে যখন স্বয়ং শায়খ থেকে রিওয়ায়াতটি শুনবে। এই শব্দ দু'টির মধ্যে "حدثني" অপেক্ষা" سمعت" শব্দটি অধিক স্পষ্ট। "حدثني" বললে বর্ণনাকারী একজনকে বুঝাবে। আর حدثنا (বহুবচন দিয়ে) বললে বুঝাবে বর্ণনাকারীর সাথে অন্যান্যরাও শাইখ থেকে হাদীছ শুনেছেন। আবার কখনও রূপক হিসেবে বর্ণনাকারীর সম্মান প্রকাশার্থেও "حدثنا" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কখনও অনুমতির স্থলে حدثنا বলা হয়। তবে এতে তাদলীস বা অস্পষ্টতা থাকে।

(দুই) " قرأت " (আমি তাঁর সামনে পাঠ করেছি) ও " أخبرني " (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। যখন শাইখ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত কোন হাদীছ শিষ্যকে শুনান এই ক্ষেত্রে " أخبرنا " বহুবচন বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের একটি জামা'আতকে উক্ত দ হাদীছ শুনিয়েছেন। ফলে অন্যান্যদের সাথে আমিও তাঁর নিকট থেকে হাদীছটি শুনেছি।

(তিন) قرأ عليه و أنا أسمع অর্থাৎ তাঁর সামনে পাঠ করা হয়েছে তখন আমি শুনছিলাম।

(চার) أنبأني অর্থাৎ আমাকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন।

(পাঁচ) ناولني : অর্থাৎ শাইখ নিজের মূল পাণ্ডুলিপি আমাকে প্রদান করেছেন।

(ছয়) شافهني بالإجازة অর্থাৎ শাইখ সরাসরি ও সামনা-সামনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেছেন।

(সাত) كتب إلي بالإجازة অর্থাৎ শাইখ আমাকে লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন।

(আট) عن و غيرة অর্থাৎ অমুক হতে ইত্যাদি। তবে এই শব্দ দ্বারা শুনা বা নাশুনা এবং অনুমতি দেয়া সব কিছুরই সম্ভাবনা থাকে। যেমন : قال বলেছেন, ذكر উল্লেখ করেছে এবং روى রিওয়ায়াত করেছেন ইত্যাদি। কোন রাবী তাঁর সমসাময়িক পর্যায়ের শাইখ হতে "عن" শব্দযোগে হাদীছ রিওয়ায়াত করলে তা সিমা' (سماع) শ্রবণ পর্যায়ে গণ্য হবে। তবে শর্ত হলো রাবী মুদাল্লিস হতে পারবে না। আর সমসাময়িক না হলে তাঁর রিওয়ায়াত মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবে। আবার কারও কারও মতে "عن" শব্দযোগে সমসাময়িক রাবীর রিওয়ায়াত সিমা' (শ্রবণ) পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে সারা জীবনে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে হবে। এটা 'আলী ইবনুল মাদীনী (র) ও ইমাম বুখারী (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, যদি রাবী তাঁর শাইখের সমসাময়িক হন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদিও সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাও পাওয়া যায়, আর তাঁদের একজনও যদি মুদাল্লিস না হন, তখন সেই রাবীর "عن" শব্দযোগে রিওয়ায়াত সিমা (سماع) অর্থাৎ শ্রবণের পর্যায়ে গণ্য হবে।

দ্র.- আহ্মদ ইব্ন 'আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী : আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ, (আল-হিন্দ : ১৩৫৭ হি.), পৃ.২৮৪-২৯২; ইবনুস সালাহ,'উছমান ইব্ন 'আবদির রহমান : কিতাবু 'উলূমুল হাদীছ, (মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ) (মিসর, সা'আদাহ প্রেস : ১৩২৬/১৯০৮), পৃ.৫২; ই.ফা.বা পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫।

প্রথম সারির রাবীগণের অংশীদার। তবে কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথম স্তরের লোকদের ন্যায় ছিলেন না। এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হলেন :- লাইস ইব্ন সা'আদ (মৃ.১৭৫ হি.) 'আবদুর রহমান ইব্ন আওয়া'ঈ (৯৩/৮০৮-১৫৭/৮৭২), আন্-নু'মান ইব্ন রাশেদ ইব্ন আবী যা'আব (রহ.) প্রমূখ।

তৃতীয় শ্রেণী : যাঁদের হাদীছ সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যাধিক নয়। কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। এ স্তরের লোকেরা শায়খের সাহচর্য ঠিক সেভাবেই লাভ করেছেন, যেভাবে প্রথম সারির বর্ণনাকারীগণ লাভ করে ছিলেন। কিন্তু জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল-এর বিচারে তাঁরা ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁদের বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখান ও গ্রহণযোগ্যতার মাঝা-মাঝি পর্যায়ের অর্ন্তভূক্ত। যেমন : মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মাসনা ইব্ন সাব্বাহ, জা'ফর ইব্ন বুরকান, সুফিয়ান ইব্ন হুসায়ন (রহ.) প্রমূখ।

চতুর্থ শ্রেণী : যাঁদের হাদীছ সংরক্ষণ ক্ষমতাও অত্যাধিক নয় এবং শায়খের সাথে সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতর নয়। এ স্তরের তাঁরা পড়েন, "যারা জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল-এর ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের রাবীগণের মতন এবং শায়খের সাথে অল্প সময় কাটিয়েছেন। যেমন, যাম'আহ্ ইব্ন সা'লেহ (রহ.)।

পঞ্চম শ্রেণী : যাঁদের মধ্যে এ উভয় প্রকার (হাদীছ সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যাধিক নয় এবং শায়খের সাথে সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতর নয়) গুণেরই স্বল্পতা রয়েছে, অধিকন্তু অন্যান্য ত্রুটিও বিদ্যমান। মূলতঃ এ স্তরে হলেন দুর্বল ও অপরিচিত রাবীগণ। অন্য হাদীছের সমর্থন কিংবা প্রমাণ উপস্থাপন ব্যতীত এ সব রাবীদের হাদীছ গ্রহণ করা সংগত নয়। যেমন : যাহার ইব্ন কাছীর, হাকাম ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রহ.) 'আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ আল-মাসলূব (রহ.) প্রমূখ।[২৩৪]

[২৩৪] 'আল্লামা শিব্বীর আহ্মদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, মুকাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪; মাওঃ মুফতী রশীদ আহমেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৭; মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী : ফায়যুল বারী, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, পৃ.৩৪-৩৫; ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্মেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৭; মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : সীরাতুল বুখারী,

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর রাবীদের মধ্যে থেকে প্রথম শ্রেণীর রাবীগণের রিওয়ায়াত অনুযায়ী হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীছ বিশুদ্ধতার শীর্ষে। এ প্রসংগে শুরুতুল আয়িম্মাতিস্ সিত্তাহ (১৩৭৫হি.)-এর গ্রন্থাকার বলেন, "নিশ্চয়ই সহীহ্ হাদীছ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐ সকল মুহাদ্দিছই অর্ন্তভূক্ত, যাঁরা প্রথমতঃ রাবীদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হন যে, তিনি তাঁর শায়খগণ থেকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আ'দিল বা ন্যায়নিষ্ঠ। ইহা সহীহ্ হওয়ার প্রথম স্তর। আর সহীহ্ হাদীছ গ্রহণই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একমাত্র উদ্দেশ্য।"[২৩৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অনেক যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অল্প কয়েকজন নির্বাচিত রাবী থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তাঁরা শায়খের সাথে ঘনিষ্ঠতর নয়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীগণ, যথা-লাইস ইব্‌ন সা'আদ, আওয়া'ঈ (রহ.) প্রমূখ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন সত্য; কিন্তু তাঁদের উপর সুদৃঢ় আস্থাশীল নন। যাঁদের এমন হাদীছ গ্রহণ করেছেন সে সব হাদীছ অন্যান্য রাবীগণও সুদৃঢ় সমর্থন ও বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.) তৃতীয় শ্রেণী থেকে

(উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০। মূল 'আরবী :

"وأما شرطه (البخاري) فقال الحازمي : إنه لم يثبت شرطٌ عن أمام علي لسانه و إنما استفيدَ من متبعهم في مصنفاتهم وسبر كتبهم فما الرواة علي خمسة أنحاء:

الطبقة الاولي :كثير الضبط و العدالة والإتقان وكثير الملازمة لشيوخهم، فهو غاية في الصحة

الطبقة الثانية : شاركت الاولي في الضبط و العدالة والإتقان وقليل الملازمة لشيوخهم.

الطبقةالثالثة :جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الولي غير أنهم لم يسلموا من غوائلِ الجرح فهم بين الرد والقبول.

الطبقة الرابعة : قليل الضبط و العدالة والإتقان و قليل الملازمة لشيوخهم.

الطبقة الخامسة : قليل الضبط و العدالة والإتقان و قليل الملازمة لشيوخهم مع غوائلِ الجرح سوي ذلك."

[২৩৫] আল-হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-হাযিমী : শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৭৫ হি.), পৃ.৪০-৪১। মূল 'আরবী :

" أنّ مَذهبَ مَن يُخرجُ الصَّحِيْحَ : أن يَعْتَبِرَ حَالَ الرَّاوِي العَدْل في مَشَائِخِه فَمَنْ كَانَ فِيْ الطَّبَقةِ الأوْلي : فَهُوَ الغَايَةُ فِيْ الصِحَّةِ، وَ هُوَ غَايَةُ مَقْصَدُ الْبُخَارِي."

হাদীছ গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছ ইব্‌ন হাজার 'আস্কালানী (রহ.) (৭৭৩/১৩৭১-৮৫২/১৪৪৮) বলেন,[২৩৬] ইমাম বুখারী (রহ.) দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণের অধিকাংশ রিওয়ায়াতেই তা'লীকরূপে[২৩৭] গ্রহণ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আরও বলেন, "এটাই হচ্ছে সেই উদাহরণ যা আমরা উল্লেখ করেছি। মুকাছ্ছিরীণ[২৩৮] (مُكْثِرِيْن) তথা অধিক হাদীছ বর্ণনাকারীগণের ক্ষেত্রে এটা

---

[২৩৬] ইব্‌ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০। মূল 'আরবী :

"أكْثَرُ مَا يُخْرِجُ الْبُخَارِيْ حَدِيْثَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ تَعْلِيْقًا."

[২৩৭] তা'লীক (تَعْلِيْق) ঐ হাদীছকে বলা হয় যা সকল রাবীগণের নাম বাদ দিয়ে "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন" (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا)-এরূপ বলে হাদীছ বর্ণনা করা। অথবা শুধু সাহাবী কিংবা সাহাবী ও তাবি'ঈর নাম রেখে সনদের অন্যান্য রাবীগণের নাম বিলুপ্ত করে হাদীছ রিওয়ায়াত করা। এরূপ করাকে তা'লিক (تَعْلِيْق) বলে।

দ্র.- ড. মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান : তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮-৬৯; ড. সুবহী সা'লিহঃ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬; জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান, আস্-সুয়ূতী : তাদ্‌রীবুর রাবী, খ.১ম, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ.২১৯; আস্-শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন আল-কা'সেমী : কাওয়া'ইদুত্ তাহদীছ মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) সনদের প্রথম হতে কোন রাবীর নাম বাদ দিয়ে অথবা কখনো সম্পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে হাদীছ সংকলন করেছেন। এগুলোকে একত্রে "তা'লীকাতে বুখারী" (تَعْلِيْقَاتِ بُخَارِيْ) বলা হয় মুহাদ্দিছগণের অনুসন্ধানের পর সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন, হাদীছগুলো সহীহ্ হাদীছের সমান স্তরের। আর মা'রূফের (مَعْرُوْف) সীগাহ্ দ্বারা হলে অকাট্যভাবে উক্ত হাদীছটি সহীহ্। মুহাদ্দিছগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে, সহীহ্ বুখারী সমস্ত মু'আল্লাক হাদীছই সনদ ও মুত্তাসিল।

দ্র.- সহীহ্ হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে সহীহহাইন (صَحِيْحَيْن) বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে যদি দৃঢ়তার সাথের (যেমন - তিনি বলেছেন (قَالَ), তিনি করেছেন (فَعَلَ) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে) হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর দুর্বল শব্দ (যেমন - বলা হয়েছে (قِيْلَ), বর্ণিত হয়েছে (رُوِيَ) ইত্যাদি প্রয়োগে) হাদীছ বর্ণনা করা হলে সে ক্ষেত্রে হাদীছটি সহীহ্, হাসান অথবা য'ঈফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মাওযূ নয়। দ্র.- ইব্‌ন হাজার : নুয'হাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্‌র, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯।

[২৩৮] মুকাছ্ছিরীণ (مُكْثِرِيْن) : যাঁদের থেকে এক হাজারের অধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তাঁদেরকে 'মুকাছ্ছিরীণ' বলা হয় (مُكْثِرِيْن: هُمُ الَّذِيْنَ رَوَوْا أكْثَرُ مِنْ ألْفِ حَدِيْث)। এ জাতীয় রাবীর সংখ্যা সাত জন। তাঁরা হলেন :

প্রযোজ্য। এর উপর না'ফে', আ'মাশ, কাতাদাহ্ (রহ.) প্রমূখ শিষ্যগণের অবস্থা অনুমান করা যায়। প্রক্ষান্তরে গায়রে মুকাছ্ছিরীণ[২৩৯] (غَيْرُ مُكْثِرِيْنَ)

নং	নাম	মৃত্যু তারিখ	বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা	বুখারী-মুসলিম সম্মিলিত	বুখারী	মুসলিম
১	হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)	৫৮/৬৭৭	৫৩৭৪	৩২৫	৯৩	১৮৯
২	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)	৬৮/৬৮৭	২৬৬০	১৭৩	১২০	৪৯
৩	হযরত 'আয়েশা (রা.)	৫৭/৬৭৬	২২১০	১৭৪	৫৪ তাকঃ ৮১৯	৫৮ তাকঃ ৬০৮
৪	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.)	৭৩/৬৯২	১৬৩০	১৭৩	৮১	৩১
৫	হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা.)	৭৪/৬৯৩	১৫৪০	৬০	২৬	২৬
৬	হযরত আনাস ইব্ন . মালেক (রা.)	৯১/৭০৯	১২৮৬	১৬৮	৮৩	৯১
৭	হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.)	৭৪/৬৯৩	১১৭০	৪৬	১৬	৫২

দ্র.- মুফ্তী 'আমীমুল ইহ্সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১২-১৫।

[২৩৯] **গায়রে মুকাস্সিরীণ** (غَيْرُ مُكْثِرِيْنَ) : বর্ণনাকৃত হাদীছের সংখ্যার বিচারে সাহাবীগণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: মুতাওস্সিতীন, মুকিল্লীন ও আকাল্লীন।

* **মুতাওস্সিতীন** (الْمُتَوَسِّطِيْنَ) বলতে যে সকল সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীছের সংখ্যা এক হাজারের কম এবং পাঁচ শতের অধিক, মুহাদ্দিছগণ তাঁদেরকে মুতাওস্সিতীন নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ শ্রেণীর রাবীর সংখ্যা চার জন। যথা:

ক্রমিক নং	নাম	মৃত্যু তারিখ	বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা	বুখারী-মুসলিম সম্মিলিত	বুখারী	মুসলিম
১	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.)	৩২ হি.	৮৪৮	৬৪	২১	৩৫
২	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)	৬৩ হি.	৭০০			
৩	হযরত ''আলী (রা) (৪র্থ খলীফা)	৪০ হি.	৫৮৬	২০	৯	১৫
৪	হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) (২য় খলীফা)	৩২ হি.	৫৩৯			

* আকাল্লীন (الْأَقَلِّيْنَ) : উপরে আলোচিত সাহাবীগণ ব্যতীত আরও অনেক সাহাবী রয়েছেন যাদের বর্ণনাকৃত হাদীছের সংখ্যা চল্লিশের কম, তাঁরাই আকাল্লীন নামে খ্যাত। এঁদের সংখ্যা চল্লিশ জন। উল্লেখ্য যে, "এসাবা, উসদুল গা'-বাহ, ইস্তি'আব প্রভৃতি রিজাল শাস্ত্রে এই বর্ণনাকারী সাহাবীগণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। দ্র.- মুফ্তী 'আমীমুল ইহ্সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, ১ সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০; মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল মুহাদ্দিছীন, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৫।

* **মুকিল্লীন** (الْمُقِلِّيْنَ) বলতে যে সকল সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীছের সংখ্যা পাঁচ শতকের কম এবং চল্লিশ এর অধিক, মুহাদ্দিছগণ তাঁদেরকে মুকিল্লীন নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ শ্রেণীর রাবীর সংখ্যা ৬০ (ষাট) জন। তাঁরা হলেন :

ক্রমিক নং	নাম	মৃত্যু তারিখ	বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা
১	হযরত উম্মে সালমা (রা.) (উম্মুল মো'মোনীন)	৫৯ হি.	৩৭৮
২	হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)	৫৪ হি.	৩৬০
৩	হযরত বার্'আ ইব্ন আ'যিব (রা.)	৭২ হি.	৩০৫
৪	হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)	৩২ হি.	২৮১
৫	হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)	৫৫ হি.	২১৫
৬	হযরত সাহল আনসারী (রা.)	৯১ হি.	১৮৮
৭	হযরত 'উবাদাহ ইব্ন সা'মিত (রা.)	৩৪ হি.	১৮১
৮	হযরত আবূদ্-দারদাহ (রা.)	৩১ হি.	১৭৯
৯	হযরত হারিস 'উরফে আবূ কাতাদাহ আনসারী (রা.)	৫৪ হি.	১৭০
১০	হযরত 'উবাই ইব্ন কাব (রা.)	১৯ হি.	১৬৪
১১	হযরত বুরাইদা ইব্ন হাসীব (রা.)	৬৩ হি.	১৬৪
১২	হযরত মা'য ইব্ন জাবাল (রা.)	১৮ হি.	১৭৫
১৩	হযরত আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)	৫২ হি.	১৫০
১৪	হযরত 'উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা.)	৩৫ হি.	১৪৬
১৫	হযরত জা'বির ইবন সামূরা (রা.)	৭৪ হি.	১৪৬
১৬	হযরত আবূ বকর (রা.) (প্রথম খলীফা)	১৩ হি.	১৪২
১৭	হযরত মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ (রা.)	৫০ হি.	১৩৬/১৩৩
১৮	হযরত আবূ বাকরাহ (রা.)	৪৯/৫২ হি.	১৩০/১৩৩
১৯	হযরত 'ইমরান ইব্ন হাসীন (রা)	৫২ হি.	১৩০
২০	হযরত মু'আবিয়া (রা.)	৬০ হি.	১৩০
২১	হযরত 'উসামা উবন যায়েদ (রা.)	৫৪ হি.	১২৮
২২	হযরত ছাওবান (রা.)	৫৪ হি.	১২৭
২৩	হযরত নো'মান ইবন বশীর (রা.)	৬৫ হি.	১২৪/১১৪
২৪	হযরত সামূরা ইব্ন জুন্দুব (রা.)	৫৮ হি.	১২৩
২৫	হযরত আবূ সা'ঈদ আনসারী (রা.)	৪০ হি.	১০২

তথা যাঁদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম। তাঁদের মধ্য থেকে ইমাম বুখারী

২৬	হযরত জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.)	৫১ হি.	১০০ (২০০ ইমাম নববী)
২৭	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী 'আওফা (রা.)	৭৭ হি.	৯৫
২৮	হযরত যায়েদ ইব্ন সা'বিত (রা.)	৪৮ হি.	৯২
২৯	হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.)	৩৪ হি.	৯০
৩০	হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা.)	৬৮ হি.	৯০
৩১	হযরত যায়েদ ইব্ন খালীদ (রা.)	৭৮ হি.	৮১
৩২	হযরত কা'ব ইব্ন মা'লিক আনসারী (রা.)	৫০ হি.	৮০
৩৩	হযরত রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা.)	৭৪ হি.	৭৮
৩৪	হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা.)	৭৪ হি.	৭৭
৩৫	হযরত আবূ রাফে' (রা.)	৩৫ হি.	৮৮
৩৬	হযরত আসমা' বিনতে ইয়াযীদ (রা.)	....	৮১
৩৭	হযরত 'আউফ ইবন মা'লিক (রা.)	৭৩ হি.	৬৭
৩৮	হযরত 'আদী ইব্ন হাতীম (রা.)	৬৮ হি.	৬৬
৩৯	হযরত সালমান ফারসী (রা.)	৩৪ হি.	৬৪
৪০	হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) (উম্মুল মো'মেনীন)	৪৪ হি.	৬৫
৪১	হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আবী 'আওফা (রা.)	......	৬৫
৪২	হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)	৩৭ হি.	৬২
৪৩	হযরত হাফসা (রা.) (উম্মুল মো'মেনীন)	৪৫/৪১ হি.	৬০
৪৪	হযরত শাদ্দাদ ইব্ন 'আউস (রা.)	৬০ হি.	৬০
৪৫	হযরত জুবাইর ইন্ মুত'ঈম (রা.)	৫৮ হি.	৬০
৪৬	হযরত আসমা' বিনতে 'উমায়স (রা.)	৮০ হি.	৬০
৪৭	হযরত ওয়াসিলাহ ইব্ন আসকা (রা.)	৮৫ হি.	৫৬
৪৮	হযরত আসমা' বিনতে আবূ বকর (রা.)	৭৪ হি.	৫৬/৫৮
৪৯	হযরত 'উকবাহ ইব্ন 'আমির জুহানী (রা.)	৬০ হি.	৫৫
৫০	হযরত 'আমর ইব্ন 'উতবাহ (রা.)	৩৭ হি.	৪৮
৫১	হযরত ফুযালাহ ইব্ন 'উবা'য়দ (রা.)	৫৩ হি.	৫০
৫২	হযরত কা'ব ইব্ন 'আমর (রা.)	৫৫ হি.	৪৭
৫৩	হযরত মায়মুনাহ (রা.) (উম্মুল মো'মেনীন)	৫০ হি.	৪৬/৭৬
৫৪	হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা.)	৫০ হি.	৪৬
৫৫	হযরত আবূ জুহাইফা (রা.)	৭৪ হি.	৪৫
৫৬	হযরত বিলাল (রা.) (মুয়া'জ্জিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)	১৮ হি.	৪৪
৫৭	হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.)	৫৮ হি.	৪৩
৫৮	হযরত মিকাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.)	৫৩ হি.	৪৩
৫৯	হযরত উম্মে আতিয়া বিনেত হারিছ (রা.)	.....	৪০/৪১
৬০	হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.)	৫৫ হি.	৪০

ও মুসলিম (রহ.) কেবল সে সব লোক থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যাঁদের 'সিকাহ্' (ثِقَةٌ) ও 'আদালত' (عَدَالَتٌ) ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য ও সম্ভাবনা কম। তাই তাঁরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদুল আনসারী (রহ.)-এর 'মুফরাদ' (مُفْرَدٌ) হাদীছ গ্রহণ করেছেন।. কিন্তু যাঁদের সিকাহ্ ও আদালত ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) আস্থাশীল নন, তাঁদের হাদীছও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তবে সে সব হাদীছ অন্যান্য রাবীগণও বর্ণনা ও সমর্থন করেছেন। আর এর সংখ্যাই অধিক।[২৪০]

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বিনা দ্বিধায় হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।[২৪১] অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) যে মানহাজ অবলম্বন করেছিলেন, তৃতীয় স্তরের রাবীগণের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) ঠিক সেই মানহাজই অবলম্বন করেছেন। তবে তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের কোন রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করেন নি।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (রহ.) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাবীর থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং চতুর্থ শ্রেণী থেকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) চতুর্থ শ্রেণী থেকেও হাদীছ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় ইমাম আবূ

---

[২৪০] ইব্ন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

মূল 'আরবী :

"و هذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع و أصحاب الأعمش و أصحاب قتادة و غيرهم، فأما غير المكثرين فإنما إعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة و العدالة و قلة الخطا، لكن منهم من قوي الإعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، و منهم من لم يقو الإعتماد عليه فأخرجا ما شاركه فيه غيره و هو الأكثر."

[২৪১] পূর্বোক্ত।

মূল 'আরবী :

" فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، و قد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير إستيعاب، و أما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الإستيعاب، و يخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، و أما الرابعة و الخامسة فلايعرجان عليهما."

দাউদ (রহ.) পঞ্চম শ্রেণীর রাবীগণের হাদীছও গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অন্য রাবী বা হাদীছের সমর্থন কিংবা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বাধ্যতামূলক করেছেন।[২৪২]

✡ 'শায়খ নির্বাচনের' ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ নির্বাচন ও হাদীছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যতম মানহাজ ছিল অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা। এ প্রসংগে তাঁর হাদীছ সংগ্রহের জীবনী পর্যালোচনায় একটি ঘটনা প্রমাণ বহন করে। ঘটনাটি বিভিন্ন রিজাল শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদা তিনি কয়েক'শ মাইল অতিক্রম করে জনৈক হাদীছ বিশারদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, সেই হাদীছ বিশারদের হাত থেকে তার ঘোড়াটি ছুটে যায়। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘোড়াটি ধরতে পারছেন না। ঘোড়াটিতে বশে আনতে না পেরে লোকটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি একটি শূণ্য থলে/নিজের চাদরটি ঘোড়ার সামনে এমনভাবে ধরলেন যেন তাতে খাবার আছে বুঝা যায়। নির্বোধ (পশু) ঘোড়াটি তার চালাকি বুঝতে না পেরে খাবারের আশায় থলে/চাদরের কাছে আসলে তিনি ঘোড়াটি ধরে ফেললেন। তা দেখে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে হাদীছ সহীহ্ হওয়ার পরেও গ্রহণ

[২৪২] মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্‌মেদ : ইরশাদুল কারী ইলা সহীহিল বুখারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭; মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী : ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী, খ.১ম, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫; 'আল্লামা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, মুকাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪। মূল 'আরবী :

" فالبخاري يستوعب الأول وينتخب الثاني و يترك البواقي بالكلية و مسلم يستوعب الأول و الثاني و ينتخب الثالث و يترك البواقي و الرابع يأخذ منهم أبو داؤد و الخامس يأخذ عنهم الترمذي (رحمه الله تعالي)، و المراد منه التنزل إلي هؤلاء عند الاعواز في الباب فالبخاري لا يتنزل عن الثاني و أبو داؤد عن الرابع و الترمذي يتنزل إلي الخامس أيضاً لا أنهم يأخذون منهم فقط و لا يخرجون عن غير هم فإنه مغلطة نشأت من قلة الفهم و فرط الوهم. "

করলেন না। তিনি ফিরে আসলেন এবং বললেন : (" لَا أَخُذُ الْحَدِيْثَ عَمَّن يَكْذِبُ عَلَي الْبَهَائِمِ. ") "আমি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করবো না, যে চতুস্পদ নির্বোধ পশুকে ধোঁকা দেয়।"[২৪৩]

ইমাম বুখারী (রহ.) গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন, যে ব্যক্তি একটি নির্বোধ পশুকে ধোঁকা দিয়ে মিথ্যা প্ররোচনার মাধ্যমে বশে এনে ধরতে পারে, তার উপর সহীহ্ হাদীছ গ্রহণ নির্ভর করা যায় না। ইহা তাঁর মানহাজ বর্হিভূত, যা তাকওয়া (تَقْوَي) ও মুরুওয়াতের (اَلْمُرُوْءَةُ) খেলাফ। উপরোল্লিখিত ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-শায়খ নির্বাচন ও হাদীছ সংগ্রহের মানহাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন।

✡ শায়খ নির্বাচন

তিনি তাঁর সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন প্রসংগে স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন,[২৪৪]

(لَا يَكُوْنُ الْمُحَدِّثُ كَامِلاً حَتَّي يَكْتُبَ عَمَّن هُوَ فَوْقَهُ وَ عَمَّن هُوَ مِثْلَهُ وَ عَمَّن هُوَ دُوْنَهُ.) "কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুহাদ্দিছ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যে তাঁর শিক্ষকবৃন্দ, সমসাময়িক স্তর এবং তার নিম্নস্তরের কাছ থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ না করে"।[২৪৫]

[২৪৩] মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসাননিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

[২৪৪] পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫; ইবন হাজার 'আসকালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৪; মুফ্‌তী 'আমীমুল ইহ্‌সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।

[২৪৫] উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর মানহাজে উত্তীর্ণ ব্যতীত রিওয়ায়েতকারীদের থেকে হাদীছ রিওয়ায়েত করেন নি। চাই সে বর্ণনাকারী শহরের হোক, উপ-শহরের হোক, গ্রামের হোক অথবা মফস্বলের হোক সেটা বিবেচ্যের বিষয় নয়। হাদীছটা 'সহীহ্'-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই হলো। তাই জ্ঞান অর্জনের এতই বিনয়ী ছিলেন যে, বড় বড় মুহাদ্দিছ (তাবে'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ ও তাঁর শায়খগণ) সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের থেকে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মর্যাদাগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। দ্র.- মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ মাওঃ 'আবদুল হাকিম খাঁন (উর্দূ) খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে মাওঃ হানীফ গাংগুহী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি উদ্ধৃতি এভাবে উল্লেখ করেন, "যাঁরা মনে করেন যে, ঈমান হচ্ছে মুখে স্বীকৃতি এবং কার্যের বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণিত, আমি শুধু তাঁদের কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করবো।"[২৪৬]

কারও মতে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে মুহাদ্দিছগণ মুখে স্বীকৃতি (إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ) এবং কার্যের মাধ্যমে (عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ) তার যথার্থ বাস্তবায়নকে ঈমান[২৪৭] বলে বিশ্বাস করেন। তিনি শুধু মাত্র তাঁদের কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

✡ নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহ.) ন্যায়-নিষ্ঠা ও পূর্ণ সংরক্ষণের দিক থেকে মোট চারশত ত্রিশ জন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৪৮] কোনও কোনও বর্ণনায় চারশত তিপ্পান্ন জন রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেবল মাত্র আশি জন রাবীর ব্যাপারে 'উলামায়ে কেরাম কিছুটা ভিন্ন মত (সমলোচনা) থাকলেও হাদীছ বিশারদগণের মতে, তাঁদের রিওয়ায়েত নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা সহীহ্ বুখারী শরীফে যে সকল রাবীর ব্যাপারে 'উলামায়ে কেরাম কিছুটা

[২৪৬] মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : যফরুল মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল মুসাননিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৪।
মূল 'আরবী :
" لَمْ أَكْتُبْ إِلاَّ عَمَّنْ قَالَ الإِيْمَانُ قَوْلٌ وَ عَمَلٌ. "

[২৪৭] ঈমান : অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং কাজে বাস্তবায়নের নাম হচ্ছে ঈমান।
মূল 'আরবী :
" الإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ الْعَمَلُ بِالأَرْكَانِ. "
উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) "قَوْلٌ" এবং "فِعْلٌ" উল্লেখ করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, ঈমান তথা (تَصْدِيْق) তাসদীককে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে কাজে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে পূর্ণাঙ্গ 'আমলে পরিণত করতে হবে। এটাই হচ্ছে ঈমান। আর যে হাদীছ বর্ণনাকারী 'ইলেম অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ 'আমল করেছেন তাঁদের থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

[২৪৮] ই.ফা.বা. পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

ভিন্নমত করেছেন, সে সব রাবীর অধিকাংশই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন। যাঁদের সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন।[২৪৯] তিনি তাঁর সহীহ্ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের মানহাজের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রমেই তিনি হাদীছ লিখতেন না।

✡ হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে 'শায়খদের' স্তর বিন্যাস

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছ সংকলনের মানহাজ অনুযায়ী যে সকল শায়খ বা শিক্ষকদের হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী (রহ.) (৭৭৩/১৩৭১-৮৫২/১৪৪৮) তাঁর শায়খদের পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

*** প্রথম স্তর : তাবি'ঈ**

যে সকল শায়খ তাবে'ঈদের নিকট হতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা প্রথম স্তর অর্ন্তভূক্ত। যেমন : হুমাইদী (রহ.)। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আনসারী, আবূ 'আসিম আন-নাবিল, মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মূসা, আবূ না'ঈম খালদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, 'আলী ইব্ন 'আয়াশ, ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ খালিদ (রহ.) প্রমূখ।

*** দ্বিতীয় স্তর : তাবি' তাবি'ঈ**

এ স্তরে ঐ সকল তাবি' তাবি'ঈগণের নাম উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাবি'ঈদের সমসাময়িক কালের মাশায়েখ হওয়ার পরও কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন নি। যেমন : আদম ইব্ন আবূ 'আয়াস, আবূ মিসহার, 'আবদুল 'আলা ইব্ন মিসাহ, সা'ঈদ ইব্ন আবূ মরিয়ম, আইয়ূব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বেলাল (রহ.) প্রমূখ।

[২৪৯] মুহাম্মদ আবূ যাহ্ : আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দেছূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১।

*** তৃতীয় স্তর : সাধারণ শিক্ষকগণ**

এ স্তরে ঐ সকল মুহাদ্দিছের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা প্রখ্যাত ও প্রবীণ তাবি' তাবি'ঈদের কাছ থেকে সরাসরি হাদীছ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। কিন্তু তাবি'ঈদের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় নি। মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ পর্যায়ের শিক্ষক সংখ্যাই বেশি এবং তাঁর জীবনে অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তারকারী। এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হলেন : কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (মৃ.১৪৯-২৪০ হি.), আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, (২৪১/৮৫৫) ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্.(মৃ.২৩৮/৮৫১ সুলাইমান ইব্ন হারব (মৃ.১৪০-২২৪ হি.), না'ঈম ইব্ন হাম্মাদ, 'আলী ইব্ন আল-মাদায়নী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (রহ.) (মৃ.১৫৮-২৩৩ হি.) প্রমূখ।

*** চতুর্থ স্তর : সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব**

এ স্তরে ঐ সকল মুহাদ্দিছ অর্ন্তভূক্ত, যাঁরা হাদীছ শিক্ষা ও সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব বা সামান্য প্রবীণ। যেমন : মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহ্রী, আবূ হাতিম রাযী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম, 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আহ্মদ ইব্ন নযর (রহ.) প্রমূখ।

*** পঞ্চম স্তর : সামসাময়িক ছাত্র ও সমকালীন বিজ্ঞজন**

হাদীছের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে হাদীছ সংগ্রহে তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী। ইমাম বুখারী (রহ.) ঐ সব সমসাময়িক মুহাদ্দিছের কাছ থেকেও হাদীছ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁর ছাত্রের অর্ন্তভূক্ত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : 'আবদুল্লাহ ইব্ন হাম্মাদ আমেলী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল 'আস খাওয়ারিযিমী, হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ কুবানী (রহ.) প্রমূখ।[২৫০] এই স্তর

---

[২৫০] ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৪; বদরুদ্দীন আল-'আইনী : 'উমদাতুল কারী, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৭; মাওঃ মুহাম্মদ আবুল কালাম : তারীখে 'ইলমুল হাদীছ, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩। মূল 'আরবী :

"مراتبُ مشايخه (الإمام البخاري) الذينَ كتب عنهم و حدّث عنهم في خمسِ طبقات:

(الطبقة الأولي): " من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد و مثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد و مثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاً و مثل عبيد الله بن موسي حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد و مثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش و مثل خلاد بن يحيي حدثه عن عيسي بن طهمان و مثل علي بن عياش و عصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان و شيوخ هؤلاء كلهم من التابعين".

(الطبقة الثانية): " من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمعْ من ثقاتِ التابعين كآدم بن أبي إياس و

হতে তাঁর রেওয়ায়াতের সংখ্যা খুবই কম। তিনি শুধু কতিপয় উপকারিতার ভিত্তিতে বিশেষ কারণে তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ সব শাগরেদের কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ওয়াকী' (রহ.)-এর কথার প্রতি বিশেষভাবে 'আমল করেছেন। তিনি বলেন,"কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাঁর শিক্ষকগণ, সমসাময়িকস্তর এবং নিম্নস্তরের (ছাত্রদের) কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা না করবে।[২৫১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

✲ সন্দেহযুক্ত হাদীছ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য

ইমাম বুখারী (রহ.) সন্দেহযুক্ত হাদীছ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর সামান্যতম সন্দেহ, সংশয় বা দ্বিধা থাকলে হাদীছ সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করতেন না। এ প্রসংগে 'তারীখু বাগদাদ' (১৩৪৯/১৯৯১) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "মুহাম্মদ ইব্ন 'আবী হাতীম (রহ.) (মৃ.৩২৭/৯৩৮) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে প্রসংগক্রমে কোন একটি হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হে অমুকের পিতা ! তুমি তো কেবল আমাকে একটি হাদীছ ত্যাগ করতে

أبي مسهر عبد الأعلي بن مسهر و سعيد بن أبي مريم و أيوب بن سُليمان بن بلال و أمثالهم.

(الطبقة الثالثة): " هي الوسطي من مشيخه و هم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبُارِ تبع الأتباع كسُليمان بن حرب و قتيبة بن سعيد و نعيم بن حماد و علي بن المديني و يحيي بن مُعين و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و أبي بكر و عثمان ابني أبي شيبة و أمثال هؤلاء و هذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. "

(الطبقة الرابعة) :" رفقاؤه في الطلب و من سمع قبله قليلاً كمحمد بن يحيي الذهلي و أبي حاتم الرازي و محمد بن عبد الرحيم صاعقة و عبد بن حميد و أحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم و إنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عنه غيرهم. "

(الطبقة الخامسة) :" قوم في عداد طلبته في السن و الإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الأملي و عبد الله بن أبي العاص الخوارزمي و حسين بن محمد القباني و غيرهم. "

[২৫১] ইব্ন হাজার আস্কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৪; মুফ্তী 'আমীমুল ইহ্সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; মাওঃ মুহাম্মদ আবুল কালাম : তারীখে 'ইলমুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩। মূল 'আরবী :

" لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِماً حَتَّي يُحَدِّثَ عَمَّن هُوَ فَوْقَهُ وَ عَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ وَ عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ. "

দেখেছ। অথচ আমি এক ব্যক্তির দশ হাজার (১০,০০০) হাদীছ ত্যাগ করেছি শুধু তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় হওয়ার কারণে। অনুরূপভাবে আরও এক লোকের (হাদীছ বর্ণনাকারী) দশ সহস্র বা এর থেকেও বেশি হাদীছ ত্যাগ করেছি আমার দ্বিধা-সন্দেহ থাকার কারণে।[২৫২]

ইমাম বুখারী (রহ.) এমন অসংখ্য হাদীছ ত্যাগ করেছেন, যার সংখ্যা হলো প্রায় লক্ষাধিক। কারণ সে সব হাদীছের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ ছিল।[২৫৩]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'সহীহ্ হাদীছ' দ্বারা তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন করা।[২৫৪] এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন, "আমি আমার এ জামি' গ্রন্থটিতে 'সহীহ্ হাদীছ' ব্যতীত একটি হাদীছও সংযোজন করি নি। আর অনেক সহীহ্ হাদীছই লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি।"[২৫৫] এর কারণ সম্পর্কে হযরত ইসমা'ঈল (রহ.) (মৃ.২৯৫/৯০৭) বলেন, তিনি যদি তাঁর সমুদয় হাদীছ সহীহ্ বুখারী শরীফে সংযোজন করতেন, তবে একটি অধ্যায়ে (باب) তাঁকে সাহাবীগণের একটি অংশ (জামা'আতের) হাদীছ সংযোজন করতে হতো এবং সহীহ্ বলে প্রমাণীত হলে তাঁদের প্রত্যেকেরই বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হতো, ফলে গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যেতো।[২৫৬]

---

[২৫২] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫। মূল 'আরবী :
"محمد بن أبي حاتم قال: " سئل محمد بن إسماعيل عن خبر حديث ، فقال: يا أبا فلان! تراني أدلس؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر، و تركت مثله أو أكثر منه لغير لي فيه نظر."

[২৫৩] ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ মাওঃ 'আবদুল হাকিম খান (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।
মূল 'আরবী :
" أنه (الإمام البخاري) لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا."

[২৫৪] পূর্বোক্ত, পৃ.৭; বদরুদ্দীন আল-'আয়নী : 'উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[২৫৫] পূর্বোক্ত। মূল 'আরবী :
" لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، و ما تركت من الصحيح أكثر."

[২৫৬] ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭। মূল 'আরবী :
قال الإسماعيلي (رح): " لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، و لذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا."

শুধু সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন :

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ সংকলন-এর এক মাত্র উদ্দেশ্য হলো সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন করা। সকল মুহাদ্দিছগণ এই মর্মে একমত যে, সহীহ্ হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছেই তাঁর গ্রন্থে স্থান পায়নি। ইব্রাহীম ইব্ন মা'কাল আন্-নাসাফী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে তাঁর জামি' গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "আমি আমার জামি' গ্রন্থটিতে সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত একটি হাদীছও লিপিবদ্ধ করি নি এবং গ্রন্থটি অনেক বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে অসংখ্য সহীহ্ হাদীছ ত্যাগ করেছি।[২৫৭] ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সহীহ্ হাদীছ নির্বাচন প্রসংগে 'আল্লামা ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহ.) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, "নিশ্চয় সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলনের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা।[২৫৮] শুধু মাত্র সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন, "আমি এ গ্রন্থে সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত একটি হাদীছও সংযোজন করিনি। আর (গ্রন্থের পরিধি ব্যাপক হওয়ার কারনে) অনেক সহীহ্ হাদীছ লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি"[২৫৯] যদি তিনি তাঁর মুখস্থ সকল হাদীছ জামি' গ্রন্থে স্থান দিতেন তাহলে গ্রন্থটি অত্যন্ত দীর্ঘ হতো। কারণ ইমাম বুখারী (রহ.) এক হাজার হাফিযুল হাদীছ[২৬০] শায়খ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৬১] সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে

---

[২৫৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আন্-নবভী : তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, পৃ.৭৪; মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : তারাজিমুল মুহাদ্দিছীন, পৃ. ৯১।

[২৫৮] ইব্ন হাজার 'আস কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, (উর্দু) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৫৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭; 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নী : 'উমদাতুল কারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[২৬০] খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আবূ যাকারিয়া, আন্-নবভী : তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।

[২৬১] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, (উর্দু) খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক ফুকাহায়ে কেরামের মতে হাফিযুল হাদীছ বলতে –

(من حفظ غالب أصول الحديث و فروعه بلا تخصيص الحفظ بعدد معين كمائة الف حديث) "যিনি উসূল (মৌলিক) এবং ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীছ মুখস্থ করেছেন, তাঁকে হাফিযুল হাদীছ বলা হয়। তার জন্য নির্দিষ্টভাবে এক লক্ষ হাদীছের হাফিয হওয়া শর্ত নেই। দ্র.- তাকীউদ্দীন নদভী : 'ইলমু রিজালিল্ হাদীছ, ১ম সং, (লক্ষ্ণীঃ

বলতে পারি যে, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ সংকলনে একমাত্র সহীহ্ হাদীছই নির্বাচন করেছেন।

✲ "رَاوِيْ" ও "مَرْوِيْ عَنْهُ" উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে :

এ প্রসংগে ড. মুস্তফা আস-সুবা'ঈ তাঁর গ্রন্থে বলেন[২৬২] : "ইমাম বুখারী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছ সংকলন করেন নি। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি মুত্তাসিল সনদসহ[২৬৩] বর্ণনা করতেন। বর্ণনাকারী সুস্পষ্ট 'আদালাত[২৬৪] যাবত্ এবং সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে। তিনি বর্ণনাকারী (رَاوِيْ) ও যার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (مَرْوِيْ عَنْهُ) উভয় ক্ষেত্রে শুধু সমসাময়িক হওয়াটা যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং দুই জনের মধ্যে সাক্ষাত হওয়াটা স্পষ্ট প্রমাণিত হতে হবে।[২৬৫] আর সকল হাদীছ গ্রন্থের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কঠিন শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ সর্বপ্রথম যে সহীহ্ গ্রন্থ রচনা হয় তা হলো, সহীহ্ বুখারী শরীফ।

✲ সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনের কারণ

সহীহ্ হাদীছ সংকলনের কারণ প্রসংগে হাফিয ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (রহ.) বলেন, "অধিকাংশ হাদীছ বিশারদগণ যখন 'সনদ'[২৬৬] (سند) আকারে হাদীছ সংকলন করতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যায় ও সনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন : আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.) এই সকল সংকলন, বর্ণনা ধারা, লিখন ও বিন্যাস পদ্ধতি অবলকন করেন, তখন তিনি দেখতে পান ঐ সমস্ত কিতাবে সহীহ্ ও হাসান হাদীছের একই স্তরে বিন্যাস এবং পাশাপাশি অসংখ্য য'ঈফ হাদীছ বিদ্যমান। তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনে দৃঢ়তার সাথে সাড়া দিল যে, এমন হাদীছের গ্রন্থকে মহামূল্যবান বলা যায় না। ফলে তিনি সহীহ্ হাদীছ সংকলন কাজে আত্মনিয়োগ ও সুদৃঢ় পরিকল্পণা গ্রহণ করলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে এমন কিছু মানহাজ গ্রহণ করলেন, যাতে কোন মানুষের মনে, বিশেষ করে হাদীছ জ্ঞান পিপাসু ও গবেষকদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে।"[২৬৭]

মাতবা'আতু নদওয়াতিল 'উলামা, ১৪০৫/১৯৮৫) পৃ. ২১১-২১২; ইব্ন বাদরান : মুকাদ্দামাতু তাহ্যীবিত্ তারীখ দিমাশক্, খ.১ম, ২য় সং, (বৈরূত : ১৩৯৯ হি.) পৃ. ২০।

[২৬২] ড. মুসতাফা আস-সুবা'ঈ : আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী, ২য় সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫। মূল 'আরবী :

" و لم يخرج فيه إلاّ ماصحّ عن رسول ﷺ بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة و الضبط و اللقي، و لم يكن يكتفي بامكان معاصرة التلميذ للشيخ، بل لا بد من ثبوت سماعة منه و لقياه له، و بهذا كان أول كتاب في السنة علي هذه الشروط الدقيقة."

[২৬৩] মুত্তাসিল সনদ বলতে সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা মিল থাকা এবং সনদের কোন স্তরে রাবী বাদ না পড়া। দ্র.- ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান : তাইসীরু মুসতাহিল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

[২৬৪] আদালত বলতে শরী'আতের নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শলীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া। দ্র.- মাওলানা নূর মুহাম্মদ 'আজমী : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ৪র্থ সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪; মুফতী 'আমীমূল ইহ্সান : হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[২৬৫] সমগ্র জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন। দ্র.- মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমেরী : ফয়জুল বারী, মুকাদ্দামা, খ.১ম. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; সিদ্দিক হাসান খান : আল-হিত্তাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

[২৬৬] মুসনাদ (مُسْنَدٌ) : একবচন, বহুবচনে মাসানীদ (مَسَانِيْد) অর্থ : সন্দেহযুক্ত। এর পরিভাষাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা হলো:

(এক) মুত্তাসিল মারূফ্' (مُتَّصِلُ مَرْفُوْع) রিওয়ায়াত কে মুসনাদ বলে।

(দুই) ঐ গ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলা হয়, যাতে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীছসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(তিন) রাবীগণের বর্ণনা পরম্পরাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। তখন সনদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্র.- মাসিক দাওয়াতুল হক, (ড. মুহাম্মদ নেসার 'আলী : আন্-নাহজুল হাদীছ), ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, (মাক্কাতুল মুকার্‌রমাহ : রাবিতাতুল্ 'আলামিল ইসলামী, মার্চ ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ. ২০-২১; যা'ফর আহ্মদ আল-'উছমানী : ই'লাউস্ সুনান, খ.১ম, (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যা, তা.বি) পৃ. ২০।

[২৬৭] ইব্ন হাজার 'আস্কালানী : হুদা আস-সারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭। মূল 'আরবী :

" مَنْ صَنَّفَ عَلَي الأَبْوَابِ وَ عَلَي الْمَسَانِيْدِ مَعًا كَابِيْ بَكْرِ بْنِ ابِيْ شَيْبَةَ, فَلَمَّا رَاٰيَ الْبُخَارِيْ رحمه الله هذه التَّصَانِيْفُ وَ رَوَاهَا وَ إِنْتَشَقَ رِيَاهَا وَ إِسْتَجْلِي مُحَيَاهَا, وَجَدَهَا بِحَسَبِ الْوَضْعِ جَامِعَة بَيْنَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّصْحِيْحِ وَ التَّحْسِيْنِ وَ الْكَثِيْرِ مِنْهَا يَشْمِلُهُ التَّضْعِيْفِ, فَلاَ يُقَالُ لَغثه سَمِين, فَحرِكَ هِمَّتَهُ لِجَمْعِ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الَّذِيْ لاَيَرْتَابُ فِيْهِ أَمِيْن, وَ قَوِي عَزْمَهُ عَلَي ذٰلِكَ."

পঞ্চম অধ্যায়

সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি

- পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআ'নের আয়াত আনয়নে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন
- সরাসরি কুরআ'নের আয়াত দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু
- কুরআ'নের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন
- একই আয়াত দিয়ে একাধিক পরিচ্ছেদের নামকরণ
- তাবি'ঈ ও সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখে কুরআ'নের আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন
- হাদীছের মূল অংশকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন
- আগে কুরআ'নের আয়াত পরে পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন
- পরিচ্ছেদ শিরোনামে শুধু কুরআ'নের আয়াত পর পর উল্লেখ
- "ترجمة الباب" না লিখে কুরআ'নের আয়াত উল্লেখ
- অধ্যায় (كتاب)-এর নাম লিখেই হাদীছ উপস্থাপন
- জটিল জটিল শব্দের বিশ্লেষণ
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উপস্থাপন

- রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা সূচক বাণী দ্বারা পরিচ্ছেদ
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ
- রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করার পরে পুনঃ অনুমতি দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখেই ঐ পরিচ্ছেদ সরাসরি হাদীছ উল্লেখ
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম ভিন্ন ভিন্ন লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদ একই হাদীছ বর্ণনা
- পরিচ্ছেদ শিরোনামে 'ফিক্হী মাসআলা' বর্ণনা
- শুধু (باب) 'পরিচ্ছেদ' দিয়েই হাদীছ বর্ণনা
- পরিচ্ছেদ শিরোনামে "বিভিন্ন 'আমলের ফযীলত" বর্ণনা
- সাহাবায়ে কেরামদের 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম
- 'প্রশ্ন' দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা
- পরিচ্ছেদ শিরোনামে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্ধৃতি উল্লেখ
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম হাদীছ বর্ণনাকারী তাবি'ঈ-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ
- পরিচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মন্তব্য
- "بسم الله الرحمن الرحيم"-এর বিশ্লেষণ
- একই পরিচ্ছেদ পর পর দু'বার 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উল্লেখ

- গ্রন্থে "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ" বাক্যটি উল্লেখ
- গ্রন্থে "قَالَ فُلَانٌ" বাক্যটি উল্লেখ
- বড় বড় 'পরিচ্ছেদ শিরনাম' উল্লেখ করে এর বিশ্লেষণ
- পরিচ্ছেদ শিরোনাম (تَرْجَمَةُ الْبَابِ)-এর তাৎপর্য
- বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে يُ অথবা رُوِيَ শব্দ উল্লেখ
- তাসমিয়াহ-এর মাধ্যমে ওহী দ্বারা গ্রন্থের সূচনা
- পুনরুল্লেখ (تَكْرَار) হাদীছ উপস্থাপন
- সহীহুল বুখারী-এর প্রথম এবং শেষ হাদীছের মধ্যে সম্পর্ক

পঞ্চম অধ্যায়

সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি

এ অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের গ্রন্থের মূল শিরোনামের দ্বিতীয়াংশ "সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি" সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে আমরা কোন পরিচ্ছেদে বিভক্ত না করে সরাসরি ৩৮টি শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে কর্মপদ্ধতিসমূহ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

✲ পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআ'নের আয়াত আনয়নে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে প্রতিটি অধ্যায়ে "تَرْجَمَةُ الْبَابِ" বা পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআ'নের আয়াত আনয়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন : তিনি কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান এভাবে লিখেছেন, "পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী" (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى)। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো:

অধ্যায়ের নাম	আয়াত নং	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ العلمِ	১৭ : ৮৫	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ العِلْمِ إلا قَلِيْلاً.[٢٦٨]	৮৯
كتابُ الحَيض	২২ : ৫	بابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : مُخَلَّقَةٍ و غَيرِ مُخَلَّقَةٍ .[٢٦٩]	২১৯

[২৬৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, (আসাহ্‌হুল মাতাবি', তা.বি.), পৃ.২৪; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.১ম, ৫ম সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪), পৃ.৮৮।

[২৬৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫।

২৩৩	بابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : فَلَمْ تَجِدُوْا مآءً فتيَمَّمَوا صعيداً طيباً فامسَحُوْا بوجوهِكُمْ و اَيْديكم مِنهُ.[২৭০]	৪ : ৪৩	كتابُ التيمم
২৭১	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَ إتَّخِذُوا مِنْ مقامِ إبرهيمَ مُصَلّي.[২৭১]	২ : ১২৫	كتابُ الصلواة
৩৫২	بابُ قَوْلِ اللهِ : مُنِيْبِيْنَ إليهِ واتَّقوهُ و اَقِيْمُوا الصَّلاةَ و لاتكونوا مِنَ المُشرِكِينَ[২৭২]	৩০ : ৩১	كتابُ مَواقيتُ الصلواة
৫৯৪	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فإنتشِروا في الارضِ و إبتغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ.[২৭৩]	৬২ : ১০	ـبُ الجُمُعَةِ
৬৬২	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنكُمْ تُكذبونَ.[২৭৪]	৫৬ : ৮২	كتابُ الإسْتِسْقَاء

[২৭০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

[২৭১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২২।

[২৭২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.২য়, ৫ম সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪),পৃ.৪।

[২৭৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪।

[২৭৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০।

৯০৯	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : فَامَّا مَنْ اعطَي واتَّقي وَ صدقَ بِالحُسْني فسَنُيَسره لليُسري و امَّا مَنْ بَخِلَ و استغني.[২৭৫]	৯২ : ৫-৮	كتابُ الزكاةِ
৯৩১	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَ فِيْ الرِقَابِ وَ الغَارِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.[২৭৬]	৯ : ৬০	كتابُ الزكاةِ
৯৩৫	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : لاَيَسْئَلُوْنَ النَاسَ إلْحافا.[২৭৭]	২ : ২৭৩	كتابُ الزكاةِ
৯৪৯	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : و العامِلِينَ عليهاَ.[২৭৮]	৯ : ৬০	كتابُ الزكاةِ
৯৬২	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : يأْتُوْكَ رِجلاً و علي كُل ضامِرٍ يأْتِينَ مِنْ كُل فَجٍّ عَميقٍ لِيَشْهدوا مَنافِعَ لهم.[২৭৯]	২২ : ২৭	كتابُ المَنَاسِكِ

[২৭৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.৩য়, ৪র্থ সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা,১৪০৯/১৪২৪), পৃ.২৭।

[২৭৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।

[২৭৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৯; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭।

[২৭৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩; খ.৩য় , (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯।

[২৭৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭।

كتابُ	আয়াত	باب	নং
كتابُ المَناَسِكِ	২ : ১৯৭	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : وَ تَزَوَّدُوْا فَإن خَيْرَ الزادِ التقْوَى.[২৮০]	৯৬৬
كتابُ المَناَسِكِ	২ : ১৯৭	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : الحَجُّ اَشْهُر معْلُومات فَمَنْ فَرَض فِيْهِنَّ الحجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوْقَ لاَ جِدَالَ في الحجِّ.[২৮১]	৯৯৩
كتابُ المَناَسِكِ	২ : ১৯৬	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : ذالكَ لِمَنْ لم يَكُنْ اَهْلُه حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ.[২৮২]	৯৯৭
كتابُ المَناَسِكِ	৬ : ৯৭	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيمًا لِلناسِ و الشهْرَ الحَرَام.[২৮৩]	১০০৭
كتابُ المَناَسِكِ	২ : ১৯৭	بابُ قَوْلِ اللهِ تعالي : وَ لاَ فُسُوْقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ.[২৮৪]	১১৪২

[২৮০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।
[২৮১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১১; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।
[২৮২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩।
[২৮৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০২।
[২৮৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০১।

كتابُ	আয়াত	باب	নং
كتابُ البُيُوْعِ	২ : ২৬৭	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : إنْفِقُوْا مِنْ طَيباتِ ما كَسَبْتُمْ.[২৮৫]	১২৮৮
كتابُ الكَفَالَةِ	৪ : ৩৩	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَ الذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمانُكُمْ فاتُوْهُمْ نَصِيْبَهُم.[২৮৬]	১৪২৬
كتابُ المظالِمِ و القِصَاصِ	২ : ২০৪	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَ هُوَ اَلَد الخِصَامِ.[২৮৭]	১৫৩৯
كتابُ الصلحِ	৪ : ১২৮	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي :اَنْ يصالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصلْحُ خَيْر.[২৮৮]	১৬৭৬
كتابُ الجِهَادِ	৪ : ৪১	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : فَإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرسُوْلِ.[২৮৯]	১৯৭৪

[২৮৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.৪র্থ, ৩য় সং, (ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩), পৃ.১০।
[২৮৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯।
[২৮৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪।
[২৮৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭১; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.৫ম, ৩য় সং, (ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩), পৃ.২৮।
[২৮৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৯; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮।

সরাসরি কুরআ'নের আয়াত দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদে শিরোনামে কুরআনের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে "بَابُ قَوْلُ اللهِ تعالي" উল্লেখ না করেই সরাসরি কুরআ'নের আয়াত দিয়ে পরিচ্ছেদে শুরু করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	আয়াত নং	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الإِيْمَانِ	৯ : ৫	بَابُ فَإِنْ تابوْا وَاَقَامُوا الصلاةَ و اتوُا الزكواةَ فَخَلوْا سَبِيْلَهُمْ.[٢٩٠]	১৭
كِتَابُ المَنَاسِكِ	২ : ১৯৬	بَابُ فَمَنْ تَمتعَ بالعمرةِ الي الحَجِّ فَما إستَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ.لَمْ يَكُنْ اهله حاضري المسجدِ الحَرَامِ.[٢٩١]	১০৬৩
كِتَابُ المَنَاسِكِ	২২ঃ২৬-৩০	بَابُ وَإِذْ بَوأنَا لإبْراهيمَ مَكَانَ البَيْتِ اَنْ لاتُشْرِكَ بِيْ شَيْأً وطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطائِفِيْنَ وَ القَاءِمِيْنَ وَ الركعِ. الخ[٢٩٢]	১০৮৪
كِتَابُ الصوْمِ	২ : ১৮৪	بَابُ وَ عَلَي الذينَ يُطيْقُوْنَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.[٢٩٣]	১২২১

২৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম. প্রাগুক্ত, পৃ.৮; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩ ।

২৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩ ।

২৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬ ।

২৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩ ।

অধ্যায়ের নাম	আয়াত নং	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ البُيُوْعِ	২ : ২৭৬	بابُ يَمْحَقُ اللهُ الربوا و يُرْبِي الصدَقَاتِ و اللهُ لا يُحِب كُلَّ كَفارٍ اَثِيْمٍ[٢٩٤]	১৩০২
كِتَابُ المغازي	৩ : ১২২	بابُ إِذْ هَمتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشلاَ وَ اللهُ و لِيهُمَا و عَلَي اللهِ فَلْيَتَوَكلِ المُؤمِنُوْنَ.[٢٩٥]	২১৮০
كِتَابُ المغازي	৩ : ১৫৩	بابُ إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُوْنَ عَلي اَحَدِ و الرسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْ اُخْرٰكُمِ.الخ.[٢٩٦]	২১৮২
كِتَابُ المغازي	৩ : ১২৮	بابُ لَيْسَ لَكُم مِنَ الأمرِ شَيْءٌ او يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذبَهُمْ فَانهُمْ ظَالِمُوْنَ.[٢٩٧]	২১৮৩
كِتَابُ التفْسِيرِ	২ : ১৮৩	بابُ يَا اَيُّهَا الذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعلكُمْ تَتقُوْنَ.[٢٩٨]	২২৭৭

২৯৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪ ।

[illegible] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮০; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.৭ম, ৩য় সং, (ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩), পৃ.২৫ ।

২৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১ ।

২৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২ ।

২৯৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৬ ; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১ ।

كِتَابُ الآدابِ	৪৯ : ১২	بابُ يَاأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوْا إجتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَنِّ إن بَعْضَ الظَنِّ إثْمٌ وَ لاتَجَسَّسُوْا.[٢٩٩]	২৪৯০
كِتَابُ الإِسْتأذانِ	৫৮ : ১১	بابُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي المَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ إنْشُزُوْا فَانْشُزُوْا الآيةَ.[٣٠٠]	২৫৯২

এ ছাড়াও 'তাফসীর' আধ্যায়ে ৪৮১ টি পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন।

✲ কুরআ'নের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদে শিরোনাম প্রণয়নে কুরআ'নের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে এ জাতীয় কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	আয়াত নং	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ البُيُوْعِ	৬২ : ১০	بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَبارَكَ وَ تَعالي: فَإذا قُضِيَتِ الصلواةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ .الخ[٣٠١]	১২৭৭

[২৯৯] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯৬; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.৯ম, ৩য় সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩) পৃ.৪৩২।

[৩০০] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩৪।

[৩০১] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪ ; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ৩ ।

كِتَابُ الوصايا	১১ : ৪	بَابُ تَاوِيْلِ قَوْلِ اللهِ تَعالي: مِنْ بَعْدِ وَصيةٍ يُوْصِيْ بِهاَ اَوْ دَيْنٍ.[٣٠٢]	১৭১৪
كِتَابُ الجهادِ	১৬৯ : ৩	بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَلاتَحْسَبَنَّ الذيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْيَاء.[٣٠٣]	১৭৬০
كِتَابُ الفتنِ		بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ: وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الذينَ ظَلَمُوْا مِنكُم خاصةً.[٣٠٤]	২৯৭৭

✲ একই আয়াত দিয়ে একাধিক পরিচ্ছেদের নামকরণ

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও একই আয়াত দিয়ে একাধিক পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান করেছন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে দুটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

[৩০২] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৪; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩।

[৩০৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৫; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭।

[৩০৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম,প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪৫; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পা. পরিষদ, খ.১০ম, ৩য় সং, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩), পৃ.৩৬৭।

অধ্যায়ের নাম	আয়াত নং	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْبُيُوْعِ	৬২ : ১১	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي : وَاذَا رَأَوْا تِجارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انفَضُّوْا اِلَيْهَا .[305]	১২৮২
كِتَابُ الْبُيُوْعِ	৬২ : ১১	بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي: وَاذَا رَأَوْا تِجارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انفَضُّوْا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْ كَ قَائِمًا.[306]	১২৮৭

✡ তাবি'ঈ ও সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শিরোনামে

ইমাম বুখারী (রহ.) কখন ও কখন ও পরিচ্ছেদ শিরোনামে হাদীছ বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবি'ঈ ও সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদে শুরু করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো ঃ

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ العلمِ	بَابُ الحَيَاءِ فِى العلمِ و قال مُجاهدٌ لاَيَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْي ولاَ مُسْتَكْبِرو قالتْ عائشة نِعْمَ النساءُ نِساءُ الأنصارِ لم يُمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهنَ فِي الدِينِ.[307]	৯২
كتابُ الصلاةِ	بَابُ المَسْجِدِ يَكُوْنُ فِي الطريقِ مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ بالناسِ، و بهِ قَالَ الحَسَنُ وَ اَيوْبُ وَ مَالِك.[308]	৩২৭
كتابُ الصلاةِ	بَابُ الصلاَةِ فِي مَسْجِدِ السوقِ و صَلي اِبْنُ عَوْنٍ فِيْ مَسْجِدٍ فِيْ دارٍ يُغلَقُ عَلَيْهِمُ البَابُ.[309]	৩২৮
كتاب مُواقِيْتِ لصلاةِ	بابُ وَقْتِ المَغربِ و قَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ المَرِيضُ بَيْنَ المَغربِ و العِشَاءِ [310]	৩৬৯
كتابُ الاَذانِ	بابُ رَفعِ الصوْتِ بِالنداءِ وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيزِ اُذْنْ اَذانًا سَمْحًا وَ الا فَاعْتَزِلْنا .[311]	৩৯৭
كتابُ الاَذانِ	بابُ الكلامِ في الاَذانِ وَ تَكَلَّمُ سُلَيْمانُ بْنُ صُرَدٍ فِي اَذَانِه وَقالَ الحسنُ لاَ بَأسَ اَنْ يَضْحَكَ و هو يُؤَذِنُ اَوْ يُقِيْمُ.[312]	৪০২

[305] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[306] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[307] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ২২; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

[308] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

[309] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

[310] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[311] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[312] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

كتابُ الأذاَنِ	بابُ : قَوْلِ الرجُلِ فَاَتَتْنا الصلاةُ وَ كَرِهَ ابْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ يَقُوْلَ فَاتَتْنا الصلاةُ [৩১৩]	৪১২
كتابُ الأذاَنِ	بابُ إذاَ كاَنَ بَيْنَ الامامِ وَ بَيْنَ القَوْمِ حاَئِطٌ اَوْ سُتْرَةٌ وَ قاَلَ الحسَنُ لاَ بَأْسَ اَن تُصليْ وَبَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ نَهر.[৩১৪]	৪৭২
كتابُ العِيْدَيْنِ	بابُ مَايُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السلاحِ في الْعِيْدِ و الحامِ، وَ قَالَ الحسَنُ نُهُوْا اَنْ يَحْمِلُوا السلاَحَ يَوْمَ عِيْدِ الاَّ اَنْ يَخاَفُوْاعَدُواً.[৩১৫]	৬১০
ابوابُ تقَّصيرِ الصلواةِ	بابُ إذا لَمْ يُطِقْ قاَعِداً صلَّي عَلَى جَنْبٍ وَ قالَ عَطَاءُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ اَنْ يَتَحوّلَ الي القِبْلَةِ صلَّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.[৩১৬]	৭১৩
كتابُ التحَجّدِ	بابُ إذاَ إنفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصلاةِ و قال قَتَادَةُ إنْ اُخِذَا ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ.[৩১৭]	৭৬৭

[৩১৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

[৩১৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭।

[৩১৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১০।

[৩১৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯১।

[৩১৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৭।

كتابُ الزكَاةِ	بابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاَى اَبُوْ العَالِيَةِ وَ عَطَاءُ و إِبْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرِيضَةً.[৩১৮]	৯৫২
كِتَبُ الاَشْرِبَةِ	بابُ الشرْبِ مِنْ قَدَحِ النبيِّ (ص) وَ آنِيَتِهِ، وَ قَاَلَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَلاَمٍ اَلاَ أَسْقِيْكَ فِيْ قَدَحٍ شَرِبَ النبيُّ (ص) فِيْهِ.[৩১৯]	২২৪৯

পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর কুরআ'নের আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদে শিরোনাম লিখার পর সে আলোকে কুরআনের আয়াতকে সাথে সাথে দলীল হিসেবে 'পরিচ্ছেদে শিরোনাম' উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ بَدْءِ الوَحْي	بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوحيِ إلِيٰ رَسُوْلِ اللهِ(ص) وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:إِنَّا اَوْحَيْنَا إليكَ كَمَا اَوحَيْنَا إلِي نُوحٍ وَّ النَّبِيِّنَ مِن بَعدِهِ.[৩২০]	০১
كتابُ الصلاةِ	بَابُ التَعاوُنِ فِيْ بِنَاءِ المَسْجِدِ وَقَوْلُ اللهِ تعاليٰ:مَاكاَنَ للمُشْرِكِيْنَ اَنْ يعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ.[৩২১]	৩০৪

[৩১৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬০।

[৩১৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪।

[৩২০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.০২; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩।

[৩২১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫।

ক্রম	باب	كتاب
৩৫১	بابُ المَوَاقِيتِ الصلاةِ وَ فضلِهاَ، وَ قَوْلُهُ : إنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلي المؤمِنِيْنَ كِتابًا مَوْقُوْتًا.[৩২২]	كِتاب مُواقِيتِ الصلاةِ
৫৯৬	اَبوابُ صَلاةِ الخَوْفِ و قَالَ اللهُ تَعَالي : وَإذاَ ضَرَبْتُمْ في الأرضِ فَليسَ عَليكمْ جُناح. الخ.[৩২৩]	كِتابُ الجُمُعَةِ
৬৬৮	بَابُ هَلْ يَقُوْلُ كَسفَتِ الشمسُ اَوْ خَسفَتْ وَقَالَ اللهُ تَعَالي: وَخَسَفَ القَمَرُ.[৩২৪]	كِتابُ الكُسُوْفِ
৯১৫	بابُ التحَجُّدِ باليلِ و قَوْلِهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَمِنَ الَّليلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةًلَّكَ.[৩২৫]	كِتابُ التَّحجدِ
৯৮৯	بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدُ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.[৩২৬]	كِتابُ الجَنائِزِ
৮৮২	بَابُ وَجُوْبِ الزَّكَاةِ و قَالَ اللهُ تَعَالي: وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ.[৩২৭]	كِتابُ الزَّكَاةِ

[৩২২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩।

[৩২৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫।

[৩২৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৯।

[৩২৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮।

[৩২৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬১।

[৩২৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮২।

ক্রম	باب	كتاب
৮৮৩	بَابُ البَيْعَةِ عَلي إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ: فَإنْ تَابُوا و اَقَامُوْا الصَّلواةَ و اٰتَوُا الزَّكواةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ.[৩২৮]	كِتابُ الزَّكَاةِ
১১৪৩	بَابُ جَزَاءِ الصيْدِ وَ نَحْوِهِ و قَالَ اللهُ تَعَالي :لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُم. الخ.[৩২৯]	كِتابُ المَنَاسِكِ
১৪৬৬	بَابُ فِي الشِّرْبِ و قَالَ اللهُ تَعَالي : وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ.[৩৩০]	كِتابُ المُسَاقَاةِ
২০৬৪	بَابُ اللعَانِ و قَالَ اللهُ تَعَالي : وَ الذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ اَنْفُسَهُمْ.[৩৩১]	كِتابُ الطلاَقِ
২১৭৯	بابُ غَزْوَةِ اُحُدٍ و قَالَ اللهُ تَعَالي : وَاذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقاعِدَ لِلقِتَالِ.[৩৩২]	كِتابُ المغازي

[৩২৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৩।

[৩২৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০২।

[৩৩০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

[৩৩১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯৯; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩।

[৩৩২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৮; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

كِتَابُ المغازي	بابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِ اللهِ تعالي : لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.[٣٣٣]	২১৯৯
كِتَابُ المغازي	بابُ حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ و جَلَّ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوْا.[٣٣٤]	২২৪৩
كِتَابُ الطلاقِ	بابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثلاثِ، لِقَوْلِاللهِ تَعَالي: اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيْح بِإِحْسَانٍ.[٣٣٥]	২০৪৩
كِتَابُ الطلاقِ	بابُ لاَ طَلَاقَ قَبْلَ النكاحِ، و قَالَ اللهِ تَعَالي : يَاأَيهَا الذينَ أَمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الخ.[٣٣٦]	২০৪৮
كِتَابُ الطلاقِ	بابُ الشِّقَاقِ وَ هَلْ يُشِيْرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضرورةِ، وَقَولُهُ تَعالي : وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إلخ.[٣٣٧]	২০৫২

كِتَابُ الرِّقَاقِ	بابُ الغِنَى غِنَى النفسِ,وَ قَوْلُهِ : اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَّ بَنِيْنَ.[٣٣٨]	২৬৯৭
كِتَابُ الرقاقِ	بابُ الصبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، (وَ قَوْلُه): إِنَّمَا يُوَفَّي الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.[٣٣٩]	২৭০২
كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ وَ الرِّدَّةِ	بابُ الْبِكْرانِ يُجْلَدانَ وَ يُنْفَيَانِ (وَ قَوْلُه): الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ، اِلي قَوْمٍ وَ حُرِمَ ذالكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.[٣٤٠]	২৮৫১

✡ হাদীছের মূল অংশকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর সে আলোকে হাদীছের মূল অংশকে সাথে সাথে দলীল হিসেবে 'পরিচ্ছেদে শিরোনাম' উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো:

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ الصلاةِ	بَابُ التَّوَجهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَ قَالَ اَبُو هُرِيرةَ قَالَ النَّبيُّ (ص:) إِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ.[٣٤١]	২৯২

[৩৩৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৭; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩।

[৩৩৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩৪; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২১।

[৩৩৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯১ ; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭।

[৩৩৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯৩ ; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪।

[৩৩৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯৫ ; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।

[৩৩৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৪; খ.১০ম,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।

[৩৩৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৮; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯।

[৩৪০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ.১০১০; খ.১০ম, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.২৩৯।

[৩৪১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪ ।

كتاب الصلاة	بَابُ مَنْ صَلَّي وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ اَوْ نَارٌ اَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَارَادَ بِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ النبيّ (ص) عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَ اَنَا أُصَلِّيْ .[٣٤٢]	২৯২
كتاب الأذان	بابُ الرجلُ ياتمُّ بِالامامِ يأتَمُّ النَّاس بِالمأمُومِ و يُذْكَرُ عنِ النبيّ (ص) اَتمُّوا بِيْ وَلْيأتَمَّ بِكُم مَنْ بَعْدَكُمْ.[٣٤٣]	৪৬০
كتابُ الأذان	بابُ يَسْتَقْبِلُ بِاطْرافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ قَالَهُ اَبُوا حُمَيْدِ الساعِدِيّ عَنِ النبيّ (ص).[٣٤٤]	৫২১
كِتابُ الجُمُعَة	بَابُ السواكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قال اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النبيّ (ص).[٣٤٥]	৫৬৩
كِتابُ الجُمُعَةِ	بابُ الخُطْبَةِ علي المِنبَرِ وَ قالَ اَنسٌ (رضي الله عنه) خطَبَ النبيّ (ص:) عَلَي المِنْبَرِ.[٣٤٦]	৫৮০

[342] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮ ।

[343] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৯০।

[344] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫।

[345] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২।

[346] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩।

كِتابُ الجُمُعَةِ	بابُ الخُطْبَةِ قَائِمًا وَ قالَ اَنَسٌ بَيْنَا النبيّ (ص) يَخْطَبُ قَائِمًا .[٣٤٧]	৫৮১
كِتابُ العِيْدَيْنِ	بَابُ إِسْتِقْبَالِ الامامِ الناسَ فِي خُطْبَةِ العِيْدِ قَالَ اَبُوْسَعِيدٍ قَامَ النبيّ (ص) مُقَابِلَ النَاسِ.[٣٤٨]	৬১৮
كِتابُ الوِتْرِ	بَابُ سَاعَاتِ الوِتْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْصَانِي النبيّ (ص) بِالوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ .[٣٤٩]	৬২৯
كِتابُ الكُسُوْفِ	بابُ خُطْبَةِ الامَامِ فِي الكُسُوْفِ و قَالَتْ عائِشَةُ و اسْمَاءُ خَطَبَ النبيّ (ص).[٣٥٠]	৬৬৭
كِتَابُ الزَّكَاةِ	بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النبيّ (ص) لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.[٣٥١]	৮৮৫
كِتَابُ الزَّكَاةِ	بَابُ الزَّكَاةِ عَلي الاَقَارِبِ وَ قَالَ النبيّ (ص) لَهُ اَجْرَانِ اَجْرُ القَرَابَةِ و الصدقَةِ.[٣٥٢]	৯২৬

[347] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

[348] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫।

[349] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭।

[350] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২; ২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮।

[351] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.০৮।

[352] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

كِتَابُ المَنَاسِكِ	بابُ هَدْمِ الكعْبَةِ قَالَتْ عائِشَةُ (رض:) قال النبيّ (ص:) يَغْزُوْ جَيْشا لكعبة فَيُخْسَفُ بهِمْ .[٣٥٣]	১০০৯
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بابُ اِشْعَارِ البُدنِ و قال عُرْوَةُ عنِ المِسْوَرِ (رض) قَلَّدَ النبيّ (ص) لهَدْس و اشْعَرَهُ و احْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.[٣٥٤]	১০৬৯
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بابُ لاَيُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ و قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ (رض:) عَنِ النبيّ (ص:) لاَ يَعْضَدُ شَوْكُهُ.[٣٥٥]	১১৫০
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بابُ المُحْرِمِ يَمُوْتُ بِعَرَفَةِ و لمْ يامُرِ النبيّ (ص) اَنْ يُؤدي عَنْهُ بَقِيَةُ الحجِّ .[٣٥٦]	১১৬২
كِتَابُ الصَّوْمِ	بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنية قَالَتْ عائِشَةُ (رض:) عَنِ النبيّ (ص) يُبْعَثُوْنَ علي نِيَّاتِهِمْ.[٣٥٧]	১১৮৯

---

[৩৫৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪।

[৩৫৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮।

[৩৫৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮।

[৩৫৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭।

[৩৫৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২৫১।

كِتَابُ الصَّوْمِ	بابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ, قَالَتْ عائِشَةُ (رض) يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.[٣٥٨]	১২০৬
كِتَابُ الصَّوْمِ	بابُ مَتي يَحِلُّ فِطْرُ الصائِمِ وَ اَفْطَرَ اَبُوْ سَعيدٍ الخُدْرِيّ حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشمْسِ.[٣٥٩]	১২২৫
كِتَابُ البُيُوْعِ	بابُ بَيْعِ المُلاَمَسَةِ وَ قَالَ اَنَس نَهى عَنْهُ النبيّ (ص:) [٣٦٠]	১৩৩৮
كِتَابُ البُيُوْعِ	بابُ قَتْلَ الخِنْزِيْرِ وَ قَالَ جَابِر حَرَّمَ النبيّ (ص) بَيْعَ الخِنْزِيْرِ.[٣٦١]	১৩৭৮
كِتَابُ الفِتَنِ	بابُ خُرُوجِ النَّارِ، وَ قال انس قال النبيّ (ص:) اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعةِ نَار تُحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إلي الْمَغْرِبِ.[٣٦٢]	৩০০০

✡ আগে কুরআ'নের আয়াত পরে পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদে শিরোনাম লিখার ক্ষেত্রে আগে কুরআ'নের আয়াত লিখে পরে পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন

---

[৩৫৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২।

[৩৫৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৭।

[৩৬০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫২।

[৩৬১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫।

[৩৬২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৫৪; খ.১০ম,(ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৯।

করেছেন। যেমন : 'কিতাবুল আদাব' অধ্যায়ের ২৫০১ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৩]

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالي:يَا اَيُّهَا الذينَ آمَنُوْا إتقُوا اللهَ وِ كُونُوا معَ الصادِقِيْنَ، و مايُنْهي عَنِ الكِذْبِ)

✲ পরিচ্ছেদ শিরোনামে শুধু কুরআ'নের আয়াত পর পর উল্লেখ

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার ক্ষেত্রে শুধু কুরআ'নের আয়াত পর পর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত পরিচ্ছেদে হাদীছ উল্লেখ করেন নি। যেমন, 'কিতাবু-আয্-যাবাইহ্' অধ্যায়ের ২২০৪ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৪]

(بابُ أَكْلِ المُضْطَرِّ، لِقَوْلِهِ تَعَالي: يا أيها الذينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .الخ، و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتَجَانِفٍ لِإثْمٍ، و قَوْلِه: فَكُلُوا مِما ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ.الخ، وقالَ :فَكُلُوْا مِما رَزَقَكُمُ اللهِ طَيِّبًا و اشكُرُوا نِعْمةَ الله إنْ كُنْتم إياهُ تَعْبُدُوْنَ. إنما حَرَّمَ عَليكُمُ الميتةَ و الدَّمَ و لَحْمَ الخِنْزِيرِ . .فإنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.)

✲ "تَرجُمَتُ البَابِ" না লিখে কুরআ'নের আয়াত উল্লেখ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও অধ্যায়ের (كِتَاب)-এর নাম লিখেই পরিচ্ছেদ শিরোনাম (تَرجُمَتُ البَاب) না লিখে ঐ অধ্যায়ের আলোকে পবিত্র কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছেন । নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো : (كِتَابُ الغسلِ) গোসল অধ্যায়,[৩৬৫]

---

[৩৬৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৫।

[৩৬৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১।

[৩৬৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসম'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫।

(كِتابُ الحيضِ) হায়য অধ্যায়,[৩৬৬] (كِتابُ الأَشْرِبَةِ) পানিয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়,[৩৬৭] (كِتابُ الدَّعْوَاتِ) দু'আ অধ্যায়,[৩৬৮] (كِتابُ المُحارِبِيْنَ مِنْ اهلِ الْكُفْرِ و الردةِ) কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়,[৩৬৯] (كِتابُ الدياتِ و) রক্তপন অধ্যায়[৩৭০] ইত্যাদি।

অধ্যায় (كِتاب)-এর নাম লিখেই হাদীছ উপস্থাপন :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও অধ্যায় (كِتاب)-এর নাম লিখেই পরিচ্ছেদ শিরোনাম (ترجُمَةُ البَاب) না লিখে ঐ অধ্যায়ে সরাসরি হাদীছ উপস্থাপন করেছেন। যেমন : (كِتابُ الهِبَةِ وَ فَضْلِهَا و التحْرِيْضِ عَلَيْهَا) 'হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান'[৩৭১] । অনুরুপভাবে (كِتابُ القَدَرِ) 'তাক দীর অধ্যায়ে' (ترجُمَةُ البابُ) 'পরিচ্ছেদে শিরোনাম' না লিখেই সরাসরি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৩৭২]

✲ জটিল জটিল শব্দের বিশ্লেষণ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনামে কুরআ'নের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ও অনেক স্থানে আয়াতের জটিল জটিল শব্দের

---

[৩৬৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬।

[৩৬৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২১১।

[৩৬৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৫৫১।

[৩৬৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ.১০০৫; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২২১।

[৩৭০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১৪; খ.১০ম, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৬।

[৩৭১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৯; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫।

[৩৭২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭৫; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫।

চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে আয়াতের মর্মার্থ অনুধারন করতে কোন অসুবিধা হয় না। নিম্নে এ জতীয় কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ مَواقِيْتِ الصلاة	بَابُ مايُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ السَّامِرُ مِنَ السَّمْرِ وَ الجَمِيْعُ السُّمَّارُ وَ السَّامِرُ هُنا فِي مَوْضِعِ الجَمِيْعِ.[٣٧٣]	৩৯০
كتابُ الجُمعةِ	بَابُ المشْيِ الي الجمُعَةِ، وَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: فاسْعَوْا اِلي ذِكْرِ اللهِ وَ مَنْ قالَ السعْيُ العَمَلُ و الذَّهابُ.[٣٧٤]	৫৭২
كتابُ الإسْتِسْقَاءِ	بابُ مَايُقالُ إذا اَمْطرَتْ و قالَ ابْنُ عَباسٍ كَصيبٍ المطَرِ و قال غَيْرُهُ صَابَ و اَصَابَ يَصُوْبُ.[٣٧٥]	৬৫৭
كتابُ الاجنائز	بابُ مَا جَاءَ فِي عَذابِ القَبْرِ و قَوْلُ اللهِ : وَ لو تَرَي اِذِ الظَالِمُوْنَ فِي غَمراتِ المَوتِ و.[٣٧٦]	৮৬৯
كِتَابُ	بَابُ نِحْرِ البُدنِ قَاعِمةً و قال ابن عُمر(رض)	১০৮০

[৩৭৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬।

[৩৭৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৯।

[৩৭৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০; খ.২য়, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭।

[৩৭৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩; খ.২য়, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৯।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بَابُ نِحْرِ البُدنِ قَاعِمةً و قال ابن عُمر(رض) سُنةَ مُحمد(ص) و قال ابن عبسٍ(رض) صواف قِياماً.[٣٧٧]	১০৮০
كِتابُ البُيُوْعِ	بابُ الكيلِ علي البائعِ و المُعْطي و قَال اللهِ تَعَالي : و اِذا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.[٣٧٨]	৩২২৭
كِتابُ الاِجَارَةِ	بابُ مَنِ إسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَبين له الاجلَ، و لَمْ يُبينَ العمل.[٣٧٩]	১৪০৫
كِتابُ بَدْءِ الخَلْقِ	بَابُ ماَ جاءَ فِي سَبْعِ اَرْضِيْنَ وَ قَوْلِ اللهِ تَعالي: اللهُ الَّذِيْ خَلقَ سبْعَ سَمَوَاتٍ.[٣٨٠]	১৯৮৪
كِتابُ بَدْءِ الخَلْقِ	بَابُ ماَ جاء فِي قَوْله : وَهُوَ الَّذي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بينَ يدَي رَحْمَته.[٣٨١]	১৯৮৭
كِتابُ بَدْءِ الخَلْقِ	بابُ صِفَةِ النَّارِ و انهار مَخْلوقة، غسَاقًا يَقُولُ غَسقتْ عَيْنُهُ وَ يَغْسِقُ الجرْحُ.[٣٨٢]	১৯৯২

[৩৭৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৪।

[৩৭৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪।

[৩৭৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

[৩৮০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৩; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪।

[৩৮১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯১।

[৩৮২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯১।

كِتَابُ	بَابُ	নং
كِتَابُ التفسير	بَابُ قَوْلِه تعالي: وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبراهِيمَ القَوَاعِدَ مِنَ البيتِ و إسماعيلُ.الخ.[৩৮৩]	২২৬৩
كِتَابُ التفسير	بَابُ قَوْلِه تعالي: فَإنْ خِفتُم فرِجَالاً اَوْ رُكْبَاناً فَإذا اَمِنتُمْ فَاذكُروا اللهَ.الخ [৩৮৪]	২২৯৭
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوْلِهِ:لاَ يَسأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا. يُقَال الحَفَ علي وَالَح علي وَاَحْفَنِيْ بِالمسألةِ فَيُحْفِكُم يُجْهِدكُمْ.[৩৮৫]	২৩০১
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوْلِهِ: آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربه، قَالَ إبن عَباسٍ إصرًا عَهْدًا.الخ.[৩৮৬]	২৩০৮
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوْلِهِ: مِنْهُ آيات مُحكمات، و قَال مُجَاهد: الحَلاَلُ وَ الحَرَامُ.الخ .[৩৮৭]	২৩০৯
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوْلِهِ:إنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعهدِ اللهِ وايمانِهم ثمَنًا قليْلاً أولئكَ لاَ خَلاَقَ لَهم لا خَيْرَ, اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ مِنَ الأَلَم وَ هُوَ فِيْ مَوْضِعِ مُفْعِلٍ.[৩৮৮]	২৩১০

৩৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৪; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২।

৩৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫০; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯।

৩৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫১; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২।

৩৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫।

৩৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৬।

৩৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮।

كِتَابُ	بَابُ	নং
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوْلِه:إنَّما الخمرُ و الميسرُ و الازلامُ و الانصَابُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشيطانْ.[৩৮৯]	২৩৬২
كِتَابُ التفسير	بابُ قَوله: اَلا إنَّهم يَثْنُون صُدُورهم لِيستخفُوْا مِنه اَلاَ حِيْنَ يَستغشَوْنَ ثِيَابَهُم .[৩৯০]	২৪২৩
كِتَابُ القدرِ	بابُ المَعصومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ عَاصِم مَانِع قال مُجاهدُ سُدًي عَنِ الحقِّ يترددونَ فِي الضلالَةِ.[৩৯১]	২৯৪১
كِتَابُ الرَّدِّ عَلَي الجَهْمِيَّةِ	بابُ قَولِه: وَكَان عَرشُهُ عَلَي الماءِ و هُوَ رَبُّ العرشِ العظيمِ، وَقَال اَبو العالية: إستوي الي السماءِ ارتَفَع فَسوهن خَلَقَهُ، و قال مُجاهد: إستوي علي العرش وَعَلاَ عَلَي العرش.[৩৯২]	৩১২৪

✲ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উপস্থাপন

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর সে আলোকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী দ্বারা দলীল হিসেবে (ترجمةُ البابِ) ''পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

৩৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬৪; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৩।

৩৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭৭; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯২।

৩৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭৮; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২২।

৩৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০৩; খ.১০ম,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৫৫৫।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتاب الصوم	باب قَوْلِ النبيِّ (ص) لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَ اشْتَدّ الحَر ليسَ مِنَ البر الصومُ فِيْ السَّفرِ .[٣٩٣]	১২১৮
كتابُ الذبائح	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) فَلْيَذْبَحْ عَلَي إسْمِ اللهِ.[٣٩٤]	২১৮৩
كتابُ اللّباسِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) لاَ يَنْقُشُ عَلَي نَقْشِ خَاتَمِهِ.[٣٩٥]	২৬৮৩
كِتَابُ الآدَاتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) خَيْر دُوَرِ الأَنْصَارِ[٣٩٦]	২৪৭৯
كِتَابُ الآدَاتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ و عَقْرَيْ حَلْقَي.[٣٩٧]	২৫২৫
الإسْتِأْذَانِ كِتَابُ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) قُوْمُوْا إلَي سيدكُمْ.[٣٩٨]	২৫৮৬
كِتَابُ الدَّعْوَاتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَ رَحْمَةً.[٣٩٩]	২৬৪৭
كِتَابُ الدَّعْواتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) رَبَنَا آتِنَا فِي الدنيا حَسَنَةً.	২৬৬৮

৩৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২।

৩৯৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২৭; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩।

৩৯৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭৩ ; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৩।

৩৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯৪ ; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬।

৩৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০৯; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৩।

৩৯৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২৬; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৯।

৩৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪১; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৭।

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) اَللّهُم إغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَرتُ.[٤٠٠]	২৬৭৩
كِتَابُ الدَّعْوَاتِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليهودِ و لا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا.[٤٠١]	২৬৭৫
كِتَابُ الرِّقَاقِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ.[٤٠٢]	২৬৮৪
كِتَابُ الرِّقَاقِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.[٤٠٣]	২৬৮৫
كِتَابُ الرِّقَاقِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً.[٤٠٤]	২৭০৯
كِتَابُ الأَيْمَانِو النُذُوْرِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) وَ اَيْمُ اللهِ.[٤٠٥]	২৭৫০
كِتَابُ الفَرَائِضِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) مَنْ اَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِه.[٤٠٦]	২৭৯৩

৪০০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪৬; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৫।

৪০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪৭; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬।

৪০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪৯; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

৪০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪৯; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬।

৪০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬০; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬।

৪০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮০; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩ ।

৪০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯৬; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭ ।

كِتَابُ الفِتَنِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) مَنْ حَمَلَ عَلينا السلاحَ فَليسَ مِنا.[٤٠٧]	২৯৮৩
كِتَابُ الفِتَنِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) الفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ المشرقِ.[٤٠٨]	২৯৯২
كِتَابُ التمني	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) لَوِ إسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِي ما إسْتَدْبَرْتُ.[٤٠٩]	৩০৬১
كِتَابُ الاِعْتِصَامِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) لَتَتْبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.[٤١٠]	৩০৮৮
كِتَابُ الرَّدِّ عَلَي الجَهْمِيَّةِ و غَيْرِ هِمْوَ التَّوْحِيْدِ	بابُ قَوْلِ النبيِّ (ص) الماهِرُ بِالقُرانِ مَعَ السفَرِ الكِرامِ البررةِ و زَيِنُوْا القُرآنَ بِاَصْواتِكُمْ.[٤١١]	৩১৫৪

✡ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'আমল দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

[৪০৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪৭; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪।

[৪০৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫০; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৪।

[৪০৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭৩; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৬।

[৪১০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮৮; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৬।

[৪১১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২৫; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩০।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ الوُضُوْءِ	بابُ السِوَاكُ, و قال ابن عَباسٍ بِتُّ عِنْدَ النبيِّ (ص) فَاسْتَنَّ.[٤١٢]	১৯১
كتابُ الصَّلاةِ	بابُ عَقْدِ الاِزَارِ عَلَي القَفَا فِي الصلاةِ، و قالَ ابُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النبيِّ (ص) عَاقِدِيْ أزْرِهِم عَلَي عَوَاتِقِهِم.[٤١٣]	২৪৪
كتابُ الصلاةِ	بابُ اِدْخَالِ البَعِيرِ في المَسْجِدِ لِلْعِلةِ، و قال ابن عباسٍ طَافَ النبيَّ (ص) علي بَعِيْرِهِ.[٤١٤]	৩১৯
كتابُ الصلاةِ	بابُ المسْجِدِ التيْ عَلي طُرُقِ المَدِيْنَةِ وَ المواضعِ التي صلي فِيهَا النبيّ. (ص)[৪১৫]	৩৩০
كِتَابُ المَوَاقيتُ الصلاةِ	بابُ وَقْتِ الظهْرِ عِنْدَ الزوالِ و قال جابرُ كَانَ النبيّ(ص) يُصَلي بِالهاجِرَةِ.[٤١٦]	৩৬১
كِتَابُ الأَذَانِ	بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التشهدَ الاوّلَ وَاجِبًا لان النبيّ (ص) قَامَ مِنَ الرَّكْعتينِ و لم يَرْجِعْ.[٤١٧]	৫৩৫

[৪১২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

[৪১৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।

[৪১৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২।

[৪১৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২।

[৪১৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

[৪১৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪।

كِتَابُ الوِتْرِ	بَابُ إِيْقَاظِ النَّبِيِّ (ص) أَهلَهُ بِالوِتْرِ.[٤١٨]	৬৩০
كِتَابُ الإِسْتِسْقَاءِ	بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ و خُرُوجِ النَّبِيِّ (ص) فِي الإِسْتِسْقَاءِ.[٤١٩]	৬৩৫
كِتَابُ الإِسْتِسْقَاءِ	بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيِّ (ص) ظَهْرَهُ الي النَاسِ.[٤٢٠]	৬৫১
كِتَابُ الزَّكَاةِ	بَابُ مَا يُذكَرُ فِي الصَّدقَةِ لِلنَّبِيِّ (ص) وَ آلِهِ.[٤٢١]	৯৪২
كِتَابُ الزَّكَاةِ	بَابُ الصَّدَقَةُ علي مَوَالِيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ. (ص)[৪২২]	৯৪৩
كِتَابُ الصوم	بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ (ص) وَ إِفْطَارِهِ.[٤٢٣]	১২৩৫
كِتَابُ الإِعْتِكَافِ	بَابُ الإِعْتِكَافِ وَ خَرَجَ النَّبِيِّ (ص) صَبِيحَةَ عِشْرِيْنَ.[٤٢٤]	১২৬৬

৪১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২।

৪১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২৩৩।

৪২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৪।

৪২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪।

৪২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৪২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৪; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪।

৪২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

كِتَابُ الجِهَادِ	بابُ كَانَ النبِيّ (ص) إِذَا يُقَاتِلُ اوّلَ النَّهَارِ اخرَ القِتَالَ حَتي تَزُوْلَ الشَمسُ.[٤٢٥]	১৮৫৩
كِتَابُ الجِهَادِ	بابُ قَسَمَ النبِيّ (ص) قُرَيْظَةَ و النضِيْرَ وَمَا اَعْطِي مِنْ ذالك فِي نَوَائِبِهِ.[٤٢٦]	১৯৫২
كِتَابُ الجِهَادِ	بابُ بَرَكَةِ الغَازِيْ فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيتًا مَعَ النبِيّ (ص) وَ وُلَاَةِ الاَمْرِ.[٤٢٧]	১৯৫৩
كِتَابُ اللباسِ	بابُ مَا كَ ان النبِيّ (ص) يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ و البُسْطِ.[٤٢٨]	২৩৬০
كِتَابُ الآدابِ	بابُ لَمْ يَكُنِ النبِيّ (ص) فَاحِشًا و لاَ مُتَفَحِّشًا.[٤٢٩]	২৪২৭
كِتَابُ الدَّعْوات	بابُ إِسْتِغْفَارِ النبِيّ (ص) فِي اليَوْمِ و الليلةِ.[٤٣٠]	২৬১৬
كِتَابُ الأَحْكَامِ	بابُ مَاذُكِرَ اَنَّ النبِيَّ (ص) لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ.[٤٣١]	৩০১৫

৪২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৬; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬।

৪২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫।

৪২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫।

৪২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬৮; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৮।

৪২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯১; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৪।

৪৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩৩; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫৩।

৪৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫৯; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪১২।

✡ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা সূচক বাণী দ্বারা পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা সূচক বাণী দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْجِهَادِ	بَابٌ لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ.[٤٣٢]	১৮৯০
كِتَابُ اللِّبَاسِ	بَابُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ.[٤٣٣]	২৪২৩
كِتَابُ الآدَابِ	بَابُ لاَ يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ.[٤٣٤]	২৪৩৫
كِتَابُ الآدَابِ	باب لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَة لِجَارَتِهَا.[٤٣٥]	২৪৬২
كِتَابُ الإِسْتِئْذَانِ	باب لاَ تَتْرُكُ النَّارَ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوم.[٤٣٦]	২৬০৯
كِتَابُ التَّقْدِيرِ	باب لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ.[٤٣٧]	২৭৪৫

[৪৩২] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৩ ; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫ ।

[৪৩৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮১; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০ ।

[৪৩৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৩; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯০ ।

[৪৩৫] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৯; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০ ।

[৪৩৬] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩১; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪৫ ।

[৪৩৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭৯; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪ ।

كِتَابُ الأَيْمَانِ و النُّذُورِ	بَابُ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم.[٤٣٨]	২৭৫২
كِتَابُ الأَيْمَانِ و النُّذُور	بَابُ لاَيَحْلَفُ بِاللاَتِ وَ الْعُزِّي و لاَ بِالطَّوَاغِيْتِ.[٤٣٩]	২৭৫৩
كِتَابُ الْفِتَنِ	بَابُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يُغْبَطَ اَهلُ الْقُبُورِ.[٤٤٠]	২৯৯৮
كِتَابُ الإِعْتِصَام	بَابُ نَهْيِ النبيّ (ص) عَنِ التَّحْرِيْمِ إِلاَّ مَايُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ.[٤٤١]	৩১০০

✡ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় দু'টি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

[৪৩৮] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮৩; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০ ।

[৪৩৯] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮৪; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩ ।

[৪৪০] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫৪; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৪ ।

[৪৪১] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯৪; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৪ ।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كتابُ الْأَذَانِ	بابُ أَمْرِ النبيِّ (ص) الذي لايُتِمُّ رُكُوْعَهُ بِالْإِعَادَةِ. [৪৪২]	৫১৩
كِتَابُ الْمَنَاسِكِ	بابُ أَمْرِ النبيِّ (ص) بِالسكينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ وَ اِشَارَتِهِ اِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ. [৪৪৩]	১০৫৫

✡ রাসূলুল্লাহ (সা.)-নিষেধ করার পরে পুনঃ অনুমতি দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-নিষেধ করার পরে পুনঃ অনুমতি দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। যেমন : (كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ) 'পানিয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়'-এর ২২২৭ নং পরিচ্ছেদে বলেন,[৪৪৪]

(بَابُ تَرْخِيصِ النبي (ص) فِي الْأَوْعِيَةِ و الظ رُوفِ بَعْدَ النهي)

"পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধরনের বরতন ও পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পক্ষ থেকে পুনঃ অনুমতি প্রদান"।

✡ পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন : (كِتَابُ الاصوم) 'সাওম অধ্যায়'-এর ১২৪৫ নং পরিচ্ছেদে বলেন,[৪৪৫]

---

[৪৪২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬।

[৪৪৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬ ।

[৪৪৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩৭; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭ ।

[৪৪৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১ ।

(بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمعَةِ فإذا اَصْلَحَ صَائِمًا يَومالجُمعَةِ فَعَليه اَنْ يُفْطِرَ يَعْني إذا لم يَصُمْ قَبْلَهُ و لاَ يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ) "পরিচ্ছেদ : জুম'আর দিনে সাওম পালন করা। যদি জুমু'আর দিনে সাওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয় তবে, তার উচিত সাওম ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যদি এর আগের দিন সাওম পালন না করে থাকে এবং পরের দিন সাওম পালনের ইচ্ছা না থাকে"।

✡ 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখেই ঐ 'পরিচ্ছেদে সরাসরি হাদীছ উল্লেখ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখই ঐ পরিচ্ছেদে সরাসরি হাদীছ লিখেছেন। যেমন : (كِتَابُ القَدْرِ) 'তাকদীর অধ্যায়'।[৪৪৬]

✡ 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম ভিন্ন ভিন্ন লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদে একই হাদীছ বর্ণনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম ভিন্ন ভিন্ন লিখার পর ঐ পরিচ্ছেদে একই হাদীছ বর্ণনা (تكْرَار) করেছেন। যেমন : (كِتَابُ التَّعْبِيْرِ) 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়'-এর ২৯৪৫ নং[৪৪৭](بَابُ القَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ) এবং ২৯৪৬ নং[৪৪৮](بَابُ جَرِّ الْقَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ) পরিচ্ছেদ।

✡ পরিচ্ছেদ শিরোনামে 'ফিক্‌হী মাসআলা' বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী শরী'ঈ আহ্‌কামের দৃঢ় দলীল কা'য়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কখনও কখনও 'পরিচ্ছেদ শিরোনামে 'ফিক্‌হী মাসআলা' বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

---

[৪৪৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭৫; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫ ।

[৪৪৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩৭; খ.১০ম,(ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.৩৪১।

[৪৪৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলঃ সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩৭; খ.১০ম, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.৩৪২।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ المَناسكِ	بَابُ لاَ يَطُوْفُ بِالبَيْتِ عُرْيَان و لاَ يَحُجَّ مُشْرِك.[449]	১০২৭
كِتَابُ المَناسكِ	بَابُ لاَ يَحِل القِتالُ بِمَكَّةَ وَ قَال اَبُوْشُرِيحِ(رض) عَنِ النبيِّ(ص) لاَ يَسْفِكُ دَمًا؟[450]	১১৫২
كِتَابُ الْبيوْعِ	بابُ إذا لَمْ يُوَقِتِ الْخِيَارَ هَلْ يَجُوْزُ البيعُ.[451]	১৩১৯
كِتَابُ الْبيوْعِ	بابُ إذا خَيرَ اَحَدُهُما صَاحِبَهُ بَعدَ البيع فَقَد وَجَبَ البيعُ .[452]	১৩২১
كِتَابُ الْبيوْعِ	بابُ إذا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ هَلْ يَجُوْزُ البيعُ ؟[453]	১৩২২
كِتَابُ الْبيوْعِ	بابُ اَذا إشترطَ شُرُوْطًا فِي البيع لاَ تَحِل[454]	১৩৪৯

[449] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪ ।

[450] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪ ।

[451] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭; খ.৩য় (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১০ ।

[452] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৩; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭ ।

[453] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৪; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮ ।

[454] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬১ ।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الحَوَالاَتِ	بابُ إذا اَحَالَ دَيْنَ المَيتِ عَلي رَجُلٍ جَازَ.[455]	১৪২৪
كِتَابُ الوَكَالَةِ	بابُ إذا وَكلَ المسلمُ حَرِبيًا فِي دارِ الحربِ اَوْ فِي دارِ الإسلام جَازَ.[456]	১৪৩০
كِتَابُ المُسَاقَاةِ	بابُ الخُصُوْمَةِ فِي البِأْرِ وَ القَضَاءِ فِيْها.[457]	১৪৬৯
كِتَابُ الإسْتِقْرَاضِ	بابُ العَبْدُ رَاعٍ فِيْ مالِ سَيِّدِه و لاَ يَعْمَلُ الاَّ بِاِذْنِه.[458]	১৫০২
كِتَابُ الهِبَةِ	بابُ إذَا وَهَبَ جَمَاعَةَ لِقَوْمٍ اَوْ وَهَبَ رَجُل جَمَاعَةَ جَازَ.[459]	১৬২৮
كِتَابُ الهِبَةِ	بابُ هَدِيَةٍ مَايُكْرَهُ لُبْسُهَا .[460]	১৬১৩
كِتَابُ الشُّرُوطِ	بابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِي الإسلامِ و الأَحْكَامِ و المُبَايَعَةِ .[461]	১৬৮৭

[455] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২ ।

[456] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৮; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০ ।

[457] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৭; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭ ।

[458] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৪; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬ ।

[459] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৫; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৮ ।

[460] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলঃ সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬১ ।

[461] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩ ।

كِتَابُ الْوَصَايَا	بَابُ مَا يُسْتَحَب لِمَنْ تُوُفِّيَ فَجَاةً اَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ وَ قَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ.[٤٦٢]	১৭২৪
كِتَابُ الْلِّبَاسِ	باب كِرَاهِيَةِ الصلاةِ فِي التصَاوِيْرِ.[٤٦٣]	২৪২২
كِتَابُ الْآدابِ	بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ الطولِ القصيرِ .الخ[٤٦٤]	২৪৭৭
كِتَابُ الْآدابِ	بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ اِغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ الرِّيَبِ[٤٦٥]	২৪৮০
كِتَابُ الْآدابِ	بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الغَضَبِ و الشِّدَّةِ الأَمْرِ اللهِ وَ قالَ اللهُ جَاهِدُ الكُفَّار و المُنَافِقِيْنَ و إِغلظْ عَلَيْهِ.[٤٦٦]	২৫০৭
كِتَابُ الْآدابِ	بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشِّعْرِ و الرَّجْزِ و الحِدَاءِ و مَا يُكْرَهُ مِنْهُ .الخ[٤٦٧]	২৫২০
كِتَابُ الدَّعْوَاتِ	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِن السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ[٤٦٨]	২৬৩৩

[৪৬২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৬; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৯২।

[৪৬৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮১; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০।

[৪৬৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯৪; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৪।

[৪৬৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯৪; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬।

[৪৬৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫০।

[৪৬৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০৭; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৮।

[৪৬৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩৮; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬৮।

كِتَابُ الرَّدُّ عَلَي الجَهْمِيَّةِ و غَيْرِ هِمْوَ التَّوْحِيْدِ	بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ تفسيرِ التوراةِ وَ كُتُبِ اللهِ بِالعَرَبِيةِ.الخ[٤٦٩]	৩১৫৩
كِتَابُ الْجَنَائِزِ	بَابُ مَنْ إسْتَعَدَّ الكَفَنَ فِي زَمَنِ النبيِّ (ص:) فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ.[٤٧٠]	৮১১

✡ শুধু (باب) 'পরিচ্ছেদ' দিয়েই হাদীছ বর্ণনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও (تَرجُمَةُ البَابُ) বা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' না লিখে শুধু (باب) 'পরিচ্ছেদ' দিয়েই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছ বিশারদগণের মতে এর দ্বারা তিনি পূর্ববর্তী باب -এর تَرجُمَةُ -এর প্রতি ইংগিত করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الإِيْمَانِ	بَابُ.[٤٧١]	১১
كِتَابُ الوضُوءِ	بَابُ.[٤٧٢]	১৩৭

[৪৬৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২৫; খ.১০ম,(ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৮।

[৪৭০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০; খ.২য়, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৩।

[৪৭১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২০।

[৪৭২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২০।

১৫৪	بابٌ. [٤٧٣]	كِتَابُ الوضُوءِ
২৩২	بابُ. [٤٧٤]	كِتَابُ الحَيْضِ
২৪১	بابُ [٤٧٥]	كِتَابُ التَّيَمُّمِ
২৯৬	بابُ [٤٧٦]	كِتَابُ الصَّلٰواةِ
৩৩৮	بابُ. [٤٧٧]	كِتَابُ الصَّلٰواةِ
৪৮২	بابُ. [٤٧٨]	كِتَابُ الأَذَانِ
৫১৭	بابُ. [٤٧٩]	كِتَابُ الجُمُعَةِ
৭৩৮	بابُ. [٤٨٠]	كِتَابُ التَّحَجُّدِ
৮১৭	باب. [٤٨١]	كِتَابُ الجَنَائِزِ

[৪৭৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫; খ.১ম খ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০।

[৪৭৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭; খ.১ম খ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২।

[৪৭৫] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫।

[৪৭৬] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯।

[৪৭৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯ ।

[৪৭৮] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩।

[৪৭৯] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮।

[৪৮০] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২।

[৪৮১] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০।

৮৭৬	بابُ. [٤٨٢]	كِتَابُ الجَنَائِزِ
১১৮০	بابُ. [٤٨٣]	كِتَابُ المَنَاسِكِ (فَضَائِل المدينَة)
১১৮২	بابُ. [٤٨٤]	كِتَابُ المَنَاسِكِ
১৪৫১	بابُ [٤٨٥]	كِتَابُ المُزَارَعَةِ
১৪৬০	بابُ [٤٨٦]	كِتَابُ المُزَارَعَةِ
১৪৬৪	بابُ [٤٨٧]	كِتَابُ المُزَارَعَةِ
১৬৬২	بابُ [٤٨٨]	كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
১৮২১	بابُ [٤٨٩]	كِتَابُ الجِهَادِ

[৪৮২] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬ ।

[৪৮৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

[illegible] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২ ।

[৪৮৫] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮ ।

[৪৮৬] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫।

[৪৮৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০।

[৪৮৮] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৭; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৪।

[৪৮৯] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৭; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩।

كِتَابُ الجِهَادِ	بَابُ [٤٩٠]	১৮৯৪
كِتَابُ الجِهَادِ	بَابُ [٤٩١]	১৯৭৮
كِتَابُ المَغَازِى	بَابُ. [٤٩٢]	২১৮৮
كِتَابُ المَغَازِى	بَابُ. [٤٩٣]	২২১৫
كِتَابُ المغازى	بَابُ. [٤٩٤]	২২৪৫
كِتَابُ المغازى	بَابُ. [٤٩٥]	২২৫০
كِتَابُ المغازى	بَابُ [٤٩٦]	২২৫২
كِتَابُ الطبِّ	بَابُ [٤٩٧]	২২৯৩

[৪৯০] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৪; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮।

[৪৯১] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৫

[৪৯২] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৩; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।

[৪৯৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১৫; খ.৭ম, (ই ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮।

[৪৯৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩৭; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১।

[৪৯৫] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪১; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৮।

[৪৯৬] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯।

[৪৯৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫১; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪।

كِتَابُ اللِّباسِ	بَابُ [٤٩٨]	২৩৭৬
كِتَابُ اللِّباسِ	بَابُ. [٤٩٩]	২৪৩০
كِتَابُ الدَّعواتِ	بَابُ. [٥٠٠]	২৬২৬
كِتَابُ الحِيَلِ	بَابُ. [٥٠١]	২৯১৭
كِتَابُ الفِتَنِ	بَابُ. [٥٠٢]	২৯৭৭
كِتَابُ الفِتَنِ	باب. [٥٠٣]	৩০০১
كِتَابُ الاحكام	باب. [٥٠٤]	৩০৫৬

✡ পরিচ্ছেদ শিরোনামে "বিভিন্ন 'আমলের ফযীলত" বর্ণনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী শরী'ঈ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনামে "বিভিন্ন 'আমলের ফযীলত" বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

[৪৯৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮।

[৪৯৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮২; খ ৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩।

[৫০০] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩৫; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬০।

[৫০১] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২৯; খ.১০ম, (ই ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪।

[৫০২] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫২; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৮।

[৫০৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫৪; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬।

[৫০৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭২; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫০।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْوُضُوْءِ	بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلي الْوَضُوْءِ.[505]	১৭৩
كِتَابُ الصَّلٰوَاةِ	بَابُ فَضْلِ إِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.[506]	২৬৯
كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوَاةِ	بابُ فَضْلِ الصَّلاةِ لِوقْتِهَا.[507]	৩৫৫
كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوَاةِ	بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ.[508]	৩৭৩
كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوَاةِ	بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْفجرِ.[509]	৩৭৭
كِتَابُ الأَذانِ	بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ.[510]	৩৯৬
كِتَابُ الأَذانِ	بَابُ فَضْلِ التهْجِيْرِ الي الظُّهْرِ.[511]	৪২৪

[505] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮ ; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২।

[506] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

[507] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[508] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

[509] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬।

[510] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।

[511] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬০।

كِتَابُ الأَذانِ	بَابُ فَضْلِ اللّٰهُمَّ رَبنا وَ لَكَ الحَمْدُ.[512]	৫১৬
كِتَابُ الْجُمْعَةِ	بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.[513]	৫৫৮
كِتَابُ الجُمْعَةِ	بَابُ فَضْلِ الْجُمْعَةِ.[514]	৫৬০
كِتَابُ التَّحَجُّدِ	بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ.[515]	৭৫১
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ.[516]	৯৬৪
كِتَابُ المَنَاسِكِ فَضَائِلُ المَدِيْنَةِ	بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ أَنَّهَا تَنْفِى النَّاسَ.[517]	১১৯১
كِتَابُ الصَّوْمِ	بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ[518]	১১৮৪
كِتَابُ الصلاةِ التَّرَاوِيْحِ	بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ[519]	১২৫২

[512] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

[513] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮।

[514] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯।

[515] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬।

[516] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯।

[517] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫।

[518] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮।

[519] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২।

كِتَابُ الْعِتْقِ	بابُ فَضْلِ مَنْ أَدبَ جَارِيَتَهَا وَ عَلَمَهَا.[520]	১৫৯৫
كِتَابُ الْهِبَةِ	بابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ.[521]	১৬৩৯
كِتَابُ الْجِهَادِ	بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ.[522]	১৯৭৭
كِتَابُ الْجِهَادِ	بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.[523]	১৯৭৮
كِتَابُ الآدَابِ	بابُ فَضْلِ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيْمًا.[524]	২৪৫৬
كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ و الرِّدَّةِ	بابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ.[525]	২৮৩৮

✡ সাহাবায়ে কেরামদের 'আমল দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম (রাদি' আল্লাহু 'আনহুম)-এর 'আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

---

৫২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪।

৫২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৮; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৯।

৫২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৮; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০।

৫২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৮; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২।

৫২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৮; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৫।

৫২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০৫; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩।

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْوُضُوْءِ	بابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَ السُّوْقِ.[526]	১৪৭
كِتَابُ الْوُضُوْءِ	بابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَي ظَهْرِ الْمُصلي قَذَر اَوْجِيفَة لَمْ تَفْسُدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.[527]	১৬৭
كِتَابُ الْغُسْلِ	بابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يَّغْسِلَهَا إِذَا لم يكن علي يَدهِ قَذَر غَيْرُ الْجَنَابَةِ, وَ اَدْخَلَ إِبْنُ عُمَرَ و البَرَا إِبْنُ عَازِبٍ يَدهُ فِي الطُّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُم تَوَضا.[528]	১৮২
كِتَابُ الْغُسْلِ	بابُ تَفْرِيْقِ الْغُسْلِ وَ الوَضُوْءِ وَ يُذْكَرُ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّه غَسَلَ قَدَمَيْه بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوْءُهُ.[529]	১৮৪
كِتَابُ الصَّلَوَاةِ	بابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَ غَيْرِهِ وَ كَانَ إِبْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنِي' فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَي.[530]	২৮৮

---

৫২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭।

৫২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮।

৫২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৫২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২।

৫৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫।

৪২২	بابُ فَضْلِ صَلاةِ الْجماعَةِ وَ كَانَ الاسْوَدُ إذا فَاتَتْهُ الْجَماعَةُ ذَهَبَ إلي مَسْجِدِ آخَرَ.[٥٣١]	كِتَابُ الأذَانِ
৫২০	بابُ يَهْوِى بِالتَكْبِيْرِ حِيْنَ يَسْجُدُ، وَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.[٥٣٢]	كِتَابُ الأذَانِ
৫৩৫	بابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهضَتِهِ.[٥٣٣]	كِتَابُ الأذَانِ
৫৩৬	بابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَ كَانَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ تَجْلِسُ صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ.[٥٣٤]	كِتَابُ الأذَانِ
৫৮২	بابُ يَسْتَقْبِلُ الإمامُ الْقَوْمَ وَ إسْتَقْبالُ النَّاسِ الإمامَ إذا خطَبَ و إسْتَقْبَلَ و إبْنُ عُمَرَ و انسٌ (رض) الإمَامَ.[٥٣٥]	كِتَابُ الْجُمعَةِ
৯৮১	بابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَ التَطَوُّعِ وَ سَجَدَ ابنُ عَبَّاسٍ (رض) سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِترِهِ[٥٣٦]	كِتَابُ التَّهَجُّدِ

৫৩১ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮।

৫৩২ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০।

৫৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২।

৫৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩।

৫৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

৫৩৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪; খ ২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮।

৮৫২	بابُ الدفنِ بالِليلِ وَ دُفِنَ أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيلاً.[٥٣٧]	كِتَابُ الجَنَاءِزِ
১০১৩	بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الكَعْبَةَ وَ كَانَ ابنُ عُمَرَ يَحجُّ كَثيراً وَ لاَيَدْخُلُ.(رض)[٥٣٨]	كِتَابُ المَنَاسِكِ
১০৭৪	بابُ الْجِلالِ لِلْبُدْنِ وَ كَانَ بْنُ عُمَرَ (رض) لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إلاَّ موضِعَ السَّنامِ.[٥٣٩]	كِتَابُ المَنَاسِكِ
১৫০১	بابُ إخراجِ أَهْلِ المعاصِي و الْخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعد الْمَعْرِفَةِ و قَد اَخرَجَ عُمَرَ أُخْتَ اَبِي بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ.[٥٤٠]	كِتَابُ الخُصُوْمَاتِ
২২১৮	بابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ، وَ أعانَ رَجُلَ ابن عُمَر فِي بُدْنَتِهِ.[٥٤١]	كِتَابُ الأَضَاحِيْ
২২৫৯	بابُ عِيادَةِ النساءِ الرجالَ، و عَادَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِن الأنْصارِ.[٥٤٢]	كِتَابُ المرْضي

৫৩৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৩।

৫৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৫৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১।

৫৪০ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬।

৫৪১ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩৪; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০২।

৫৪২ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪৪; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৪।

كِتَابُ الإِسْتِأْذَانِ	بابُ الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ و صَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنُ الْمُبَارك بِيَدَيْهِ.[٥٤٣]	২৫৮৮
كِتَابُ التَّيَمُّمِ	بابُ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلي نَفْسِهِ الْمَرَضَ , و يُذْكَرُ او الموتَ او خافَ العَطَشَ تَيَمَّمَ ان عَمْرَو بْنَ العاصِ اَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ باردةٍ فَتَيَمَّمَ.[٥٤٤]	২৩৯
كِتَابُ الصَّلَواةِ	بابُ الصلاةِ فِي الْبِيْعَةِ.وَ كانَ إبْنُ عَبَّاسٍ يُصَلى فِي البيعةِ الأَ بِيْعَةً فِيهَا تَمَاثِيْلُ.[٥٤٥]	২৯৫

☼ 'প্রশ্ন' (?) দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী শরী'ঈ আহ্‌কামের দৃঢ় দলীল কায়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কখনও কখনও সরাসরি 'প্রশ্ন' দ্বারা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী হাদীছ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْوَضُوْءِ	بابُ هَل يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ ؟[٥٤٦]	১৮৯

[৫৪৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩০

[৫৪৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯;, খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩।

[৫৪৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯।

[৫৪৬] হাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

كِتَابُ الْحَيْضِ	بابُ هَلْ تُصَلي الْمَرْأَةُ فِيْ ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ ؟[٥٤٧]	২১৩
كِتَابُ الْحَيْضِ	بابُ كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَ العُمْرَةِ ؟[٥٤٨]	২২০
كِتَابُ الصَّلواةِ	بابٌ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِيْ فُلاَنٍ ؟.[٥٤٩]	২৮২
كِتَابُ الأذانِ	بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ ؟[٥٥٠]	৪১৬
كِتَابُ الأذانِ	بابُ هَلْ يُصَلِّي الإمامُ بِمَنْ حَضَرَ، وَ هَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ ؟[٥٥١]	৪৩৩
كِتَابُ الأذانِ	بابُ مَتى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامُ.؟[٥٥٢]	888

[৫৪৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

[৫৪৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

[৫৪৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১।

[৫৫০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯ ; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

[৫৫১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭।

[৫৫২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮০।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ	بابُ مَا يَقْرَأُ فِي صِلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ؟[553]	৫৬৫
كِتَابُ القَصِيْرِ الصَّلٰواةِ	بابُ كَمْ أقَامَ النبيّ (ص) فِيْ حَجَّتِه ؟[554]	৬৯৭
كِتَابُ القَصِيْرِ الصَّلٰواةِ	بابُ هَلْ يُؤَذِّنُ اَوْ يُقِيْمُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ العِشَاءِ ؟[555]	৭০৮
كِتَابُ الإعْتِكَافِ	بابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوائِجِه إلَي بَابِ المَسْجِدِ؟[556]	১২৬৫
كِتَابُ الشَّرْكَةِ	بابُ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَ الإسْتِهَامِ فِيْهِ ؟[557]	১৫৬৫
كِتَابُ الْعِتْقِ	بابُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟[558]	১৫৮৩

[553] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩

[554] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭: খ.২য়, (ই ফা বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০।

[555] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮।

[556] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২; খ ৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

[557] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৯; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

[558] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

كِتَابُ الْجِهَادِ	بابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ اَهْلَ الْكِتَابِ اَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ؟[559]	১৮৪০
طِبّ	بابُ هَلْ يُدَاوِى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟[560]	২২৭৩
كِتَابُ اللِّبَاسِ	بابُ هَلْ يَجْعَلُ نَقْشَ الْخَاتَمِ ثَلاثَةَ أسْطُرٍ؟[561]	২৩৮৪
كِتَابُ الإسْتِأذَانِ	بابُ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَي أهْلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمَ ؟[562]	২৫৮২
كِتَابُ الإسْتِأذَانِ	بابُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إلَى أهْلِ الكِتَابِ ؟[563]	২৫৮৪
كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ وَ الرِّدَّةِ	بابُ هَلْ يَأمُرُ الإمامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الحدّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ ؟[564]	২৮৬৬

[559] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত. পৃ.৪১১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮ ।

[560] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪৮; খ.৯ম, (ই.ফা বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১ ।

[561] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭৩; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৩।

[562] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২৫; খ ৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৫।

[563] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২৬; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৮ ।

[564] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১৩; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০।

كِتَابُ الأَحْكَامِ	بابُ هَلْ يَجُوْزُ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِى الأُمُوْرِ؟[٥٦٥]	৩০৪১
كِتَابُ الأَحْكَامِ	بابُ هَلْ لِلإِمَامِ اَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِيْنَ وَ اَهْلَ الْمَعْصِيَّةِ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُ و الزِّيَارَةِ و نَحْوِهِ؟[٥٦٦]	৩০৫৮

✲ পরিচ্ছেদ শিরোনামে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্ধৃতি উল্লেখ

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী শরী'আতের প্রতি যেন সাধারণ মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, সে অনুযায়ী তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' বর্ণনা করার সাথে সাথে সে অনুযায়ী পরিচ্ছেদ শিরোনামে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الْعِلْمِ	بابُ مَنْ خصَّ بالعِلمِ قوْمًا دُوْن قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ اَنْ لاَ يَفْهَمُوْا، وقَال عَلِيّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ.[٥٦٧]	৯১
كِتَابُ الصَّلٰواةِ	بابُ الْمَضْمَضَةَ فِي الوُضُوْءِ، قالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهم عَنِ النبيِ(ص)[٥٦٨]	১২৩

[৫৬৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬৭; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৬।

[৫৬৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭৩; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫১।

[৫৬৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

[৫৬৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

كِتَابُ الصَّلٰواةِ	بابُ الصَّلاَةِ عَلي الفِراشِ وَ صَلَّي اَنسُ بْنُ مَالِكٍ علي فِراشِه قال انسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ(ص).[٥٦٩]	২৬৩
كِتَابُ الصَّلٰواةِ	بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالحِصي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنْ وَطِئْتَ و اِنْ كَانَ يَابِسًا عَلي قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، فَلاَ.[٥٧٠]	২৭৫
كِتَابُ الصَّلٰواةِ	بابُ الصَّلاَةِ فِي البِيْعَةِ، وَقَال عُمَرُ (رض) إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ التَّمَاثِيْلِ الَّتِيْ فِيْهَا الصُّوَرُ.[٥٧١]	২৯৫
كِتَابُ الصَّلٰواةِ	بابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ، وَقَال اَبُوْ سَعِيْدٍ كَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ مِنْ جَرِيْدِ النخلِ.[٥٧٢]	৩০৩

[৫৬৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

[৫৭০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮।

[৫৭১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯।

[৫৭২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৪।

৩৪৩	بابُ إسْتِقْبالِ الرَّجُلَ الرجلَ وَهُوَ يُصَلي، وَ كَرِهَ عُثْمَنُ اَنْ يُسْتَقْبَلَ الرجُلُ وَهُوَ يُصَليْ[৫৭৩]	كِتَابُ الصَّلَواةِ
৩৭৬	بابُ وَقْتِ العِشَاءِ إلي نِصْفِ الليلِ، وَقال أبُوْ بَرْزَةَ كَانَ النبي (ص) يَسْتَحِبُّ تَاْخِيْرَهَا.[৫৭৪]	كِتَابُ مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ
৪৯৫	بابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ، وَ قَالَ أمُّ سَلْمَةَ قَرَأَ النبيّ (ص) بِالطُّورِ.[৫৭৫]	كِتَابُ الأذانِ
৪৯৬	بابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الفَجْرِ، وَ قَالَتْ أمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ و رَاءَ النَّاسِ و النبِيّ (ص) يُصَلّي وَيَقْرأ بِالطُّورِ.[৫৭৬]	كِتَابُ الأذانِ
৫০৬	بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيْرِ في الرُّكُوْعِ وَ قال ابنُ عَباسٍ عَنِ النبيّ (ص).[৫৭৭]	كِتَابُ الأذانِ

[৫৭৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ২৭২।

[৫৭৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

[৫৭৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

[৫৭৬] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭।

[৫৭৭] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলঃ সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৫১১	بابُ إسْتِوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوْعِ, وَ قال أبُوْ حُمَيْدٍ فِي أصْحَابِهِ رَكَعَ النبيُّ (ص) ثُم هَصَرَ ظَهْرَهُ.[৫৭৮]	كِتَابُ الأذانِ
১২২৯	بابُ صَوْمِ الصِبْيَانِ, وَ قال عُمَرُ (رض) لِنَشْوانَ فِيْ رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَ صِبْيَانُنَا صِيَام فَضَرَبَهُ.[৫৭৯]	كِتَابُ الصَّوم
১৩০৪	بابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَاغِ وَ قالَ طَاوُسٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رض) قالَ النبيّ (ص) لاَيُخْتُلَي خَلاَهَا.[৫৮০]	كِتَابُ البُيُوْعِ
১৩৩৬	بابُ النَّجْشِ ومَنْ قالَ لاَ يجُوْزُ ذالك الْبَيْعُ، وَقالَ ابنُ أبي اَوْفي النَّجِشُ آكِلُ رِباً خَائِنٌ.[৫৮১]	كِتَابُ البُيُوْعِ
১৪৫৯	بابُ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مواتًا، وَرَأى ذالكَ عَلِيٌّ فِي اَرْضِ الْخَرَابِ بالْكُوْفَةِ. وَ قَالَ عُمَرُ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.[৫৮২]	كِتَابُ المُزَارَعَةِ

[৫৭৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[৫৭৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

[৫৮০] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

[৫৮১] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

[৫৮২] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৪।

كِتَابُ الْمَكَاتِبِ	بابُ بَيْعِ الْمَكَاتِبِ اِذا رَضِيَ، وَ قالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَليهِ شَيءٌ.[٥٨٣]	১৬০৫
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ	بابُ شَهَادَةِ الإماءِ وَ العَبِيْدِ، و قالَ اَنسٌ شَهَادَةُ العَبْدِ جائِزَةٌ اذا كَانَ عَدْلاً.[٥٨٤]	১৬৫৪
كِتَابُ الذبَائِحِ	بابُ التَّسْمِيَةِ علي الذبِيْحَةِ وَ مَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا، قَال ابن عَبَّاسٍ نَسِيَ فَلاَ بَأس.[٥٨٥]	২১৮১
كِتَابُ الذبَائِحِ	بابُ مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ، وَ اَجازَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ.[٥٨٦]	২১৮৯
كِتَابُ الأَضَاحِيْ	بابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَةِ، وَ قالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَ مَعْرُوْفٌ.[٥٨٧]	২২০৫

[৫৮৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৯।

[৫৮৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩; খ.৪র্থঢ়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯০।

[৫৮৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২৬; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১।

[৫৮৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২৮; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭।

[৫৮৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩২; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫।

❂'পরিচ্ছেদ শিরোনামে' হাদীছ বর্ণনাকারী তাবি'ঈ-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী শরী'আতকে যেন সাধারণ মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, সে জন্য তিনি কখনও কখনও 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' বর্ণনা করার সাথে সাথে সে অনুযায়ী 'পরিচ্ছেদ শিরোনামে' হাদীছ বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবি'ঈ-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ التَّيَمُّمِ	بابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ اذا لَمْ يَجِدِ الْماءَ وَخَافَ فَوْتَ الصلاَةِ، وَبِه قال عَطَاء و قال الحسَنُ فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ الماءُ وَلايَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ.[٥٨٨]	২৩৫
كِتَابُ الصَّلواةِ	بابُ الصَّلاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَةِ، وَقَال الحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوْسِى لَمْ يَرَبِهَا بَأسًا.[٥٨٩]	২৪৮
كِتَابُ الصَّلواةِ	بابٌ فِيْ كَمْ تُصَلي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ، وَ قال عِكْرَمَةُ لَوْوَارَتْ جَسَدَهَا فِيْ ثَوْبٍ لأجَزْتُهُ.[٥٩٠]	২৫৪

[৫৮৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।

[৫৮৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭।

[৫৯০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল . সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১২।

২৬১	بابُ الصلاةِ علي الحصِيْرِ، وَ صَلَّي جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ ابُوْ سَعِيدٍ فِي السَّفِيْنَةِ قَائِمًا. وَقلب الحَسَنُ تُصلي قائِمًا مَالَمْ تَشُقَّ علي اَصْحَابِكَ تَدُوْرُ مَعَهَا وَ إلاَّ فَقَاعِدًا. [৫৯১]	كِتَابُ الصَّلوٰةِ
২৬৪	بابُ السُّجُوْدِ عَلي الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، و قَالَ الحسنُ كَانَ القومُ يَسْجُدُوْنَ علي العِمَامةِ وَ القَلَنْسُوَةِ وَ يَدَاهُ فِيْ كُمِّهِ. [৫৯২]	كِتَابُ الصَّلوٰةِ
৪২১	بابُ وُجُوْبِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ, وَ قَال الحسَنُ إنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِيْ الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا. [৫৯৩]	كِتَابُ الأذانِ
৫০২	بابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِيْنِ، وَ قال عَطاءُ اَمِيْنَ دُعَاءُ. [৫৯৪]	كِتَابُ الأذانِ
৭৯৭	بابُ نَقْضِ شَعْرِ المَرْأةِ، و قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ بَاسَ اَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ المَيِّتِ. [৫৯৫]	كِتَابُ الجَنائز
৭৯৮	بابُ كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ، وَقالَ الحسَنُ	كِتَابُ

[৫৯১] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭।

[৫৯২] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯।

[৫৯৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।

[৫৯৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১২০।

[৫৯৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৫।

	الخِرْقَةُ الخَامِسَةُ تَشُدُّبِهَا الفَخِذَيْنِ والوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ. [৫৯৬]	الجَنائز
৮৪৮	بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلي الجَنَازَةِ، و قال الحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَي الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.الخ. [৫৯৭]	كِتَابُ الجَنائز
৯১৭	بابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقال طَاوُسٌ وَ عَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الخَلِيْطَانِ اَمْوَالَهُمَا فَلاَيُجْمَعُ مَالُهُمَا.الخ [৫৯৮]	كِتَابُ الزكَاةِ
১১৫৯	بابُ لُبسَ السلاَحِ لِلْمُحْرِمِ وَ قال عِكرِمَةُ إذا خَشِيَ العَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَي وَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِيْ الْفِدْيَةِ. [৫৯৯]	كِتَابُ المناسِكِ
১১৬১	بابُ إذا اَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَقال عَطاءٌ إذا تَطَيَّبَ اوْ لَبِسَ جَاهِلاً او نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. [৬০০]	كِتَابُ المَنَاسِكِ

[৫৯৬] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬।

[৫৯৭] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০

[৫৯৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২।

[৫৯৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫।

[৬০০] মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬।

১২২৪	بابُ مَنْ ماتَ وَ عَليهِ صَوْمٌ، وَ قَال الحسَنُ اِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُوْنَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.[৬০১]	كِتَابُ الصَّوم
১৩৩৫	بابُ بَيْعِ المُزَايَدَةِ وَقال عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأسًا بِبَيْعِ المَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ.[৬০২]	كِتَابُ البُيُوْعِ
১৩৯৮	بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ علي صَاحِبِهَا قَبْل البيعِ، وَ قال الحكم: إذا اَذِنَ لَهُ قَبْلَ البيعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.[৬০৩]	كِتَابُ (الشُّفْعَةِ) السلم
১৬২২	بابُ إذَا وَهَبَ هَبَةً اَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَصِلَ اِلَيْهِ و قال عَبِيْدَةُ اِنْ مَاتَ و كَانَتْ فُصِلَتِ الهديةُ و الْمهْدَى لَهُ حتي فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ.الخ[৬০৪]	كِتَابُ الهِبَةِ
১৮৯৯	بابُ السُّرْعَةِ في السَّيْرِ وَ قال أبو حُمَيْدٍ قال النبيّ(ص) إنّي مُتَعَجِّلٌ إلي المدينةِ فَمَنْ أرَادَ اَن يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلي المَدِيْنَةِ الحديثَ.[৬০৫]	كِتَابُ الجهادِ

৬০১ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৬।

৬০২ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

৬০৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০০; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭।

৬০৪ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৩; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫ ।

৬০৫ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২১; খ.৫ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫।

২০৯০	بابُ مَهْرِ البَغِي وَ النكَاحِ الفاسدِ و قال الحسنُ: إذَا تَزَوَّجَ مَحرَّمَةً وَ هُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُما وَ لَهَا مَاأخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قال بَعْدُ لَها صَدَاقُهَا.[৬০৬]	كِتَابُ الطَّلاَقِ
২৮৯৪	بَابُ العَجْماءُ جُبارٌ، وَ قال ابنُ سِيْرِيْنَ كَانُوْا لاَ يُضَمِّنُوْنَ مِنَ النَّفْحَةِ.[৬০৭]	كِتَابُ الدِّيَاتِ

✲ পরিচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মন্তব্য

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও (تَرْجَمَةُ الْبَابُ) বা 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' লিখে সে পরিচ্ছেদে তাঁর (ইমাম বুখারী নিজেই) মন্তব্য দিয়ে উক্ত 'পরিচ্ছেদকে' চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো :

অধ্যায়ের নাম	পরিচ্ছেদ শিরোনাম	পরিচ্ছেদ নং
كِتَابُ الصلواةِ	بابُ الصَّلاةِ فِيْ السُّطوْحِ وَ المِنْبَرِ وَ الخَشَبِ، قال ابوعبد اللهِ وَ لمْ يَرَ الحسَنُ بَاسًا اَن يُصَلي عَلي الجُمْدِ وَ القَنَاطِرِ وَ اِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ اَوْ فَوْقَهَا اَوْ امَامَهَا إذا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ وصَلّي.[৬০৮]	২৫৯

৬০৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ ২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০৫; খ.৯ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫।

৬০৭ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২১; খ.১০ম, (ই.ফা.বা),প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৯।

৬০৮ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, প ২১৫।

كِتَابُ الصلواةِ	بابُ القِسْمَةِ وَ تَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ، قال ابوعبد اللهِ القِنْوُ العِذْقُ وَ الإِثْنَانِ.[৬০৯]	২৮৩
كِتَابُ الأذانِ	بابُ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ جَبْهَتَهُ وَ اَنْفَهُ حتي صَلَّي قال ابوعبد اللهِ رَأَيْتُ الحُمَيْدي يَحْتَجُّ هَذا الحديثِ اَنْ لاَ يَمْسَحَ الجَبْهَةَ فِي الصَّلَوَاةِ.[৬১০]	৫৪২
كِتَابُ التَّحَجُّدِ	بابُ ما جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْني مَثني، قال مُحمَّدُ وَ يَذْكُرُ ذَالكَ عَنْ عَمَّارٍ وَ أَبِيْ ذَرٍّ وَ اَنَسٍ وَ جابِرِ بِنْ زَيْدٍ وَ عِكْرَمَةَ وَ الزُّهْرِيّ(رض) و قال يَحْيي بِنْ سَعِيْدٍ الانصاري مااَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ اَرْضِنَا اِلاَّ يُسَلِّمُوْنَ فِي كُل اِثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهارِ.[৬১১]	৭৩৯
كِتَابُ المَنَاسِكِ	بابُ نُزُوْلِ النبيّ(ص) مكة. قال ابوعبد اللهِ نُسِبَتِ الدُّوْرَ الي عَقِيْلٍ وَ تُوْرَثُ الدُّوْرَ وَتُبَاعُ وَتَشْتَرَى.[৬১২]	১০০৫

৬০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, প. ২৩১।

৬১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, প ১৪৮।

৬১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৫।

৬১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১০১।

✲ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "-এর বিশ্লেষণ :

ইমাম বুখারী (রহ.) (كِتابُ التَّفسِيْرِ) 'তাফসীর অধ্যায়ে' (تَرجُمَةُ البَابِ) "পরিচ্ছেদ শিরোনাম' লিখার পূর্বে " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "-এর চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে -[৬১৩] " اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ: إِسْنَانِ مَنَ الرَّحْمَةِ، اَلرَّحِيْمُ وَ الرَّاحِمُ بِمَعْنِي وَحِدٍ، كَالْعَلِيْمِ والْعَالِمِ"-'রহমান ও রহীম' দু'টো আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রহমত' শব্দ থেকে নির্গত। আর 'রহীম ও রা'হীম' দুটো শব্দই একই অর্থবোধক। যেমন, 'আলীম ও 'আ'লিম।

তা ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে কোন কারণে রচনাকর্ম স্থগিত রাখলে তিনি পুনরায় শুরু করার সময় " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" দ্বারা শুরু করতেন। তাই এ গ্রন্থের মাঝে মাঝে তাসমিয়াহ-এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যাকাত অধ্যায়ের ৯৫২ নং পরিচ্ছেদ (بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاٰي اَبُوْ الْعَالِيَةِ وَ عَطَاءٌ وَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيْضَةٌ)।

✲ একই 'পরিচ্ছেদ পর পর দু'বার 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উল্লেখ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও একই 'পরিচ্ছেদে পর পর দু'বার (تَرجُمَةُ الْبَابِ) "পরিচ্ছেদ শিরোনাম' লিখেছেন।[৬১৪] যেমন : (كِتَابُ الحُدُوْدِ) 'শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়'-এর প্রথম 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখেছেন – (بَابُ مَا يَحْذُرَ مِنَ الحُدُوْدِ) এবং পরে একই স্থানে পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখেছেন

৬১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪২; খ.৭ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩।

৬১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০১; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

(بَابُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الخَمرِ، وَ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ عَنْهُ نُورٌ.)[৬১৫]

✡ গ্রন্থে "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ" বাক্যটি উল্লেখ : ✡

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ" বাক্যটি মোট চব্বিশ (২৪) বার উল্লেখ করেছেন। হাদীছ বিশারদদের মতে, এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো : তিনি এ বাক্যটি দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝিয়েছেন। উল্লেখিত ২৪ স্থানে ফিক্হী মাসআ'লায় তাঁর ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তাঁর প্রতি এ ধরণের শব্দ প্রয়োগ করেছেন।[৬১৬] যেমন : ইমাম বুখারী (রহ.) (كِتَابُ الْحِيَلِ) 'কূটকৌশল অধ্যায়'-এর ২৯২৭ নং পরিচ্ছেদ শিরোনাম এভাবে উল্লেখ করেছেন :

(بَابُ فِي الْهِبَةِ وَ الشُّفْعَةِ، وَ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِيْنَ وَ احْتَالَ فِي ذَالِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيْهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَ ابو عَبْدِ اللهِ فَخَالَفَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِبَةِ وَاسْقَطَ الزَّكَاةَ.)

"হেবা ও শুফ'আর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন। কোন কোন মনীষী বলেন, কেউ যদি কৌশল করে এক হাজার বা ততোধিক দিরহাম হেবা করে এবং তা কয়েক বছর গ্রহীতার কাছে থেকে যায় এবং এতে সে কৌশল করে। এরপর হেবাকারী যদি তা আবার ফেরত নিয়ে আসে, তাহলে তাদের উভয়ের কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী) বলেন : তাহলে সে হেবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল এবং যাকাতে ফাঁকি দিল।"[৬১৭]

---

[৬১৫] তবেদ।

[৬১৬] ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম : তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীছ (উসূলুল হাদীছ) (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, তা.বি), পৃ.৭৯।

[৬১৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩২; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২২।

✡ গ্রন্থে "قَالَ فُلَانٌ" বাক্যটি উল্লেখ :

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে কিছু কিছু স্থানে "قَالَ فُلَانٌ" বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। হাদীছ বিশারদগণের মতে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ ধরণের শব্দ কেবল ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যাবহার করেছেন, যেখানে হাদীছ সংকলন ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর মানহাজের শর্তানুযায়ী হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

✡ বড় বড় 'পরিচ্ছেদ শিরোনাম' উল্লেখ করে এর বিশ্লেষণ :

ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও (ترجمةُ البَاب) 'পরিচ্ছেদ শিরনাম'-এ অনেক বড় বড় করে উল্লেখ করে উক্ত 'পরিচ্ছেদ' বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন : (كِتَابُ الأذانِ) 'আযান অধ্যায়ের'[৬১৮] (بَابُ الجَمعِ بَيْنَ السُّورتَينِ في الرَّكعةِ) ৪৯৭ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْجُمُعَةِ) 'জুমু'আ অধ্যায়ের[৬১৯]' (بَابُ مَنْ قَالَ فِي الخُطبَةِ بَعدَ الثَّنَاءِ) ৫৮৩ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الزَّكَاةِ) 'যাকাত অধ্যায়ের'[৬২০] (بَابُ لَاصَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنى.) ৯০০ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ البُيُوعِ) 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের'[৬২১] (بَابُ إِذَا إِشترى شيا) ১৩২৩ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْكَفَالَةِ) 'যামিন হওয়া অধ্যায়ের'[৬২২] (بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقرضِ.) ১৪২৫ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْوَكَالَةِ) 'ওয়াকালাত

---

[৬১৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭।

[৬১৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬।

[৬২০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.২০-২১।

[৬২১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮-৩৯।

[৬২২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫; খ.৪র্থ,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৭-১৩৮।

অধ্যায়ের'[৬২৩] (بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا.) ১৪৩৮ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الأَحْكَامِ) 'আহ্কাম অধ্যায়ের'[৬২৪] (بَابُ الشَّهَادَةِ علي الخَطِّ) ৩০১৯ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الاِعْتِصَامِ) 'কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়ের'[৬২৫] (بَابُ قَوْلِ اللهِ: وَ اَمْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ.) ৩১০২ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الإِكْرَاهِ) 'বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়ের'[৬২৬] (بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ.) ২৯১৩ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْبُيُوْعِ) 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের'[৬২৭] (بَابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا.) ১৩৬০ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْبُيُوْعِ) 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের'[৬২৮] (بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.) ১৩৬১ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الزَّكَاةِ) 'যাকাত অধ্যায়ের'[৬২৯] (بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ) ৯৪৭ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الزَّكَاةِ) 'যাকাত অধ্যায়ের'[৬৩০] (بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.) ৯৪৮ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الأَذَانِ) 'আযান

[৬২৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল-বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১০; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৬-১৫৭।
[৬২৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৬০; খ.১০ম,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৪১৫-৪১৬।
[৬২৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৯৫; খ.১০ম,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৫২৭-৫২৮।
[৬২৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.২য়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২৮; খ.১০ম,(ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৩০৭।
[৬২৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।
[৬২৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২: খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৭১।
[৬২৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত,পৃ.২০৩; খ.৩য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত,পৃ.৫৭-৫৮।
[৬৩০] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩; খ.৪র্থ, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮।

অধ্যায়ের'[৬৩১] (. بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُوْنِ وَ المُبْتَدِعِ) ৪৪৮ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الأَذَانِ) 'আযান অধ্যায়ের'[৬৩২] (بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) ৪৪৩ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْحيضِ) 'হায়য অধ্যায়ের'[৬৩৩] (بَابُ إِقْبَالِ المحيضِ وَ إِدْبَارِهِ.) ২২১ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ الْوُضُوْءِ) 'উযূ অধ্যায়ের'[৬৩৪] (بَابُ الماءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الانسان) ১২৮ নং পরিচ্ছেদ। (كِتَابُ العِلمِ) 'আযান অধ্যায়ের'[৬৩৫] (بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ.) ৭৬ নং পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

✡ পরিচ্ছেদ শিরোনাম (تَرْجُمَةُ الْبَاب)-এর তাৎপর্য :

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সংকলিত সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে শরী'আতের আহ্কামের দলীল প্রতিষ্ঠা করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান করেছেন। সকল যুগের হাদীছ বিজ্ঞানী ও ফকীহ্‌গণ একে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, (فِقْهُ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِهِ) "ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর গ্রন্থের (تَرْجُمَةُ الْبَابُ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনামের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে।"[৬৩৬]

মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ হাদীছ সংকলনের পর তিনি গভীর চিন্তা করেন যে, হাদীছ অধ্যায়নের সাথে লোকজন যেন এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত

[৬৩১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৮২।
[৬৩২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫; খ.২য়, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।
[৬৩৩] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬।
[৬৩৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.১১১।
[৬৩৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০; খ.১ম, (ই.ফা.বা), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।
[৬৩৬] আস-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খান : আল-হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯।

বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে সে জন্য তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস্ত করে (تَرْجَمَةُ الْبَابْ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম অলংকৃত করেছেন। যেহেতু দ্বীন ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর শরী'আতের হুকুম-আহ্কামের পরিসীমা নির্ধরণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংকলিত হাদীছের সংখ্যা সীমিত। এ সীমিত সংখ্যক হাদীছ দ্বারা দ্বীন ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার হুকুম-আহ্কামের পরিসীমা দলীল-প্রমান দ্বারা উপস্থাপন করা কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সংকলিত হাদীছগুলো দ্বারা শরী'আতের আহ্কামের অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর স্বীয় গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে (تَرْجَمَةُ الْبَابْ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়ন করেছেন। এই ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও ইশার ও ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহন করে (تَرْجَمَةُ الْبَابْ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান করেছেন। ফলে বুখারী অধ্যায়নে "تَرْجَمَةُ الْبَابْ"-এ বর্ণিত হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা ওলামায়ে কেরামগণ সমস্যায় পড়েন। এ সমস্যা সমাধান করতে মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ ও অন্যান্য বিজ্ঞ 'আলিমগণ যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এতে যেন লুকায়িত রহস্য রয়েছে। আর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর "تَرْجَمَةُ" বা শিরোনামের এই রহস্যভেদ করতে প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান-বিবেকের তুণ থেকে তীর নিক্ষেপে কোন কসুর করেন নি, তবুও বিজ্ঞ 'আলিমগণের ধারণায়, আজও কারও নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষস্থল ভেদে পুরোপুরি সমর্থ হননি।[৬৩৭] পরবর্তী মনীষীগণ এ লুকায়িত রত্ন যথাযথ উদ্ধারে গবেষণার মাধ্যমে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যায় করতে থাকবেন।

(تَرْجَمَةُ الْبَابْ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম-এর অলংকারময় ও অর্থবহ করার জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও আল-কোরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, 'আমল, আদেশ-নিষেধ, সাহাবী ও তাবে'ঈদের উদ্ধৃতি, হাদীছের অংশ বিশেষ দ্বারা, প্রশ্ন এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) কোথাও এমন

[৬৩৭] বুখারী, মুহাম্মদ ইব্নই সমা'ঈল : বুখারী শরীফ, অনুঃ সম্পাদনা পরিষদ, খ.১ম, ৫ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭।

বিষয়ের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, যে বিষয়ে পরস্পর বিপরীত হাদীছ রয়েছে। এতে তিনি তাঁর পরবর্তী ফকীহ্গনের বিবেচনার জন্য বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।[৬৩৮]

ইমাম বুখারী (রহ.) বিশুদ্ধ হাদীছ সন্নিবেশ করার পাশাপাশি আরও এমন কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ঘটিয়েছেন, যা এ গ্রন্থের মর্যাদাকে আরও অধিক উন্নত করেছে এবং তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এর কল্যাণকর ও গ্রহণীতার দিককে চমৎকার ও অভিনব করে তুলেছেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞানের মধ্যমে হাদীছের মতন থেকে বহু জ্ঞান ও ফিক্হী বিষয়াবলী আহরণ করে বিভিন্ন বাবের শুরুতে সেগুলো সংযোজন করেছেন।[৬৩৯]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রণয়নকৃত (تَرْجَمَةُ الْبَابْ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম-এর ক্ষেত্রে কখনও কখনও হাদীছের সাথে সরাসরি সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। বরং হাদীছ থেকে একটি অতি সুক্ষ্ম মাসআলা উদঘাটন করে শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সে আলোকে হাদীছ উপস্থপন করেছেন। আবার কোন কোন সময় বিষয়ের প্রতি সতর্কতা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ফলে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তা থেকে সহজেই উপকৃত হতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কোন বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি কোন একটি নির্দিষ্ট মতের স্বপক্ষে শিরোনাম নির্ধারিণ না করে একটি প্রশ্নের আকারে শিরোনামটি উল্লেখ করেছেন। যাতে ঐ বিষয়ে পাঠকের স্বাধীনতা থাকে; পাঠক ইচ্ছে করলে সে মতটি গ্রহণ করতে পারে অথবা ভিন্ন মতও গ্রহণ করতে পারে।[৬৪০]

পরিচ্ছেদ শিরোনামে কোন কোন সময় ইমাম বুখারী (রহ.) এমন "تَرْجَمَةُ الْبَابْ" লিপিবদ্ধ করেন, যার মাধ্যমে তাঁর শর্তানুসারে সহীহ্ নয়, এমন

[৬৩৮] শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ : রিসালাহ শারহ তারাজুমি আবওয়াবি সহীহিল বুখারী, (সহীহ্ আল-বুখারী, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ.১৩।

[৬৩৯] আল-কুসতালানী, আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ : ইরশাদুস্ সারী, খ.১ম, (বৈরূত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৬), পৃ.৩৪।

[৬৪০] ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ : সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল বারী, খ.১ম, (রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, ১৪২৫/২০০৪), পৃ.৭৯।

একটি হাদীছের প্রতি ইংগিত করে থাকেন। অথবা তাঁর শর্তানুসারে সহীহ্ নয় এমন হাদীছকে "تَرْجَمَةُ الْبَابِ" হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর বাবের মধ্যে এমন হাদীছ উল্লেখ করেছেন যার অর্থ প্রকাশ্যভাবে বা সুপ্তভাবে শিরোনামে উল্লেখিত হাদীছকে সমর্থন করে। যেমন, তিনি বলেন, (بَابُ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) "এ বাব হচ্ছে, আমীর নিযুক্ত হবেন কুরাইশ থেকে।" এটি হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছের হুবহু শব্দ। কিন্তু এ হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুসারে নয়। তিনি এ অনুচ্ছেদে (لاَ يَزَالُ وَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ) "সর্বদাই শাসক থাকবে কুরাইশ গোত্র থেকে" - উল্লেখ করেছেন।[৬৪১]

মোট কথা ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদীছের গ্রন্থে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীছসমূহ একত্র করে ফিক্হী মাসআলা-মাসা'য়েল এবং জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বাবলী লিপিবদ্ধ করে তিনি এতো সুন্দর অধ্যায় বিন্যাস এবং অনুপম শিরোনাম প্রদান করেন যে, তা নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন।

✲ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে يُ অথবা رُوِيَ শব্দ উল্লেখ :

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদীছের গ্রন্থে কখনও কখনও বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে يُ অথবা رُوِيَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'আল্লামা ইমাম নববী এ প্রসংগে বলেন, "ইমাম বুখারী (রহ.) এ ধরণের শব্দ দুর্বল তা'লিকাতের[৬৪২] ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানী (রহ.) ইমাম নববী (রহ.)-এর এ মতকে অস্বীকার করে বলেন, "তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে মতনকে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে এ

[৬৪১] পূর্বোক্ত, পৃ.৮১।

[৬৪২] তা'লিকাত (التَّعْلِيقَات) সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়লে। অর্থাৎ-সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বিলুপ্ত হলে তাকে মু'আল্লাক (مُعَلَّق) বলা হয়। এইরূপ হওয়াকে তা'লিকাত (التَّعْلِيقَات) বলে। দ্র.- ড. সুবহী সা'লিহ : 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬; জামাল উদ্দিন আল-কাসেমী : কাওয়া'ইদুত তাহদীছ, ৩য় সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; মাওলানা নূর মুহাম্মদ 'আজমী : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

ধরণের صِيْغَةُ تَمْرِيْض ব্যবহার করেছেন[৬৪৩]। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে এ জাতীয় কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো :

⇨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ[٦٤٤]

⇨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.[٦٤٥]

⇨ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.[٦٤٦]

⇨ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[٦٤٧]

⇨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

[৬৪৩] ড.তাকী উদ্দীন নদভী : মুহাদ্দিছীন-ই-'ইযাম, প্রগুক্ত, পৃ.১২৭।

[৬৪৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, মাক্তাবাতুশ্ শা'মেলা, http://www.shamela ws হাদীছ নং-৫৯৮৪।

[৬৪৫] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬০২৭।

[৬৪৬] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬০৮৯।

[৬৪৭] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬১৩৪।

{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ.[٦٤٨]

⇦حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.[٦٤٩]

⇦حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .الخ.[٦٥٠]

⇦حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.[٦٥١]

⇦حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح و حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطَ .الخ.[٦٥٢]

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ الخ.[٦٥٣]

---

[৬৪৮] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬১৭০।
[৬৪৯] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬৩৫৬।
[৬৫০] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬৪০০।
[৬৫১] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬৪৭৪।
[৬৫২] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬৪৯৭।
[৬৫৩] পূর্বোক্ত, হাদীছ নং-৬৪১৩। অনুরূপভাবে হাদীছ নং-৬৩৭৬; ৬৫১৫; ৬৫৬৩; ৬৬০১; ৬৬২৯; ৬৬৯৬। (এ জাতীয় হাদীছের সংখ্যা অনেক)।

✡ তাসমিয়াহ-এর মাধ্যমে 'ওহী'-এর আলোচনা দ্বারা গ্রন্থের সূচনা :

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছের গ্রন্থে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা করেন। কারণ হলো, তিনি কুরআন মাজীদের অনুসরণ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ পালন করেছেন। কুরআন মাজীদের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা এ দুটো বস্তু উল্লেখ করেছেন।[৬৫৪]

আস্-সিহাহুস সিত্তাহ-এর মধ্যে সহীহুল বুখারী গ্রন্থটি স্বতন্ত্রধর্মী একটি গ্রন্থ। এতে সহীহ্ হাদীছসমূহ সন্নিবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি ওহী দ্বারা এ গ্রন্থের সূচনা করেছেন। পক্ষান্তরে আস্-সিহাহুস্ সিত্তাহ-এর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ এ অধ্যায় দ্বারা সূচিত হয়নি। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের প্রারম্ভে ওহী সংক্রান্ত "تَرْجُمَةُ الْبَابُ" এনে সে আনুযায়ী কুর'আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন এভাবে : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الحَافِظُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْل بْنِ اِبْرٰهِيْم بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَيٰ اٰمِيْن.) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَيٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ { إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।"[৬৫৫]

---

[৬৫৪] ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ : সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী খ.১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।
[৬৫৫] আল-কোরআনুল কারীম : সূরা আন্-নিসা, আয়াত নং ১৬৩।
আনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি ওহী প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :
"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى" (আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, তাঁরা সবাই পুরুষ ছিল জনপদবাসীদের মধ্যে থেকে। আমি তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম।") দ্র.- আল-কোরআনুল কারীম : সূরা আন্-নিসা,

✡ পুনরুল্লেখ (تَكْرَارٌ) হাদীছ উপস্থাপন

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছের গ্রন্থের মধ্যে পুনরুল্লেখ হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৬৫৬] এ প্রসংগে ড.তাকী উদ্দীন আন্-নদভী (রহ.) বলেন, "একই হাদীছের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরণের মাসআ'লা বের করাই একমাত্র

আয়াত নং-১০৯।

উল্লেখ্য যে, ওহী সংক্রান্ত আয়াতে কারীমাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

* ওহী নবী-রাসূল (আঃ) ছাড়া অন্যের প্রতিও অবতীর্ণ হওয়া প্রসংগে। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা আলে-'ইমরান : ৪২-৪৭, সূরা তোয়া-হা : ৩৮-৩৯, আল-কাসাস : ৭, সূরা আল-মু'মিন ২৬।
* ওহী প্রস্তর ফলকে প্রেরণ প্রসংগে দ্র.- আল-কোরআন : সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং-১৪৫।
* ওহী প্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদারের শাস্তি। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা আল-আন'আম, আয়াত নং- ৯৩।
* ওহী প্রেরণের নিয়মাবলী বা পদ্ধতি। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা হজ্জ : ৭৫, সূরা আশ-শূ'রা, আয়াত নং- ৫১-৫৩।
* ওহী বিকৃত করা বা পরিবর্তনের পরিণাম। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত নং- ২১১।
* ওহী ফেরেশ্তাদের উক্তি নয়। দ্র.- আল-কোরআন . সূরা মারইয়াম, আয়াত নং- ৬৪।
* ওহী ফেরেশ্তাদের উপরও অবতীর্ণ হয়। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা আল-বাকারাহ,আয়াত নং-৩০-৩৪।
* ওহী মৌমাছির উপরও অবতীর্ণ হয়। দ্র.- আল-কোরআন : সূরা নাহল, আয়াত নং-৬৮-৬৯।
* ওহীর শিক্ষা ও সে অনুযায়ী চলার নির্দেশ প্রসংগে দ্র.- আল কোরআন : সূরা আন্-নিসা, ১৬৩-১৬৬; সূরা আল-আন'আম : ১০৬; সূরা ইউনুস : ১০৯; সূরা রা'দ : ৩০; সূরা নাহল : ৪৩; সূরা বনী ইসরা'ঈল : ৩৯; ৮৬-৮৭; সূরা আম্বিয়া : ৭; ১০৮; সূরা সাবা : ৫০; সূরা হা মীম সাজদাহ : ৬-৮; সূরা আশ্ শুরা : ১-৪; ১৩; সূরা আয যুখরুফ : ৪৩; সূরা আন্-নাজ্‌ম : ২; সূরা আল-জ্বীন : ১-২৮।

[৬৫৬] 'আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী · ফায়যুল বারী, খ ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; শামসুদ্দিন আয্-যাহাবী : তাযকেরাতুল হুফ্ফায, খ.২য়, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫৬ খ্রি.) পৃ.৫৫৬; ইব্ন হাজার : হুদা আস্ সারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪৮; সিদ্দিক হাসান খান : আল হিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬-৩০৭; আবূ শাহ্বাহ, ড.মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ : আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, (মিশর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ.১৫২।

উদ্দেশ্য"।[৬৫৭] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ হাদীছের গ্রন্থে অধিক মাস'আলা বের করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ পুনরুল্লেখ (تَكْرَارٌ) হাদীছের সমাহার ঘটিয়েছেন। ফলে ফুকাহায়ে কেরামদের নিকট গ্রন্থটির মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।

✡ সহীহুল বুখারী গ্রন্থের প্রথম এবং শেষ হাদীছের মধ্যে সম্পর্ক

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর প্রণীত 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থের প্রথম হাদীছটিতে নিয়্যতের গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা মু'আল্লিম তাঁর অর্জিত 'ইল্ম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানব জাতীর কল্যাণ কামনা করে, তাঁর নিয়্যত অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতিদান প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, (وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.) "তাঁদের (নবীগণকে) এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তাঁরা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবে"।[৬৫৮] তাই ইমাম বুখারী (রহ.) নিয়্যতের গুরুত্বারোপ সম্বোলিত হাদীছটি তাঁর গ্রন্থের প্রথমে উল্লেখ করে হাদীছ গ্রন্থের সূচনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سمعَ علْقَمَةَ بْن وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

(ইমাম বুখারী বলেন) আমাকে হুমায়দী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে সুফিয়ান হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসারী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আত্-তায়মী খবর দিয়েছেন। তিনি 'আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.)-এর নিকট শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে মিম্বরের

[৬৫৭] আন-নদভী, ড.তাকী উদ্দীন আল মুযাহিরী : মুহাদ্দিছীন ই-'ইযাম, প্রগুক্ত, পৃ.১২৭।

[৬৫৮] আল-কুরআ'নুল কারীম : সূরা বায়্যিনাহ্, আয়াত নং-০৫।

ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাবে। যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, সে তাই পাবে। আর যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত সে কর্মের জন্যই হবে।[৬৫৯] ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রথম হাদীছটি বর্ণনার ব্যাপারে 'আল্লামা যারকাশী (রহ.) বলেন,"নিয়্যতের হাদীছ দিয়ে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে বাবটি শুরু করার পিছনে একটি উত্তম কারণ হচ্ছে, শিরোনামে উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছের মধ্যে তাওহীদের যোগসূত্র রয়েছে, তা প্রমাণ করা।[৬৬০]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর প্রণীত 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থের সর্বশেষ হাদীছটিতে মু'মীন বান্দার মুক্তির পাথেয় এবং মহান আল্লাহ তা'আলার যিকির-এর গুরুত্বারোপ সম্বোলিত হাদীছটি উল্লেখ করে গ্রন্থটির সমাপ্ত করেছেন।

শেষ হাদীছটি হলো :

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থের সর্বশেষ হাদীছটি প্রসিদ্ধ রাবী আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, দু'টি কালেমা (বাণী) রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, উচ্চাণে খুবই সহজ ('আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।[৬৬১]

সহীহুল বুখারী গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক

[৬৫৯] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল : সহীহুল বুখারী, খ.১ম,প্রাগুক্ত, পৃ.০২ মাক্তাবাতুশ্ শা'মেলা, http://www.shamela.ws হাদীছ নং-০১।

[৬৬০] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী : আত্-তাওশীহ, খ.১ম, ১ম সং, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪২০/২০০০), পৃ. ৬৩।

[৬৬১] পূর্বোক্ত, খ.২য়, পৃ.১১২৮-১১২৯; মাক্তাবাতুশ্ শা'মেলা, http://www.shamela.ws হাদীছ নং-৭০০৮; খ.১০ম, (ই.ফা.বা), হাদীছ নং-৭০৫৩।

বিদ্যমান। ইমাম বুখারী (রহ.) 'ওহী' বিষয়ক আলোচনা দিয়ে এ গ্রন্থের সূচনা করেছেন এবং 'কিতাবুত তাওহীদ' দিয়ে সমাপ্ত করেছেন। কেননা তাওহীদই হলো পরকালের সফলতা অথবা ব্যার্থতার একটি মানদণ্ড।[৬৬২]

উপরোল্লিখিত সহীহুল বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত প্রথম হাদীছে যেমন নিয়্যতের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সর্বশেষ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের মাধ্যমে মানব জাতির মুক্তির পথ সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করে জামি' গ্রন্থটি সমাপ্ত করা হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ বিজ্ঞানের জগতে এর অনন্য কালজয়ী হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে সহীহুল বুখারী গ্রন্থে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়ন করে ইসলামী 'আইন-কানুন বিধি-বিধান এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীছের এক মহাভাণ্ডারের সমাবেশ ঘটিয়ে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। মুসলিম উম্মাহকে বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রহণ ও সংকলনে তাঁর অবদান সর্ববৃহৎ। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

উপসংহার :

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীছ চর্চার পরিমণ্ডলে হাদীছের ইমাম, হাফিয, হুজ্জাত এবং সহীহ হাদীছ সংকলনের এক মহান দিশারী। তাঁর সুতীক্ষ্ম প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে জগৎ বিখ্যাত 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি খ্যাতিমান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে হাদীছ বিজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণা চালিয়ে সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

সহীহ্ হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মানহাজ বা পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেন। সহীহ্ হাদীছ সংকলনে তাঁর মানহাজ বা পদ্ধতিসমূহ ছিলো অত্যন্ত কঠোর। রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈ ও তাবে' তাবে'ঈগণ হাদীছ চর্চায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে ছিলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) সে কর্মকাণ্ডেরই উচ্চমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে হাদীছ গবেষণায় নিজেদেরকে নিমগ্ন করে সহীহ্ হাদীছ নির্বাচনে সক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর শায়খগণের সুদীর্ঘ

[৬৬২] ড.তাকী উদ্দীন আন্-নদভী : মুহাদ্দিছীন-ই-'ইযাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭।

তালিকার মধ্যে এমন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছগণও রয়েছেন, যাঁরা ছিলেন তাবে'ঈ ও তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী 'আইন বিষয়ক (ফকীহ্) পণ্ডিত ও বিশ্ববরেণ্য 'মুজতাহিদ' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সংকলিত হাদীছগুলো দ্বারা শরী'আতের আহ্কামের অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠা করতে স্বীয় গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়ন করেছেন। ফিক্হ চর্চায় তাঁর এতই পণ্ডিত ছিলেন যে, মাজহাবের প্রভাব মুক্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে মাসআ'লা ইস্‌তিম্বা'ত করতেন। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী 'আইন বিষয়ক গবেষকদের নিকট গ্রন্থসমূহের মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়। যা ইসলামী শরী'আতের উপর কুরাআ'নের নির্দেশসমূহ হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করতে খুবই সহজ হয়। তিনি ইসলামী শরী'ঈ আহ্কামের দৃঢ় দলীল ক ায়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কখনও কখনও 'পরিচ্ছেদ শিরোনামে 'ফিক্হী মাসআলা' বর্ণনা করেছেন এবং অধিক মাস'আলা বের করার উদ্দেশ্যেই পুনরুল্লেখ (تَكْرَارْ) হাদীছের সমাহার ঘটিয়েছেন। ফলে ফুকাহায়ে কেরামদের নিকট গ্রন্থটির মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।

ইসলামের শত্রুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ করা। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছকে অস্বীকার করার নিমিত্তে ছিদ্রান্বেষণের বার বার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ইসলাম বিদ্বেষীগণ 'ইলমুল হাদীছের উপর মিথ্যা, বানোয়াট, আন্দাজ, অনুমান নির্ভর, জাল (مَوْضُوْعٌ) হাদীছের উদ্ভাব ও বিস্তারের দুর্যোগময় মুহূর্তে 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ্'-এর সংকলকগণ হাদীছের সনদকে দোষ-গুণ, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের কঠিন মানহাজে উত্তীর্ণ সহীহ্ হাদীছসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করেন। বিশেষভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলাম বিদ্বেষীদের অজুহাত খণ্ডন করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহীহ্ হাদীছের প্রতি সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। যে সব হাদীছ বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হয় তিনি সে সকল হাদীছের মধ্যে পবিত্র কুরাআ'ন ও হাদীছের পাশাপাশি 'আকলী ও নকলী যুক্তির আলোকে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) প্রত্যেকটি হ াদীছে র সনদ-মতনকে " عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" (হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান)-এর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সাবধানাতার

সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে সনদ-মতনের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে হাদীছকে 'সহীহ্' (صَحِيْحٌ) অথবা 'জাল' (مَوْضُوْعٌ) বলে আখ্যায়িত করে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। হাদীছের না'সেখ (نَاسِخٌ) ও মানসূখ (مَنْسُوْخٌ) নিরূপন করে এবং বিশ্বস্ত (ثِقَةٌ) রাবী ও অবিশ্বস্ত (غَيْرِ ثِقَةٌ) রাবীর পারস্পারিক পার্থক্য নির্ধারণের মাধ্যমে একটি হাদীছ অপর হ াদীছে র সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর স্ব স্ব মানহাজে সহ ীহ হাদীছের শর্ত মোতাবেক উত্তীর্ণ হলে হাদীছটির বিশুদ্ধতার উপর চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ বর্ণনায় রিজাল বিষয়ক পূর্ণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একই বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করে জটিল ও দুরূহ হাদীছের ভাব ও অর্থ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি দ্বারা সহজতর করে তালেন। তাঁর পূর্বে যে সকল হাদীছের পাণ্ডুলিপি সংকলিত হয়েছিল, সে সকল হাদীছ থেকেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়ে তাঁর নির্ধারিত মানহাজ ও শর্তের মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে 'সহীহুর বুখারী' হাদীছ সংকলন করেন।

হাদীছ সংকলনে তাঁর কঠিন মানহাজ অবলম্বনে এবং অধিক সতর্কতা ও বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে হাদীছ বিশারদ, গবেষক, জ্ঞানী-গুণী ও স্বনামধন্য পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধতার শীর্ষে 'সহীহুল বুখারী' অবস্থান করে. মর্যাদার দৃষ্টিকোন থেকে পরবর্তী স্থান ইমাম মুসলিম প্রণীত 'সহীহ মুসলিম'-এর স্থান। হাদীছ বিশেষজ্ঞ, সমালোচক ও গবেষকগণের দৃষ্টিতে সুনানু আরবা'আ গ্রন্থে কিছু কিছু ضَعِيْفٌ বা দুর্বল হাদীছ সনাক্ত করলেও صَحِيْحَيْنِ বা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে শুধু মাত্র صَحِيْحٌ বা বিশুদ্ধ হাদীছ বলে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কারণ তাঁরা কোন অবস্থাতেই তাঁদের গ্রন্থে কোন প্রকার ضَعِيْفٌ বা দুর্বল হাদীছ স্থান দেন নি। যা ছিলো তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় মিশন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁরা হাদীছ সংকলনে প্রত্যেকেই হাদীছের সনদের যাচাই-বাছাই

করে প্রত্যেক রাবীর জীবনী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব মানহাজ বা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। রাবীদের ব্যাপারে সত্যের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদীছকে নিখুঁত ও জালমুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁদের গ্রন্থে কোন হাদীছ স্থান দেননি। 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' গ্রন্থ ও সংকলকের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হওয়া সময়ের একান্ত দাবী বলে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থে এ কথাটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর মানহাজ অনুযায়ী হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে একটাই উদ্দেশ্য ছিল 'সহীহ্ হাদীছ' নির্বাচন করা পরবর্তী হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ এ বিষয়ে একমত যে, জগৎ বিখ্যাত 'সহীহুল বুখারী'-এর সংকলক তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বিনিময়ে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সহীহ্ হাদীছসমূহ সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, গ্রন্থাবদ্ধকরণ ও পরিশুদ্ধায়নে ছিলেন 'মাযহাব' প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। হাদীছ চর্চার ও গবেষণার মাধ্যমে হাদীছ পরিশুদ্ধায়নে 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থটি মুসলিম উম্মার নিকট সর্বজন স্বীকৃত ও বিশুদ্ধ হাদীছের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। এ গ্রন্থটি পরবর্তী হাদীছ গবেষক, অনুসন্ধিৎসু ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা পূরণে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি হাদীছের প্রচার-প্রসার ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রার সংযোজন সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী ও উর্দু বই

০১. আস্-সাইয়্যেদ সিদ্দীক হাসান খাঁন আল-ক্যান্নাওজী : **আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ , আস-সিত্তাহ,** ১ম সং, বৈরূত : দারুল- জায়ীল, ১৪০৮/১৯৮৭।

০২. 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আলী আস্-সুবুকী : **তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ,** ১ম সং, আল-কা'হিরাহ আল- মাতাবা'আতুল হুসাইনিয়্যাহ, ১৩২৪ হি.।

০৩. আবুল হাসান, আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ হারূন : **মু'জামুল মিকাইয়াসিল লুগাহ,** তাহকীক, 'আবদুস সালাম, ২য় খ. বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৩৯৯/১৯৭৯।

০৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী আল-ইয়াফি'ঈ: **মিরআতুল জিনান,** খ.২য়, ১ম সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭/১৯৯৭।

০৫. হাফিয 'আবদুর রহীম আল-'ইরাকী : **ফাতহুল মুগীছ,** খ.১ম, ১ম সং, কায়রো : ১৩৫৫/১৯৩৭।

০৬. 'আল্লামা আহ্মাদুল বান্না : **বুলূগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী,** খ.১ম, বৈরূত :দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি।

০৭. আবুল 'আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াহ : **মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবায়্যিাহ,** খ.৫ম, ১ম সং, মু'য়াস্সাসাতু কুরতুবা : ১৪০৬ খ্রি.।

০৮. আবুল 'আব্বাস আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসতালানী : **ইরশাদুস্ সারী লি-শারহ সহীহিল বুখারী,** বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি।

০৯. আবুল 'আব্বাস আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসতালানী : **ইরশাদুস্ সারী,** খ.১ম, বৈরূত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৬।

১০. আস-সুবকী :**তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা,** খ.১ম, মিশর : আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, ১৩১৪ হি.।

১১. 'আবদুল 'আযীয, আল-খাওলী : **মিফতাহুস সুন্নাহ,** ২য় সং, মিশর : মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৭/ ১৯২৮।

১২. আল-কাত্তানী, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর : **আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ,** ৩য় সং, দামিশ্ক : নাসরু দারিল ফিক্র, ১৩৮৩ হি.।

১৩. আল-ইমামুল হা'কেম আবী 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হাফেয আন্-নাইসাপূরী : **কিতাবু মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীছ**, ২য় সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৭/১৯৭৭।
১৪. হাফেজ ইব্ন হাজার আস্-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **হুদা আস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী**, নতুন সং, করাচী : কাদীমী কুতুব খানা, তা,বি।
১৫. হাফেজ ইব্ন হাজার আস্-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **তাহ্যীবুত-তাহ্যীব**, খ.৯ম, হায়দারাবাদ : দা'ইরাতুল-মা'আরিফ আন্-নিযামিয়্যাহ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮।
১৬. হাফেজ ইব্ন হাজার আস্-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **তাকরীবুত তাহ্যীব**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৫ খ্রি.।
১৭ হাফেজ ইব্ন হাজার আস্-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **ফতহুল বারী শরহে সহীহিল বুখারী**, মুকাদ্দামা, কায়রো : ১৩৮০হি.।
১৮. হাফেজ ইব্ন হাজার আস্-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **লিসানুল মীযান**, খ.৫ম, ১ম সং, হায়দারাবাদ : দা'ইরাতুল মা'আরিফ,১৩২৯/১৯১১।
১৯. হাফেজ ইব্ন হাজার আস-কালানী আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **নুয'হাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্র**, ('আরবী), ঢাকা : না'দিয়াতুল কুরআ'ন, তা.বি।
২০. ইব্ন 'আসাকির : **তারীখু মদীনাতি দিমাশক**, খ.৫২শ, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫/১৯৯৫।
২১. ইবনুস সালাহ,'উছমান ইব্ন 'আবদির রহমান : **কিতাবু 'উলূমুল হাদীছ**, (মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ), মিসর, সা'আদাহ প্রেস : ১৩২৬/১৯০৮।
২২. ইয়াকূত আল-হামাভী : **মু'জামুল বুলদান**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা, বি।
২৩. ইব্ন কাছীর, আবূল আল-হাফিয আবুল ফেদা : **তাফসীরু কুরআ'নিল 'আযীম**, খ.২য়, আল-কা'হেরা : মাকতাবাতুত তুরাছ, তা.বি।
২৪ ইব্ন কাছীর, আবূল আল-হাফিয আবুল ফেদা : **আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ**, খ.১১শ, ১ম সং, বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৪১৮ হি.।
২৫ ইব্ন কাছীর, আবূল আল-হাফিয আবুল ফেদা : **আল-বা'ইছুল হাদীছ ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীছ**, পাকিস্তান : মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩/১৯৮৩।

২৬. ইব্ন নাদীম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন আবী ইয়া'কূব : **আল-ফিহরিস্ত**, ১ম সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬ হি.।
২৭. ইবনুল-জাওযী : **আল-মুনতাযাম**, খ.৭ম, বৈরূত : দারুল-ফিক্র, ১৪১৫/১৯৯৫।
২৮. ইবনুল আছীর আল-জাযেরী : **জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরূত : দারুল-ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৭।
২৯. ইব্ন খাল্লিকান : **ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪১৭/১৯৯৭।
৩০. ইব্ন খাল্লিকান : **ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান**, খ.১ম, বৈরূত : দারু-সাকাফা, ১৯৬৮খ্রি.।
৩১. ইব্ন আবী হাতিম : **আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল**, খ.৭ম, ১ম সং. বৈরূত : দারুল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।
৩২. ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া আন্-নবভী : **তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।
৩৩. ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া আন্-নবভী : **শারহু সহীহ মুসলিম**, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২/১৯৭২।
৩৪. ইয়াহইয়া ইব্ন শরফ আবূ যাকারিয়া আন্-নবভী : **রিয়াযুস সা'লিহীন**, ইন্দোনেশিয়া ছাপা, তা,বি.।
৩৫. ইব্নুল আছীর : **জামি'উল উসূল**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৭।
৩৬. ইব্ন সা'দ : **আত্-তাবাকাতুল কুব্রা**, খ.৬ষ্ঠ, বৈরূত, লেবানন : তা.বি
৩৭. ইব্ন বাদরান : **মুকাদ্দামাতু তাহ্যীবিত্ তারীখ দিমাশক্**, খ.১ম, ২য় সং, বৈরূত : ১৩৯৯ হি.।
৩৮. ইয়াকূত আল-হামাভী : **মু'জামুল বুলদান**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা, বি।
৩৯. ইবনুল 'ইমাদ : **শাযারাতুয্ যাহাব**, খ.২য়, বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি।
৪০. ইবনুল 'ইমাদ : **শাযারাতুয্-যাহাব**, খ.২য়, কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০/১৯৩১।
৪১. ইউসুফ আল-মিয্যী : **তাহযীবুল কামাল ফী আসমা'ঈর রিজাল**, খ.১৬শ, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫/১৯৯৫।
৪২. ইব্রাহীম মাদকূর : **আল-মু'জামুল ওয়াসীত**, ৪র্থ সং, আল-কা'হেরা : মাকতাবাতুশ শুরুকিদ্দাউলিয়্যাহ, ১৪২৫/২০০৪।

৪৩. ইব্ন মানযূর আল-আফরীকী : **লিসানুল 'আরব**, খ.২য়, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩।

৪৪. ইউসুফ আল-মিয্যী : **তাহযীবুল কামাল ফী আসমা'ঈর রিজাল**, খ.১৬শ, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৫/১৯৯৫।

৪৫. ইউসুফ কান্তানী : **রুবাইয়াতুল ইমামিল বুখারী**, বৈরূত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৪ খ্রি.।

৪৬. ইব্ন কুতায়বা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম : **তা'ওযীহু মুখতালাফিল হাদীছ**, মিশর : কারদিস্তা'নুল 'আলামিয়্যাহ, ১৩২৬ হি.।

৪৭. ইমাম আনাস ইব্ন মালিক : **আল-মুয়াত্তা**, করাচী : মাকতাবা ফারুকিয়া তা.বি।

৪৮. ইমাম আনাস ইব্ন মালিক : খ.২য়, কায়রো : দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৫১ খ্রি.।

৪৯. ইবনুল জাওযী : **আল-মাউযু'আত**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.।

৫০. ইবনুল জাওযী : **আল-মুনৃতাযাম**, খ.৭ম, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৫/১৯৯৫

৫১. ইব্ন হাযম, 'আলী ইব্ন আহ্মদ : **আসমা'উস সাহাবা আর-রু'আত**, খ.১ম, ১ম প্রকাশ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.।

৫২. ইয়াকূত হামাভী : **মু'জামুল বুলদান**, খ.৭ম, মিসর : মাকতাবুস সা'আদাহ, ১৩২৪/১৯০৬।

৫৩. ইয়াকূত হামাভী : খ.৫ম, মিশর : মাতবাতুস্ সাআ'দাত, ১৩২৪/১৯০৬।

৫৪. এ্যাডওয়ার্ড ই.ইলিয়াস : **কা'মূস ইলিয়াস আল-'আসরী**, ১৯৫৪ খ্রি.।

৫৫. কিরমানী : **শরহুল বুখারী**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি।

৫৬. কিরমানী : **শারহুল-বুখারী**, (মুকাদ্দামা), বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি.

৫৭. খতীব আল-বাগদাদ আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **তারীখু বাগদাদ**, খ.২য়, ১ম সং, মিশর : মাকতাবাতুল-খানজী, ১৩৪৯/১৯৩০।

৫৮. খতীব আল-বাগদাদ আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **শরফু আস-হাবিল হাদীছ**, মিসর : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি।

৫৯. খতীব আল-বাগদাদ আহ্মদ ইব্ন 'আলী : **আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ**, আল-হিন্দ : ১৩৫৭হি.।

৬০. আল-খাওলী 'আবদুল 'আযীয : **মিফতাহুস সুন্নাহ**, ২য় সং, মিশর : মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৭/ ১৯২৮।

৬১. জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আল-আস্-সুয়ূতী : **তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীইব্ন নবভী মিশর** : মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ, ১৩৫৭/১৯৩৮

৬২. জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আল-আস্-সুয়ূতী : **তাদ্‌রীবুর রাবী**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯/১৯৭৯।

তাদ্‌রীবুর রাবী : খ.১ম, মদীনা : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৭৯/১৯৫৯।

৬৩. জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আল-আস্-সুয়ূতী : তাবাকাতুল হুফ্‌ফায, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১৩৯৩/১৯৭৩।

৬৪. জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আল-আস্-সুয়ূতী : **মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক শারহি মুয়াত্তা ইমাম মালেক**, মুদ্রণ ও প্রেসের নাম উল্লেখ নেই, তা.বি.।

৬৫. জালালুদ্দীন, 'আবদুর রহমান আল-আস্-সুয়ূতী : **আত্-তাওশীহ**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪২০/২০০০।

৬৬. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী : **তাযকিরাতুল মুহাদ্দিছীন**, আযমগড় : দারুল মাতবা'আতিল মা'আরিফ, ১৯৬৮খ্রি.।

৬৭. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কা'সিমী : **কাওয়া'ইদুত তাহদীছ মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীছ**, ৩য় সং, বৈরূত : দারুন নাফা'য়েছ, ১৪২২/২০০১।

৬৮. যা'ফর আহ্মদ আল-'উছমানী : **ই'লাউস্ সুনান**, খ.১ম, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যা, তা.বি।

৬৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী : **জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআ'ন**, ২৮শ খ. ১ম সং, দারুল মা'রিফা : ১৩২৯ হি.।

৭০. 'আল্লামা ওহীদুজ্জামান : **লুগাতুল হাদীছ**, ১ম খ. করাচী : কারখানা তিজারাতে কুতুব, তা.বি.।

৭১. 'আলাউদ্দীন বুখারী : **কাশফুল আসরা'র 'আন-উসূলিল বাযদাবী**, ২য় খ. ২য় সং, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.।

৭২. আবূ হায়্যান : **আল-বাহ্‌রুল মুহীত, ৫ম খ.** বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১২/১৯৯২।

৭৩. আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দী : **সহীহ্ সুনান ইব্ন মাজাহ**, ১ম খ., ১ম সং, রিয়াদ : 'আবদিল্লাহ আত্ তিব্‌রীযী মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৯৯৭ খি.।

৭৪. আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দী : **আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন**, ১ম খ. কুয়েত : দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬/১৯৮৬।

৭৫. আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দী : **য'ঈফু সুনানি ইবন মাজাহ**, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'রিফ লিন্-নশর ওয়াত্ তাওদীহ, ১৪১৭/১৯৯৭।

৭৬. আবূ হামিদ, আল-গাজালী : **ইহ্ইয়াউ 'উলূমুদ্দীন**, ২য়, খ. বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৫/১৯৯৪।

৭৭. আবূ লাবী, ড. আমীন : **'ইলমু উসূলি জারাহ ওয়াত তা'দীল**, সৌদী 'আরব : দারু ইব্‌ন আফ্‌ফান লিন্ নসর ওয়াত তাওযী, ১৪১৮/১৯৯৭।

৭৮. 'আফীফ, 'আবদুল ফাত্তাহ তাব্বার : **রুহুদ্দীন আল-ইসলামী**, ৩০তম সং, বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালাঈন, ১৯৯৫ খ্রি.।

৭৯. 'আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ : **আস-সুন্নাতিন্ নুববিয়্যাহ**, বৈরূত : আদ্- দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৩৮৪/১৯৬৫।

৮০. ড. সুবহী আস-সালিহ : **'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহু**, বৈরূত : দারুল-ইলম লিল-মালাইন, ২৫শ সং, ২০০২ ইং।

৮১. ড. মুহাম্মদ আদীব সা'লিহ : **লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীছ**, ৫ম সং, বৈরূত:

আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯/১৯৮৮।

৮২. ড. আবূ সুলাইমান 'আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌রাহীম : **কিতাবুল বাহছিল 'ইল্‌ম ওয়া মাছাদিরু দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ**, মক্কা : দারুশ শুরুক, ১৯৮৬ খ্রি.

৮৩. ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব : **উসূলুল-হাদীছ** , নতুন সং-এর নতুন প্রকাশনা, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র ১৪২১/২০০১।

৮৪. ড.মুসতাফা আস্-সুবা'ঈ : **আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতু হা ফীত-তাশরী'ইল ইসলামী**, ২য় সং, বৈরূত : আল-মাতবা'আতুল ইসলামী, ১৩৯৮/১৯৭৮।

৮৫. ড. মুহাম্মদ আস্-সাব্বাগ : **আল-হাদীছ আন-নবভী, মুস্তালাহুহু**, বালাগাতুহু, কুতুবুহু, ৪র্থ সং, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২।

৮৬. ড.মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ শাহ্‌বাহ : **আ'লামুল মুহাদ্দিছীন**, মিশর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি।

৮৭. ড. তাকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী : **আল-ইমাম আল-বুখারী**, দামেশ্‌ক : দারুল কলম, ১৯৮১।

৮৮. ড. আকরাম যিয়া, আল-'উমরী : **বুহূসুন ফী তারাখিস সুন্নাতিল মুশাররাফা**, ৪র্থ সং, বৈরূত : তাবা'আ জাদীদা, ১৪০৫/১৯৮৪।

৮৯. ড. রুহী আল-বা'বাকী : **আল-মাওরেদ**, বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল-মালাঈন, ১৯৮৮ খ্রি.।

৯০. ড. মুহাম্মদ নসর 'আলী : **আন-নাহজুল হাদীছ ফী মুখতাসারি 'উলূমিল হাদীছ**, মক্কা : রা'বিতা আল-আ'লাম আল-ইসলামী, ১৪১১/১৯৯৯।

৯১. ড. মুহাম্মদ মাহবূবুর রহমান : **'ইলমুন্ নাক্‌দ ওয়া 'ইলমুল জারহে ওয়াত তা'দীল**, ১ম সং, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ, ১৪২৩/২০০২।

৯২. ড.মুহাম্মদ মুস্তফা আল-'আযামী : **দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নবভী**, ১ম খ. বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫।

৯৩. ড. নবীল মুহাম্মদ তাওফীক আস-সমা'লূতী : **আল-ইসলামু ওয়া কাদা'ইয়া 'ইলমুন্ নফসিল হাদীছ**, জিদ্দা : দা'রুস্ সুরুক, ১৯৮৪খ্রি.।

৯৪. ড. মাহ্‌মূদ আত-তাহ্‌হান : **রসূলুত তাখরীজ ওয়া দেরাসাতিল আসা'নীদ, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ** : মাকতাবাতুছ ছাওরাত লিন নাশর ওয়াত

তাওযী', ১৩৯৮/১৯৭৮।

৯৫ ড.মাহ্‌মূদ আত-তাহ্‌হান : **তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীছ**, দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা, তা.বি।

৯৬. ড.মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী : **মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা**, করাচী : ইদারাতুল কুরআ'ন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি।

৯৭. ড. নূর মুহাম্মদ 'আতর : **মানহাজুন্ নাকদে ফী 'উলূমিল হাদীছ**, ৩য় সং, দামেস্ক : দারুল ফিক্‌র, ১৪০১/১৯৮১।

৯৮. তা'হির আল-জাযাইরী :**কিতাবু তাওযীহিন নযর ইলা উসূলিল আছার**, খ.২য়, মিশর : আল-মাতাবা'আতুল জামালিয়্যাহ, ১৩২৯/১৯১১।

৯৯. তকী উদ্দীন নদভী : **মুহাদ্দিছীন-ই-'ইযাম আওর উনকে ইলমী কারনাম**, করাচী : মযলিস-ই-নশরিয়াত-ই ইসলাম, ১৯৬৬ খ্রি.।

১০০. তকী উদ্দীন নদভী : **'ইলমু রিজালিল্ হাদীছ**, ১ম সং, লক্ষ্মীঃ মাতবা'আতু নদওয়াতিল 'উলামা, ১৪০৫/১৯৮৫।

১০১. তাকী উদ্দীন আস্-সুবুকী 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব: **তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ**, খ.২য়, বৈরূত : দারু-ইয়াহ্‌ইয়াইল কুতুবিল 'আরাবী, তা,বি।

১০২. তাকী উদ্দীন আস্-সুবুকী 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব : **তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা**, খ.১ম, ১ম সং, মিসর : আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, ১৩১৪ হি.।

১০৩. আত-তামীমী, মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন তামীম : **তাবাকাতু 'উলামা'য়ে আফ্রিকা**, তাহ্কীক, আস্-শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন আবী শানব, আল-জাযা'য়েব : ১৩৩২ হি.।

১০৪. তাশ কুবরা যা'দাহ : **মিফতাহুস্ সা'আদাহ**, খ.২য়, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

১০৫. আত-তাবারানী, সুলায়মান : **আল-মু'জামুল আউসা'ত**, খ.৪র্থ, ১ম প্রকাশ, কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৯৯৬ খ্রি.।

১০৬. ইমাম আত-তাহাভী, আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ : **মুশকিলুল আছা'র**, ২য় খ, ১ম সং, হায়দাবাদ : দা'ইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৩/১৯১৫।

১০৭. আত্-তারমেসী, মুহাম্মদ মাহ্ফুয ইব্ন 'আবদিল্লাহ : **মানহাজু যূবীন নাযর**, ২য় সং, মুসতাফা' আল-হালাবী, ১৩৭৪/১৯৫৫।

১০৮. আদ-দামীমী, ড. মুসফার গারামুল্লাহ : **মাকাঈসু নাকদি মুতুনিস সুন্নাহ**, মদীনা : মাকতাবাতু 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৩১৪ হি.।

১০৯. ফু'আদ সিযকীন : **তারিখুত-তুরাসিল 'আরাবী**, খ.১ম, রিয়াদ : ইদারাতুস সাকাফী, ১৪০৩/১৯৮৩।

১১০. বদরুদ্দীন আল-'আইনী : **'উমদাতুল কারী**, ১ম সং, পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ ১৪০৫ হি.।

১১১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : **সহীহুল বুখারী**, খ.২য়, ৩য় সং, করাচী : নূর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবি', ১৩৮১/১৯৬১।

১১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : **সহীহুল বুখারী**, ইণ্ডিয়া : মাতবা'আ আসাহ্হুল মাতাবী', তা.বি.।

১১৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : **বুখারী শরীফ**, অনু : (উর্দু) মাওঃ 'আবদুল হাকীম খাঁন, দিল্লীঃ এ'তেকাদ পাবলিকেশন্স হাউজ, তা.বি।

১১৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : **আত-তারীখুল কাবীর**, খ.১ম, হায়দারাবাদ : ১৩৬০ হি.।

১১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : খ.৪র্থ, আল-হিন্দ : ১৩৬১ হি.।

১১৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : **আত্-তা'রীখুস সগীর**, আল-হিন্দ : ১৩২৫ হি.।

১১৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : **আস্-সহীহ্ লি-মুসলিম**, কলকাতা : মাতবা'আতু আসাহ্হিল মাতাবি', দারুল ইশা''আতিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.।

১১৮. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আস-সাখাভী : **ফাতহুল মুগীছ**, খ.১ম, ২য় সং, দারুল ইমাম আত-তাবারী, ১৯৯৬ খ্রি.।

১১৯. মুহাম্মদ আবূ যাহু : **আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন**, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৩/১৯৮৩।

১২০. আল-মাক্দাসী হাফেয মুহাম্মদ ইব্ন তা'হের : **শুরূতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ**, আল-কা'হেরা : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৭ হি.।

১২১. মোল্লা 'আলী কারী, হানাফী 'আলী ইব্ন সুলতান, মুহাম্মদ : **মিরকাত শরহ্ মিশকাত**, খ.১ম, পাকিস্তান : মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, তা.বি.।

১২২. মোল্লা 'আলী কারী, হানাফী 'আলী ইব্ন সুলতান, মুহাম্মদ : **মিরকাতু লি-শরহিল মিশকাত**, খ.১ম, ভারত : আসাহ্হুল মাতাবি', তা.বি।

১২৩. মোল্লা 'আলী কারী, হানাফী 'আলী ইব্ন সুলতান, মুহাম্মদ : **মিরকাতুল মাফাতিহ্ শারহ্ মিশকাতিল মাসা'বীহ্**, খ.১ম, পাকিস্তান : তা.বি,।

১২৪. মোল্লা 'আলী কারী, হানাফী 'আলী ইব্ন সুলতান, মুহাম্মদ : **মিরকাত**, খ.১ম, ১ম সং, দেওবন্দ : আল- মাকতাবাতুন, নূরিয়া, ১৩৮৬/১৯৬৬।

১২৫. মুহাম্মদ ইকরাম, শায়খ : **মাওজে কাওছার**, লাহোর : ফিরোজ সন্স, ১৯৫৮ খ্রি.।

১২৬. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান : **আস্-সহীহ্**, ১ম খ. ২য় সং, বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.।

১২৭. মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী : **ফায়যুল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী**, খ.১ম, ১ম সং, মাতবা'আতু হিজাযী বিল-কাহেরা, ১৩৫৭/১৯৩৮, মুকাদ্দামা।

১২৮. মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী : **মা'আরিফুস সুনান শারহ জা'মি' আত-তিরমিযী**, খ.১ম, করাচী : আদব মঞ্জিল, ১৪০৯ হি.।

১২৯. মাওঃ মুফতী রশীদ আহ্মেদ : **ইরশাদুল-কারী ইলা সহীহিল বুখারী**, ১ম সং, ঢাকা : কুতুব খানা রশীদিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.।

১৩০. মুহাম্মদ সেকান্দার 'আলী : **তারাজিমুল-মুহাদ্দিছীন ওয়া মানাহিজুহুম ফীল-জাম'ই ওয়াত-তাদওয়ীন**, ১ম সং, ঢাকা : সোনালী সোপান ১৪১৭/১৯৯৬।

১৩১. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু : **আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন**, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৩/১৯৮৩।

১৩২. মাওঃ মুহাম্মদ 'আবদুল সালাম মুবারকপূরী : **সীরাতুল বুখারী** (উর্দু), লাহোর : ফারুকী কুতুবখানা, ১৯৮৬।

১৩৩. মাওঃ মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী : **যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসানিনফীন**, দেওবন্দ : হানীফ বুক ডিপু, তা.বি।

১৩৪. মাওঃ আহমদ 'আলী, হাফেয সাহরানপূরী : **মুকাদ্দামাতু সহীহিল বুখারী**, খ.১ম, ইণ্ডিয়া : মাতবা'আ আসাহ্হুল মাতাবি', তা.বি।

১৩৫. মাওলানা আবুল কালাম মোঃ 'আবদুল লতীফ চৌধুরী : **তারীখে 'ইল্মুল হাদীছ**, ১ম সং, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭ খ্রি.।

১৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল আবুল হুসায়ন আল-হাম্বলী : **তাবাকাতুল হানাবিলাহ**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭/১৯৯৭।

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন 'আবদিল কা'দের আর-রাযী: **মুখতা'রুস সিহাহ**, বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতু 'উলূমিল কুরআ'ন, ১৪০৬/১৯৮৬।

১৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন তা'হির আল-মাকদাসী : **শুরূতু আয়িম্মাতিস সিত্তাহ্, আল-কাহিরাহ** : মাকতাবাতুল কুদ্সী, ১৩৫৭ হি.।

১৩৯. মাজদুদ্দীন আল-ফিরুযাবা'দী : **আল-কা'মূসুল মুহীত**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৯৮৩ খ্রি.।

১৪০. মুনীর আল-বা'লাবাকী : **আল-মাওরিদ**, বৈরূত : দারুল 'উলূম লিল মালাঈন, ১৯৮৯ খ্রি.।

১৪১. মুহাম্মদ করম শাহ্ : **সুন্নাতু খায়রিল আনাম**, লাহোর : জিয়াউল কুরআ'ন পাবলিকেশন্স, তা.বি.।

১৪২. মুহাম্মদ আবূ যাহরা : **তারিখ আল-মাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল ফিক্র আল-'আরাবী, ১৯৮৯খ্রি.।

১৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী : **জা'মে' আত-তিরমিযী**, কুতুবখানা, রাশিদিয়্যা, দেওবন্দ, তা.বি।

১৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী : **আস-সুনান**, খ.৫ম, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.।

১৪৫. আর-রাফ'ঈ, আবুল কা'শিম : **আত-তাদভীন ফী আখবারি কাযভীন**, খ.২য়, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,১৪০৮/১৯৮৭।

১৪৬. রিজভী, আস্-সাইয়্যেদ মাহ্বূব : **মাকুতূবাতে নবভী**, দিল্লীঃ তা'জ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭খ্রি.।

১৪৭. লুইস মা'লুফ : **আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম**, ১ম খ. বৈরূত : দারুল মাশরিক,১৯৮৬ খি.।

১৪৮. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা**, খ.৭ম, ১২শ, বৈরূত : মুআস্সা সাতুর রিসালাহ, ১৪১৭/১৯৯৬।

১৪৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা**, খ.১২শ, ১ম সং, বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৪১৭/১৯৯৭।

১৫০. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **তাযকিরাতুল হুফ্ফায**, খ. ২য়, ৩য় সং, হায়দারাবাদ, ডিকান : দা'ইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৭৬/১৯৫৬।

১৫১. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **তাযকিরাতুল হুফ্ফায**, খ.২য়, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা, বি।

১৫২. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **তাযকেরাতুল হুফ্ফায**, খ.২য়, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫৬ খ্রি.।

১৫৩. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **তাযকিরাতুল হুফ্ফায**, (উর্দু) খ.১ম, লাহোর : ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৪০১/১৯৮১।

১৫৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয : **মীযানুল 'ইতিদাল**, খ.৩য়, ১ম সং মিশর : দারু ইহ্ইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮২/১৯৬৩।

১৫৫. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী : **হুজ্জাতুল্লাহিল বা'লিগাহ**, খ.১ম, ১ম সং, দেওবন্দ : আল-মাতবা'উল আশরাফী, ১৩৮৩ হি.।

১৫৬. 'আল্লামা শিব্বীর আহ্মেদ 'উছমানী : ফাতহুল মুলহিম, খ.১ম, ২য় সং, করাচী : ইদারাতুল-ওয়া 'উলূমুল-ইসলামিয়্যাহ, তা, বি।

১৫৭. শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ : **রিসালাহ শারহ তারাজুমি আবওয়াবি সহীহিল বুখারী**, সহীহ্ আল-বুখারী, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

১৫৮. শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আবী আশ-শাওকানী: **নায়লুল আওতার**, খ.১ম, মিশর : আল-মাতবা'আতুল 'ইসমানিয়্যাহ, ১৩৫৭ হি.।

১৫৯. শিহাবুদ্দীন আল-'আসকালানী : **আল-ইসাবা ফী তামীযিয্ সাহাবা**, খ.১ম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

১৬০. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আস-সাখাভী : **বাগয়াতুর রা'গিব আল-মুতামান্না ফী খাতমিন নাসাঈ**, রিয়াদ : মাকতাবাতুল 'আবীকান, ১৪১৪/১৯৯৩।

১৬১. শিয়ালকুটী, মীর ইব্রাহীম : **তারীখে আহ্লে হাদীছ**, ২য় সং, নয়াদিল্লী : তাওহীদ লাইব্রেরী, ১৯৮৩ খ্রি.।

১৬২. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দেছ দেহলভী, মাওলানা : **বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন**, করাচী : নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.।

১৬৩. সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী : **আর-রিসালা**, কলকাতা : আসাহ্হুল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যা, তা.বি।

১৬৪. সৈয়দ সুলাইমান নদভী, 'আল্লামা : **হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.)**, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা,তা,বি।

১৬৫. সায়ফুদ্দীন আমিদী : **আল-ইকমাল**, ১ম খ. মুদ্রণ ও প্রেসের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না, ১৩৮৭/১৯৬৮।

১৬৬. সাহরানপূরী, খলীল আহ্‌মদ : **বযলুল মাজহুদ**, সাহারানপূর : মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ, ১৯৭৩ খ্রি.।

১৬৭. সালাহ উদ্দীন : **আন-নকদুস সহীহ্**, ১ম সং আল-মদীনাতুল মুনাওরাহ : ১৯৮৫ খ্রি.।

১৬৮. আস-সাখাভী, হাফিয : **আল-'ইলানু বিত্‌তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামীয়্যা তা. বি.।

১৬৯. আস্-সিদ্দীকী, মুহাম্মদ যুবায়র : **আস-সীরুল হাছীছ ফী তা'রীখে তাদওয়ীনিল হাদীছ**, হায়দারাবাদ : ১৩৫৮ হি.।

১৭০. হাজী খলীফাহ : **কাশফুয্ যুনুন 'আন উসামীমিল কুতুব ওয়াল ফুনুন**, খ.২য়, বৈরূত : দারু-ইহ্ইয়াইত্- তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.।

১৭১. হাসান ইব্‌ন 'আবদির রহমান ইব্‌ন খাল্লাদ : **আল-মুহাদ্দীছুল ফা'সিল বাইনার রাভী ওয়াল ওয়া'ঈ**, তাহ্‌কীক, ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, খ.৪র্থ, মিশর : দারুল কুতুব, তা.বি.।

১৭২. হাকিম নায়শাপূরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ : **আল-মুস্তাদরাক**, ১ম খ. ১ম সং, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০খ্রি.।

১৭৩. আল-হাম্বলী, আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনিল হুসায়ন : **তাবাকাতুল হানাবিলাহ**, খ.১ম, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭/১৯৯৭।

১৭৪. ড. হামেদ সা'দিক কানিযী ও ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ কালার্জী : **মু'জামুল লুগাত**, করাচী : আশারাফ মঞ্জিল, তা.বি.।

বাংলা উৎস

১৭৫. 'আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী : **হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ.)**, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, তা.বি।

১৭৬. আবূ দাঊদ,সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী : **সুনানু আবী দাঊদ**, খ.৪র্থ, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১৮/১৯৯৭।

১৭৭. আবূ 'ঈসা, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা তিরমিযী, ইমাম : **জামি' আত তিরমিযী**, খ.১ম, ৪র্থ সং, অনুঃ ও সম্পাদনা মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.।

১৭৮. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কায্‌বীনী : **সুনানু ইব্‌ন মাজাহ**, ঢাকা : ই.ফা.বা, খ.১ম, ১৪২১/২০০০।

১৭৯. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কায্‌বীনী : **সুনানু ইব্‌ন মাজাহ**, ঢাকা : ই.ফা.বা, খ.২য়, ১৪২১/২০০১।

১৮০. আসাদ বিন হাফিজ : **আল-কুরআ'নের বিষয় অবিধান**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশনা, ১৪১৩/১৯৯২।

১৮১. 'আলীয়াভী, শায়খ 'আইনুল-বারী : **চার পাঁচশো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও উসূলে হাদীছ**, ১ম প্রকাশ, কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১৯৯৯ খ্রি.।

১৮২. ড.আহ্‌সান সাইয়েদ : **হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত**, ১ম সং, ঢাকা চট্টগ্রাম : এ্যার্ডর্ন পাবলিকেশন, ২০০১ খ্রি.।

১৮৩. আকরাম খা, মাওলানা মুহাম্মদ : **মোস্তফা রচিত**, ৪র্থ সং, ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা : ১৩৯৫/১৯৭৫।

১৮৪. 'আইনুল-বারী 'আলীয়াভী : **হাদীছের সংরক্ষণ যুগে যুগে**, ১ম সং, কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১৯৯৪খ্রি.।

১৮৫. আবুল কা'সিম মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী : **ইমাম বুখারী (রহ.)**, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

১৮৬. 'আবদুল গাফ্‌ফার হাসান নদভী : **এন্তেখাবে হাদীছ**, অনুঃ মুহাম্মদ মূসা : ৭ম সং, ঢাকা : আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।

১৮৭. ইব্‌ন হিশাম : **আস্-সীরাতুন নবভীয়্যাহ**, ২য় খ. বৈরূত : 'উলূমুল কুরআ'ন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি.।

১৮৮. খান মোছলেম উদ্দীন আহ্‌মদ : **মহানবীর সীরাত কোষ**, ঢাকা : শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ১৪১১/১৯৯০।

১৮৯. ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : **ইহ্ইয়াউস সুনান**, ৩য় সং ঢাকা : ইশ'আতে ইসলাম কুতুব খানা, ২০০৪ খ্রি.।

১৯০. ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : **হাদীছের নামে জালিয়াতি, প্রচলিত মিথ্যা হাদীছ ও ভিত্তিহীন কথা**, ২য় সং, ঝিনাইদাহ : আস্-সুন্নাহ লকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.।

১৯১. জিলহজ্জ 'আলী : **হাদীছ পরিচয়**, ২য় সং, ঢাকা : সিমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.।

১৯২. ড.এ.এফ.এম আমীনুল হক : **মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান জীবন ও অবদান**, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৩/২০০২।

১৯৩. ড. মো : শফিকুল ইসলাম : **হাদীছ চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বা, ২০০৫খ্রি.।

১৯৪. ড. মো : শফিকুল ইসলাম : **তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীছ** (উসূলুল হাদীছ)
ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, তা.বি।

১৯৫. ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহ্ইয়ার রহমান : **মাওয়ালী এবং ইসলামী 'উলূমে তাঁদের অবদান**, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১২/১৯৯২।

১৯৬. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ : **হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত**, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, ২০০১খ্রি.।

১৯৭. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ : **সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল বারী**, খ.১ম, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, ১৪২৫/২০০৪।

১৯৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : **ইমাম বুখারী**, ৩য় সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪।

১৯৯. ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন : **ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)**, ১ম সং, ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১৪২৫/২০০৫।

২০০. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন : **'উলূমুল হাদীছ**, রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১/২০০০।

২০১. ড. শামীম আরা চৌধুরী : **হাদীছ বিজ্ঞান**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৪২২/২০০১।

২০২. ড.মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন : **রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিকথা**, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৪২৫/২০০৪।

২০৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.১ম, ৫ম সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪।

২০৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.২য়, ৫ম সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪।

২০৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.৩য়, ৪র্থ সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪০৯/১৪২৪।

২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.৪র্থ, ৩য় সং, ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩।

২০৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.৫ম, ৩য় সং, ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩।

২০৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.৭ম, ৩য় সং, ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩।

২০৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.৯ম, ৩য় সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩।

২১০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, অনু. সম্পা. পরিষদ, খ.১০ম, ৩য় সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৪/২০০৩।

২১১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **বুখারী শরীফ**, ৫ম, সং, খ.১ম, ভূমিকা অংশ, ঢাকা : সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা, ১৪২৫/২০০৪।

২১২. মুফতী আমীমূল ইহ্সান : **হাদীছ সংকলনের ইতিহাস**, অনু. মাওঃ শরীফ মো : ইউসুফ, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : ইসলামী একাডেমী, ১৪১১ হি.।

২১৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : **মিযানুল আখবার**, আফলাতুন কায়ছার অনুদিত, ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৮/১৯৯৭।

২১৪. মাওঃ নূর মুহাম্মদ 'আজমী : **হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, ৪র্থ সং, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.।

২১৫. মাওঃ আবু নো'মান মুহাম্মদ নূরুর রহমান কা'সেমী, দরবেশপূরী : **মুহাদ্দেছীনে দেওবন্দের বক্তব্যের আলোকে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম শরীফের বাংলা ব্যাখ্যা**, ঢাকা : ভূঁইয়া প্রকাশনী, ফাজিলে দেওবন্দ, ১৪০৯/১৯৮৮।

২১৬. মাওঃ নূর মুহাম্মদ 'আজমী : **হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, ৪র্থ সং, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.।

২১৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : **আল-কাউছার** ('আরবী-বাংলা অভিধান), ৫ম সং, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৪১৪/১৯৯৪।

২১৮. মাওলানা আবুল কালাম মোঃ 'আবদুল লতীফ চৌধুরী : **তারীখে 'ইল্মুল হাদীছ**, ১ম সং, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭ খ্রি.।

২১৯. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : **হাদীছ সংকলনের ইতিহাস**, ৫ম সং, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১২/১৯৯২।

২২০. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : **ইসলামী শরী'আতের উৎস**, ২য় সং, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩/১৪২৪।

২২১. মুহাম্মদ আবুল কালাম, মাওঃ 'আবদুল লতিফ চৌধুরী : **তারীখে 'ইলমুল হাদীছ**, ১ম সং, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭ খ্রি.।

২২২. দৌলতপূরী, মুহাম্মদ শামসুল হক : **হাদীছ শাস্ত্র পরিচিতি**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১৫/১৯৯৫।

২২৩. মুশতাক আহমদ, মাওলানা : **উলূমুল হাদীছ**, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২০/১৯৯৯।

২২৪. সা'দেক শিবলী জামান : **হযরত ইমাম মালেক (রহ.)**, ঢাকা : রহমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রি.।

ইংরেজী বই

২২৫. Qasim Syed, Muhammad :**The Encyclopaedia of Islam**, London : Luzav co new Edition-1965), V-1, ibit.
২২৬. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi. : **Hadith Literature**, Calcatta: Calcatta University. 1961.
২২৭. Bangla Academy : **Dictionary of English to Bengali**.
২২৮. Edward William Lane : مد القاموس part-8. Book-1, Lahore: Islamic Book Center,1978.
২২৯. A,S, Hornby : **Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English**.
৩০. Edition : **New Webster's Dictionary of The English language** : College Ed. Delhi: Surgeet Publication, 6th Ed. Reprint. 1995.
২৩১. Leyden : **E.J.Brill Imprime rie orientale Londen** : Luzac & Co, Great Russell street, 1992.
২৩২. J. Robson : **The Encyclopaedia of Islam**, Vol.1.
২৩৩. Board of Editors : **The Encyclopaedia of Islam**, Vol:iii. Leiden : E.J. Brill, 1971.
২৩৪. Bangla Academy : **Dictionary of English to Bengali**.
২৩৫. Eword William lane : An Arabic-English Lexicon, part-2 (Beirut : 1980)
২৩৬. Fazlur Rahman : **Islamic Methodology in History**,
২৩৭. F.A. Klein : **The Religion oF Islam**, New Dilhi : Cosmo publications 1978.
২৩৮. F.steingass : **The Student Arabic English Dictionary**, London : W.H Allen and Co. 1884.
২৩৯. Hans Where : **A Dictionary of Modern Written Arabic** New York : Spoken Languge Seclovies, Inc, 1976.
২৪০. Maulana Muhammad Ali : **The Religion of Islam**, 1st ied. Delhi : motilal Banarsidass, 1994.
২৪১ Maulana Muhammad Ali : **The Religion of Islam**, Pakistan : The Ahmadiyyah Anajumas Ishat Islam, 1950.
২৪২. Shaleh Ahmed : **Oxford Advanced Learner's Dictionary**. English to Bengali, New Edition. Dhaka : Oxford Book House, 2007.

২৪৩. T.P. Hoghe : **Dictionary of Islam**. New Delhi : Oriental books Reprint Corporation, 1976.

থিসিস

২৪৪. ড.এ.এফ.এম আমীনুল হক **মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান জীবন ও অবদান,** ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৩/২০০২।
২৪৫. ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম : **হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান,** পিএইচ.ডি থিসিস, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বা, ২০০৫খ্রি.।
২৪৬. ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান : **সিহাহ সিত্তার মানহাজ : একটি পর্যালোচনা,** পিএইচ.ডি থিসিস, অপ্রকাশিত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ২০০৯খ্রি.।

পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকী

২৪৭. সম্পাদক : ঢাকা : ই.ফা.বা,পত্রিকা ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩ খ্রি.।
২৪৮. সম্পাদক : **ই.ফা.বা গবেষণা পত্রিকা,** ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, ৪৩ বর্ষ, ১ম সং, ঢাকা : জুলাই-সেমেম্টম্বর' ২০০৩।
২৪৯. সম্পাদক : **ই. ফা. বা. পত্রিকা,** ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা : জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৩ খ্রি.।
২৫০. সম্পাদক : **ই. ফা. বা. পত্রিকা,** ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : এপ্রিল-জুন, ২০০৩ খ্রি.।
২৫১. সম্পাদক : **ই. ফা. বা. পত্রিকা,** ৩৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : জানুয়ারী-মাচ, ১৯৯৯ খ্রি.।
২৫২. সম্পাদক : **ই. ফা. বা. পত্রিকা,** ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৪ খ্রি.।
২৫৩. সম্পাদক : **ই. ফা. বা. পত্রিকা,** ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৫।
২৫৪. সম্পাদনা পরিষদ :**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,** খ.১ম, ঢাকা : ই. ফা.বা. ১৪০২/১৯৮২।
২৫৫. সম্পাদনা পরিষদ : **ইসলামী বিশ্বকোষ,** খ.২৪শ, ১ম ভাগ, ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৪১৯/১৯৯৮।

২৫৬. সম্পাদনা পরিষদ :**ইসলামী বিশ্বকোষ**, খ.২৫শ, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪১৭/১৯৯৬।

২৫৭. সম্পাদনা : **মাসিক দাওয়াতুল হক**, (ড. মুহাম্মদ নেসার 'আলী : আন্-নাহজুল হাদীছ), ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, মাক্কাতুল মুকাররমাহ : রাবিতাতুল্ 'আলামিল ইসলামী, মার্চ ১৪০৫/১৯৮৫।

২৫৮. সম্পাদনা পরিষদ : **আন-নাহ্জুল হাদীছ ফী মুখতাসার 'উলূমিল হাদীছ**, (ড.'আলী মুহাম্মদ নসর), ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সং, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, মক্কাতুল মুরার্রামাহ : রাবিতা আল-'আলম আল-ইসলামী, মার্চ, ১৪০৫/১৯৮৫।

ইন্টারনেট

২৫৯. httpt//wwww. waqfeya.net/shamelat

২৬০. http://www.al-islam.com

২৬১. http://www.shamela.ws

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান ১৯৭৬ সনের ১লা মার্চ কুমিল্লা জিলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত খর খরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আল-হাজ্ব অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মজিবুর রহমান এবং মাতা ছালেহা খাতুন। সাত ভাই-বোনের মাঝে তিনি তৃতীয় এবং দু'ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান নিকটস্থ শাহ্পুর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৯০ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল এবং ১৯৯২ সালে প্রথম বিভাগে আলিম পাস করেন।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান ছাত্র জীবনে মেধাবৃত্তিসহ বরাবরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে ১৯৯৫ সালে বি.টি.আই.এস (অনার্স) এবং একই বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে ১৯৯৬ সালে এম.টি.আই.এস (মাষ্টার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে কামিল (প্রাইভেট) তিন গ্রুপ থেকে (আদব, ফিক্‌হ ও তাফসীর) ডিগ্রি অর্জন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০০২ সনে এম.ফিল লিখিত পরীক্ষায় ৮৭.৬৬/ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সনে "সিহাহ সিত্তাহর মানহাজ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচডি থিসিস-এর জন্য ২১৮তম একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে ৪৫৯তম সিন্ডিকেট সভায় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ভাল ফলাফলের জন্য দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বৃত্তি অর্জন; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় বি,টি,আই,এস, অনার্স ১ম, ২য় ও ৩য় শিক্ষা বর্ষে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় মেধা ভিত্তিক বৃত্তি লাভ; পিএইচ.ডি গবেষণার জন্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ঢাকা-এর নিকট হইতে পিএইচ.ডি স্কলারশীপ অর্জন করেন।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এবং রাজবাড়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ীতে মোট ৬টি সেমিনার উপস্থাপন করেন এবং অসংখ্য সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও গবেষণামূলক পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক পত্রিকা এবং ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিরোনাম হলো : শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ : একটি পর্যালোচনা; মুসলিম জীবনাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য; হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণের দৃষ্টিতে উমর (রা.)-এর মর্যাদা; ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়; বিজ্ঞান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেরই অংশ; উমর (রা.)-এর সৈনিক জীবন : একটি পর্যালোচনা; হাদীস সম্প্রসারণে উমর (রা.)-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা; সিহাহ সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীছের গ্রন্থসমূহ : একটি পর্যালোচনা; হিসাব বিজ্ঞানে হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি : ইসলামী প্রেক্ষাপট; উমর (রা.)-এর ইসলাম

গ্রহণ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা; কুরবানীর রহস্য ও তাৎপর্য : একটি গবেষণামূলক আলোচনা; 'ইল্মূল জারহে ওয়াত তা'দীল বা হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা; উমর (রা.)-এর শাসনামলে বিচার পদ্ধতি : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা; মানব জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষাপট; অমুসলিমদের প্রতি উমর (রা.)-এর শাসন নীতি : একটি পর্যালোচনা; أهمية الإسناد في الحديث و رد شبهات المستشرقين فيه) ইত্যাদি।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান রাজবাড়ী জেলার ঐতিহ্যবাহী হোগলাডাংগী মোহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া কামিল মডেল মাদ্রাসায় কামিল আদব বিভাগে 'আদীব' হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং 'সহকারী অধ্যাপক' পদে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শাহ্পুর ইসলামিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসার 'অধ্যক্ষ' পদে কর্মরত আছেন। তিনি " **ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম ও সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি : একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা**" শীর্ষক গ্রন্থটির মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট নাজাতের উসীলা কামনা করছেন

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমানের রচিত গবেষণামূলক বইসমূহ

০১. কুরআন-হাদীসের আলোকে কুরবানীর রহস্য ও তাৎপর্য : গবষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ১২০)
০২. উসূলুল হাদীছের ইতিবৃত্ত ও নির্ভুল হাদীছ বর্ণনায় মুহাদ্দিছগণের কর্মপদ্ধতি : গবষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ৫৮৮)
০৩. উমর (রা.)-এর জীবনকর্ম ও তাঁর শাসন পদ্ধতি : একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ৬২০)
০৪. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনকর্ম ও হাদীছ সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি (একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা) (পৃ. ২৫৮)
০৫. সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ২০০)
০৬. সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ১২০)
০৭. সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ১৪০)
০৮. সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ১৮০)
০৯. সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি : গবেষণামূলক পর্যালোচনা (পৃ. ১২৫)
১০. জাল বা বানোয়াট হাদীস নির্বাচনে হাদীস বিজ্ঞানীগণের ভূমিকা : একটি গবেষণামূলক আলোচনা (পৃ. ১০৮)